নন্টে ফন্টে

কালেকশন

১৬, ১৭, ১৮

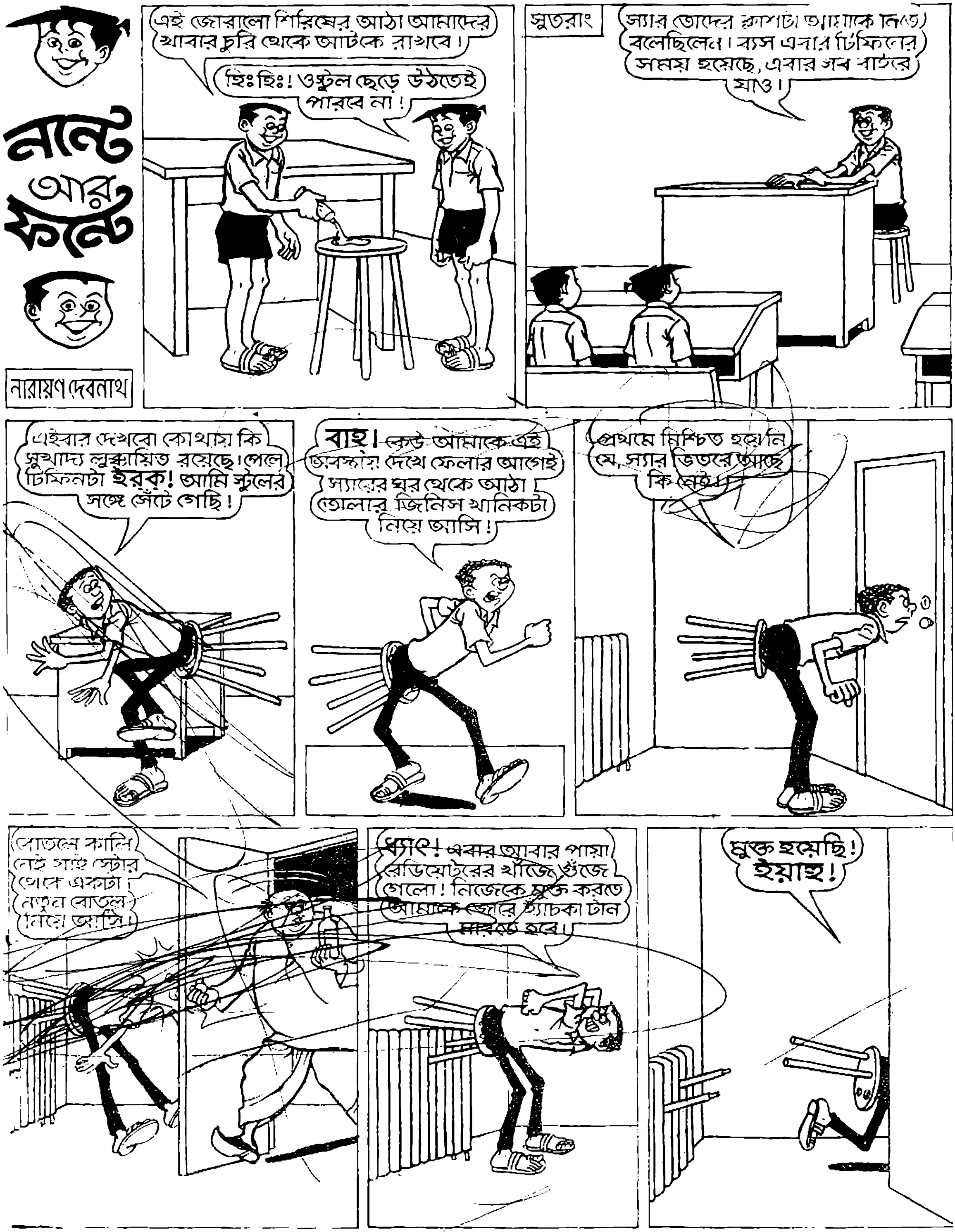
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই জোরালো শিরিষের আঠা আমাদের খাবার চুরি থেকে আটকে রাখবে।
হিঃ হিঃ! ওস্তুল ছেড়ে উঠতেই পারবে না!
সুতরাং
স্যার তোদের ক্লাশটা আমাকে নিতে বলেছিলেন। ব্যস এবার টিফিনের সময় হয়েছে, এবার সব বাইরে যাও।
এইবার দেখবো কোথায় কি সুখাদ্য লুক্কায়িত রয়েছে। পেলে টিফিনটা ইরক! আমি স্টুলের সঙ্গে সেঁটে গেছি!
বাহ! কেউ আমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলার আগেই স্যারের ঘর থেকে আঠা তোলার জিনিস খানিকটা নিয়ে আসি!
প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নি যে, স্যার ভিতরে আছে কি নেই।
বোতলে কালি নেই তাই স্টোর থেকে একটা নতুন বোতল নিয়ে আসি।
ধ্যাৎ! এবার আবার পায়া রেডিয়েটরের খাঁজে গুঁজে গেলো! নিজেকে মুক্ত করতে আমাকে জোরে হ্যাঁচকা টান মারতে হবে।
মুক্ত হয়েছি! ইয়াহু!

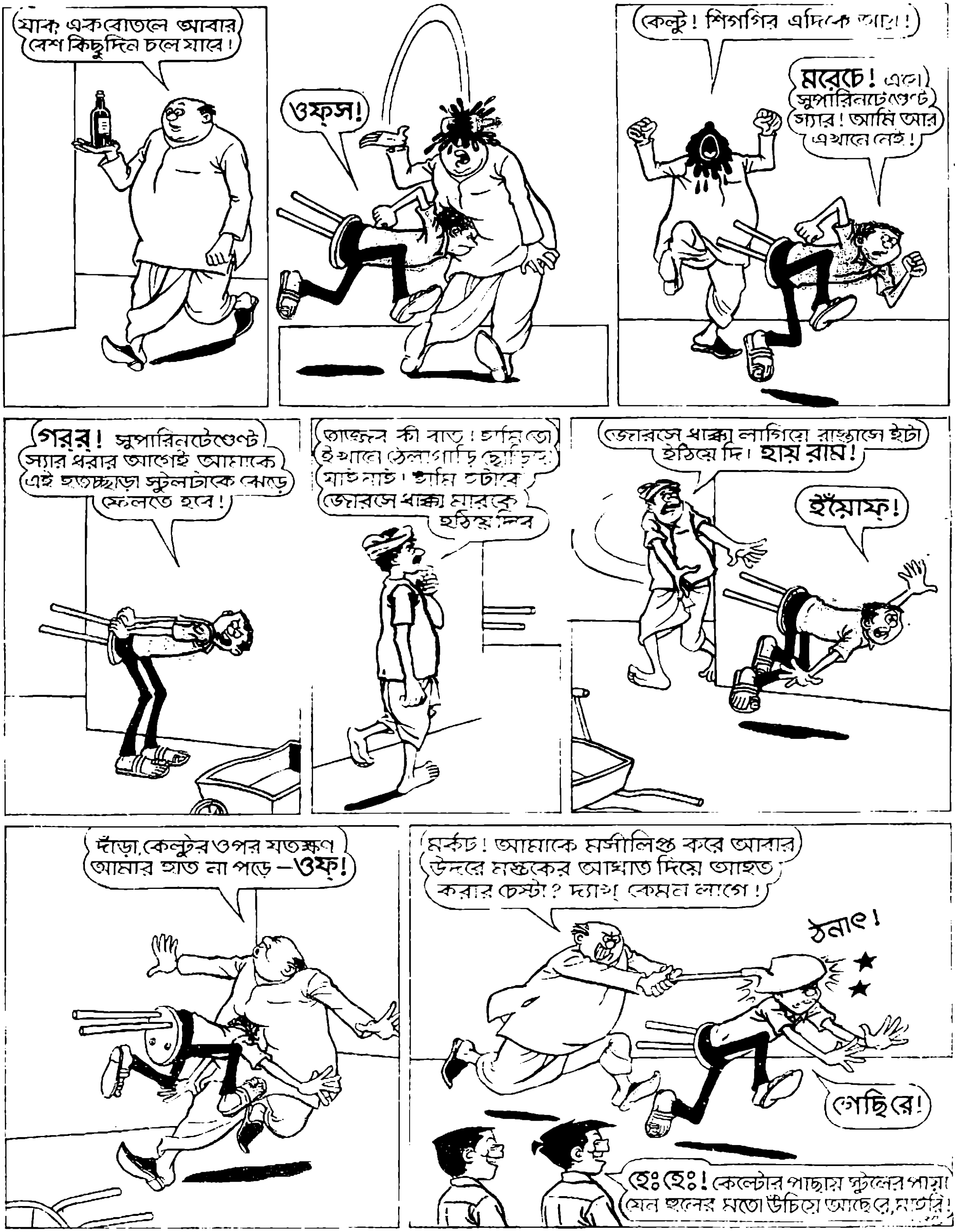
যাক্‌ এক বোতলে আবার বেশ কিছুদিন চলে যাবে!
ওফ্‌স!
কেল্টু! শিগগির এদিকে আয়!
মরেছে! এসো সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার! আমি আর এখানে নেই!
গরর! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার ধরার আগেই আমাকে এই হতচ্ছাড়া স্টুলটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে!
তাজ্জব কী বাত! হামি তো ইখানে ঠেলাগাড়ি ছোড়কে যাই নাই। হামি উটাকে জোরসে ধাক্কা মারকে হঠিয়ে দিব
জোরসে ধাক্কা লাগিয়ে রাস্তাসে ইটা হঠিয়ে দি। হায় রাম!
ইঁয়োফ্‌!
দাঁড়া, কেল্টুর ওপর যতক্ষণ আমার হাত না পড়ে —ওফ্‌!
মর্কট! আমাকে মসীলিপ্ত করে আবার উদরে মস্তকের আঘাত দিয়ে আহত করার চেস্টা? দ্যাখ্‌ কেমন লাগে!
ঠনাৎ!
গেছি রে!
হেঃ হেঃ! কেল্টোর পাছায় স্টুলের পায়া যেন হুলের মতো উঁচিয়ে আছে রে, মাইরি!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাইরে ওখানে কি হচ্ছে?
ফুঁ দিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ তৈরি এখুনি বন্ধ কর!
মরেছে! স্যার দেখে ফেলেছে, শিগগির পালা!
হিঃ হিঃ! আমি রান্নাঘরের জানলা দিয়ে এই উপাদেয় পায়েসের বাটিটা বাগিয়েছি!
কেল্টু!
উল্‌প্‌ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
নন্টে আর ফন্টেকে দেখলাম ফুঁ দিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ তৈরি করতে। যা ওটা বন্ধ কর গিয়ে!
আঃহা! পায়েস!
এরপর বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়ুনেওয়ালা কাউকে ধরলে বেতিয়ে লাল করে দেবো!
এটা আমি নিচ্ছি! হেঃ হেঃ!
গরর! পাজি! ছুঁচো! পায়েসটা ফিরিয়ে দিয়ে যা!
ফান্টুবাবু! তব আপনি পায়েস চোরি করিয়েছেন! এখুন জলদি ওয়াপস করিয়ে দিন।
আমি ওকে এই ছড়ি দিয়ে লেঙ্গি লাগাই!

অ্যাই মরেচে! আমি হোঁচট খেয়েছি!
গরর্র্র!
সেরেছে! তড়িঘড়ি সরে পড়ি!
আমি ঘুরে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে দেখি বাইরে থেকে কোন খাবার আমার হাতানো যায় কি না।
গরর! এতো কেল্টো। আমি ওকে ওর ছড়ি ফিরিয়ে দেবো!
বাহ! শুধু একটা তরল সাবানের বোতল ছাড়া আর কিছু নেই।
উফ্! সব্জীকা ঝাড়ি বহোত ভারী!
হায় রাম!
কেউ এখনো বুদ্বুদ ছাড়ছে! তাকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি!
পাজী! মর্কট! এটাই তোর উপযুক্ত পাওনা!
এখন আর আমাদের বুদ্বুদ ছাড়তে হবে না। আমাদের জন্যে কেল্টো যথেষ্ট ছাড়ছে!
ইয়োলচ! গ্লুলব! ইয়োপ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ওসব কি নিয়ে যাচ্ছিস, কেল্টু?
ওঃ, এ শুধু অঙ্কের কিছু পুরোনো টেক্সট বই স্যার।
হেঃ হেঃ! এবার আমি স্যারকে ধোঁকা দিতে পেরেছি! একটা উপাদেয় জ্যাম স্পঞ্জ রাখার জন্যে বইগুলিতে গর্ত করা হয়েছে!
যতক্ষণ না খেতে পারছি এটা ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখি
আর আমিও ওপরের ড্রয়ার টেনে বের করি।
হাঃ হাঃ!
কেল্টো এখন চোখে সর্ষেফুল দেখছে সেই মওকায় আমি ওর জ্যাম স্পঞ্জ হাতিয়ে নিয়েছি! হেঃ হেঃ!
মরেচে! স্যার! উনি নিশ্চয়ই আমাকে জ্যাম স্পঞ্জ শুদ্ধু দেখে ফেলেন নি।
এটা আমি এই ফাঁপা মূর্তিটার ভেতরে লুকিয়ে রাখি।

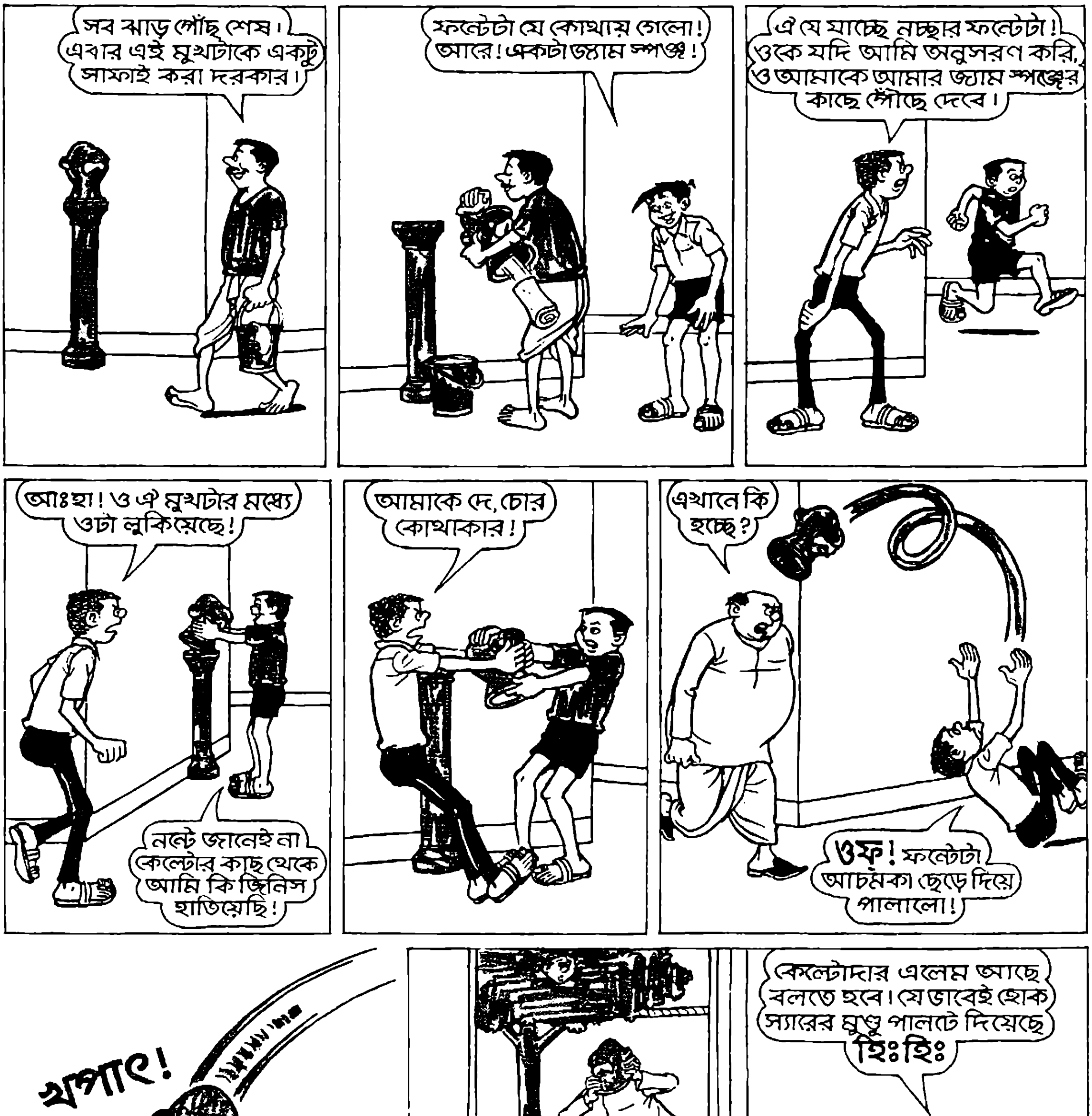
সব ঝাড় পোঁছ শেষ। এবার এই মুখটাকে একটু সাফাই করা দরকার।
ফন্টেটা যে কোথায় গেলো! আরে! একটা জ্যাম স্পঞ্জ!
এ যে যাচ্ছে নচ্ছার ফন্টেটা! ওকে যদি আমি অনুসরণ করি, ও আমাকে আমার জ্যাম স্পঞ্জের কাছে পৌঁছে দেবে।
আঃহা! ও ঐ মুখটার মধ্যে ওটা লুকিয়েছে!
নন্টে জানেই না কেল্টোর কাছ থেকে আমি কি জিনিস হাতিয়েছি!
আমাকে দে, চোর কোথাকার!
এখানে কি হচ্ছে?
ওফ্! ফন্টেটা আচমকা ছেড়ে দিয়ে পালালো!
খপাৎ!
কেল্টোদার এলেম আছে বলতে হবে। যে ভাবেই হোক স্যারের মুণ্ডু পালটে দিয়েছে হিঃ হিঃ
স্যারের সাড়া পেয়েই আমি ছেড়ে পালিয়েছিলাম তাই স্যারের ধারণা কেল্টোই মুণ্ডু ছুঁড়েছে! হাঃ হাঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই এক বাক্স ক্রীম কেক কেল্টোর নজর এড়িয়ে এখন কোথায় রাখা যায় বলতো ফন্টে?
ক্রীমকেক
স্যার বলেছে আধঘণ্টার মধ্যে ওর ঘরের সামনের উঁচু নিচু জায়গাটা রোলার দিয়ে সমান করে দিতে। তুই এখন কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখ।
পায়েসটা সাংঘাতিক গরম। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে আমি এটা জানালার কাছে রেখে দি।
অ্যাই!
হেঃ হেঃ! আমার বিশেষ নক্সায় তৈরি খাবার হাতানোর এই হাতাটা বেশ কাজ দিয়েছে!
গেছি রে!
কেল্টো!
এই রিপোর্টগুলি আমাকে মনযোগ দিয়ে দেখতে হবে
ফ্যাচাৎ!

আরঘ্হ্! আমি পুড়ে গেলুম!
যে এটা ঘটিয়েছে সেই ভাঁড়টাকে আমি কোতল করে ফেলবো!
ওওওওঃ!
ঘটাস!
কেল্টু!
উলক্! জলদি কেটে পড়া যাক!
একটা মতলব এসেছে! ওকে আটকে রেখে আমরা ক্রীম কেক খাবো!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে লুকোবার একটা জায়গা আমার জানা আছে!
নিয়ে চল!
সিঁড়ির নীচে ঝাঁটা বুরুশ রাখার জায়গা! উনি এখানে কখনই দেখবেন না!
বাঁচালি, ফন্টে!
হিঃ হিঃ! এবার আমি হতচ্ছাড়াটাকে ভেতরে রেখে ছিটকিনি আটকে দি!
এই যে, নন্টে! এবার ক্রীম কেক বেশ নিশ্চিন্তে খাওয়া যাবে! কেল্টোটাকে সিঁড়ির নীচের ঝাঁটা বুরুশ রাখার খুপড়িতে ছিটকিনি আটকে রেখেছি!
ঝাঁটা বুরুশের খুপড়ি?!
ওখানেই তো আমি ক্রীম কেক লুকিয়ে রেখেছি!
ওঃ ওঃ, কি সর্বনাশ!
হেঃ হেঃ! আমাকে সত্যিই ভালো জাগয়গায় লুকিয়েছিস আর কেকগুলিও বেশ সরেস! চাকুম চুকুম! উল্স্!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমার এই ডেকচি থেকে আমি একটা ক্ষীর পিঠে নিয়ে ক্লাসে যাই এই কারণে যে খিদে পেলে খাওয়া যাবে!
অন্যটা আমি পরের বারের জন্যে রেখে গেলাম।
কেল্টু!
মরেচে! স্যারের গলা বলে মনে হচ্ছে!
ক্ষীর পিঠে আমি হাতে করে নিয়ে যাচ্ছি এটা ওকে দেখতে দেবো না! এটাকে আমি এপাশে রেখে দিই।
আমার পিছনে ফিক ব্যাথা ধরেছে তাই সোজা হতে পারছি না রে, কেল্টু!
উফ্‌স! বইগুলি কি ভারী! এখানে যে একটা কাপবোর্ড আছে তাতে কয়েক মিনিটের জন্যে বোঝাটা একটু রাখি। নন্টেকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে স্যার আমাকে বইগুলি ঝেড়ে মুছে রাখতে বলেছে।
আমি আজ আর কোন ক্লাশ নিতে পারবো না, তাই...
আঃ! কি স্বস্তি!
আগ্‌হ্‌!
কি সাংঘাতিক! ফন্টেটা নির্ঘাত বোর্ডিং স্কুলে লুকিয়ে বাইরের খাবার আমদানি করছে!
উরফ! এটা আমার দোষে হয়নি।

বাহ্! কেল্টোটা নিজের দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। আমি এজন্যে ওর কাছে কৈফিয়ত চাইবো।
আচ্ছা, কেল্টুদা এখানে নেই কিন্তু সুস্বাদু একটা ক্ষীর পিঠে রয়েছে! হিঃ হিঃ!
কেল্টুদার জন্যে আমাকে চোট খেতে হয়েছে, সুতরাং এখন আমিও এই ক্ষীর পিঠে নিচ্ছি খাওয়ার জন্যে! এটাই উচিত!
ফন্টে! আমার ক্ষীরের পিঠে ফিরিয়ে দিয়ে যা!
মরেচে! আমায় দেখে ফেলেছে।
আমি এটাকে বাগানের বেড়ার ওধারে লুকিয়ে ফেলি।
আমি ওটা দেখেছি!
ক্ষীর পিঠে এখানে কি করছে?
ক্ষীর পিঠে? আমি একটাও ক্ষীর পিঠে পাইনি!
না-এখানে না! তুই ওটা বেড়ার ওপাশে রেখেছিস।
আউফ্স্!
গরর্! দ্যাখ্ কেমন মজা!
একি! ডাক্তার আসার আগেই স্যার কেল্টোর পিছনে দৌড়োচ্ছে রে!
হিঃ হিঃ! কেল্টো স্যারের কোমর সোজা করে দিয়েছে, কিন্তু স্যারকে সেজন্যে মোটেই কৃতজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে না।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমাদের কাছে খাবার নেই, কেল্টুদা! বাজনা প্র্যাকটিশের জন্যে এটা শুধু আমার বেহালা।
আমার মনে আছে আগে একবার এই বেহালার বাক্স নিয়ে আমার সঙ্গে চালাকি করেছিলো। তার মধ্যে বেহালার বদলে ভর্তি ছিলো খাবারদাবার!
মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে তোদের এই সুন্দর বেহালাটা আমি দেখতে চাই!
দারুণ যন্ত্র, তাই না, কেল্টুদা?
যদিও বেহালাই রয়েছে তবুও সন্দেহ হচ্ছে!
হাঃ হাঃ! আমরা কেল্টুকে এই নকল বেহালা দিয়ে বোকা বানিয়েছি—এটা শুধু আমাদের খাবার রাখার পাত্র!
আমি জানতাম এরকম কিছু হবে!
ফন্টে দ্যাখ! কেল্টুদা!
হিঃ হিঃ! এবার ঐ নকল বেহালাটা কেড়ে নেবো!
জলদি ওটা এই ফোঁকোরের মধ্যে ঢুকিয়ে দে!
বেহালাটা কোথায়?

হাতে কলমে কাজ শেখার ঘরে বসে তুমি আমার বেহালাটা পালিশ করে দাও, মিস্ত্রি! কিন্তু সাবধান। এটা অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্র!
ঠিক আছে, স্যার!
আঃহা! ওটা তাহলে ওরা মিস্ত্রির হাত দিয়ে হাতে কলমে কাজ শেখার ঘরে পাচার করছে!
এই দামী বেহালার জন্যে আমি স্পেশাল পালিশ কিনে আনি।
চমৎকার! ও ওটা ওখানে রেখে গেছে!
বাহ্! পেছনটা খোলার নির্ঘাত কোন গোপন পদ্ধতি আছে!
দরজার পাশে ঘা মেরে ভেঙে এটা খুলবো!
মিস্ত্রি কতদূর কি করলো?
মরেচে!
আমার বহুমূল্যবান বেহালা!
গরর! এই দ্যাখ্—আর এই দ্যাখ্!
হাঃ হাঃ! আমাদের খাবার সাবাড় করার এই খাসা মওকা। আশা করি কেল্টোর মনও এখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত!

নন্টে ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টো রোজ আমাদের খাবার থেকে জবরদস্তি সিংহভাগ নিয়ে নিচ্ছে কি করা যায় বলতো, মাইরি!
দাঁড়া, ওকে জব্দ করার একটা ফন্দি বের করেছি।
রান্নাঘর খাবারঘর
এই যে, ঠাকুর! তুমি প্লেটে খাবার দিয়ে দাও আমরা দুজনে টেবিলে নিয়ে সাজিয়ে দি।
হাঁ হাঁ! ইতো বহুত ভালো কোথা নান্টু আউর ফান্টুবাবু!
কড়া শিরিসের আঠা দিয়ে কেল্টোরূপী পাঁঠা কি করে জবাই হয় দেখবি।
কেল্টো সবার আগেই হাজির হয়েছে রে,ফন্টে!
দ্যাখ সামনের প্লেটটায় আমি ডবল খাবার দিয়ে রেখেছি। কেল্টোর নজরে ঠিক ওতে পড়বে!
হেঃ হেঃ! মনে হচ্ছে এটাই আমার জন্যে,এটাকে আমার জায়গায় নিয়ে যাই।
এই রে! এটা যে কাপড়ের সঙ্গে সেঁটে ছিলো!

এই রে! স্যার নিজে হাজির!
কেল্টু! এসবের মানে কি?
এই দুষ্কর্মের জন্যে আজ তোমার খাওয়া বন্ধ, কেল্টু!
সুযোগ এলে আমিও মজা দেখাবো।
বাঃবাঃ
পরদিন সুযোগ এলো
তোমার একটা পার্শেল আছে, ফন্টে!
নির্ঘাত মা আমার জন্যে চকোলেট পাঠিয়েছে!
ওঃহ্! চকোলেট!
উঁহু! ওটা আমাকে দিন, ডাকবাবু! এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ আছে যে বাইরের খাবার বোর্ডিং স্কুলে নিয়ে যাওয়া চলবে না।
আপনি যেরকম বলেন।
এটা কি করে হবে, কেল্টুদা?
এটা উচিত হচ্ছে না, কেল্টুদা! ওটা বাড়ি থেকে পাঠানো জিনিস।
কাল আমাকে হেনস্তা করেছিলি ভুলে গেছিস?
এটা খুব ভালো কাজ হলো না, কেল্টুদা!
কি ব্যাপার রে, ফন্টে?

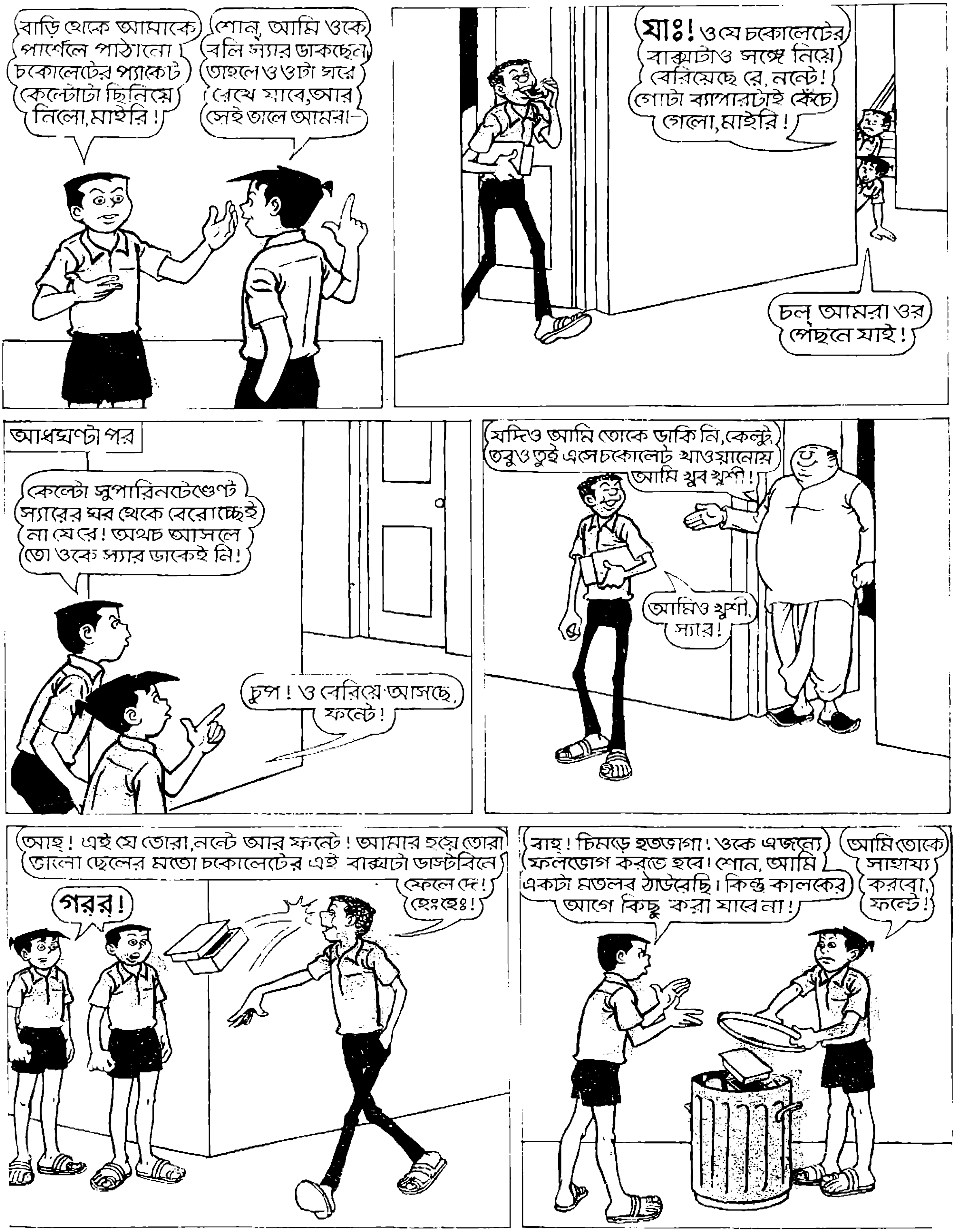
বাড়ি থেকে আমাকে পার্শেলে পাঠানো চকোলেটের প্যাকেট কেল্টোটা ছিনিয়ে নিলো, মাইরি!
শোন্, আমি ওকে বলি স্যার ডাকছেন, তাহলে ও ওটা ঘরে রেখে যাবে, আর সেই তালে আমরা—
যাঃ! ও যে চকোলেটের বাক্সটাও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে রে, নন্টে! গোটা ব্যাপারটাই কেঁচে গেলো, মাইরি!
চল্, আমরা ওর পেছনে যাই!
আধঘণ্টা পর
কেল্টো সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের ঘর থেকে বেরোচ্ছেই না যে রে! অথচ আসলে তো ওকে স্যার ডাকেই নি!
চুপ! ও বেরিয়ে আসছে, ফন্টে!
যদিও আমি তোকে ডাকি নি, কেল্টু তবুও তুই এসে চকোলেট খাওয়ানোয় আমি খুব খুশী!
আমিও খুশী, স্যার!
আহ্! এই যে তোরা, নন্টে আর ফন্টে! আমার হয়ে তোরা ভালো ছেলের মতো চকোলেটের এই বাক্সটা ডাস্টবিনে ফেলে দে! হেঃ হেঃ!
গরর্!
বাহ্! চিমড়ে হতভাগা! ওকে এজন্যে ফলভোগ করতে হবে। শোন, আমি একটা মতলব ঠাউরেছি। কিন্তু কালকের আগে কিছু করা যাবে না!
আমি তোকে সাহায্য করবো, ফন্টে!

পরদিন
ঠিক নন্টে! আমরা যাবো আর যেন হঠাৎই কেল্টোর ঘরের কাছে তোর আর আমার দেখা হবে!
এই, ফন্টে!
ডাকপিয়ন বললো মাল ভর্তি একটা বড় ঝুড়ি কে যেন তোকে পাঠিয়েছে!
তাই নাকি?
তাহলে তো এখুনি যেতে হয়, নন্টে!
পিওনবাবু এও বলেছে যে মনে হয় খাবারের ঝুড়ি হতে পারে, ফন্টে!
সত্যি, নন্টে! তাহলে ছুটে চল কেল্টুদা গিয়ে ঝামেলা পাকাবার আগেই যাতে নিয়ে আসতে পারি!
সব আমার কানে গেছে! আমি এই জানালা গলে সর্ট কাট করে নন্টে আর ফন্টে যাবার আগেই গিয়ে ওই ঝুড়ি হাতিয়ে নেবো!
নন্টে আর ফন্টে আন্দাজ করেছিলো যে কেল্টু জানালা গলে বেরোবে
গ্রপ্‌ৎ!
পোস্ট অফিস
প্লুৎ! গরর্! ওরা আগেই এসে গেছে! এই যে, ডাকবাবু, থামুন! ওদের দেবেন না, ওটা বাজেয়াপ্ত করা হবে!

সরে যা, নন্টে আর ফন্টে! ওই ঝুড়িটা আমি স্যারের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত করছি। ওটা এখনি আমার হাতে তুলে দিন!
বেশ তাই হবে—
—তবে দশটা টাকা লাগবে ডেলিভারি নিতে হলে এবং সেটা নগদে!
এঃ? ওহ...ইয়ে...আমি এটা আশা করি নি! ঠিক আছে এই যে!
উরিব্বাস! বয়ে নিয়ে যেতে বেজায় কস্ট কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে দশ টাকার চেয়ে অনেক বেশী মাল এই বড় ভারী ঝুড়িতে আছে!
থান ইঁট দিয়ে আমাকে ধোঁকা? আমি মজা মজা টের পাওয়াবো!
দশ টাকার এক ঝুড়ি খাবার ফস করে আধলা ইঁট হয়ে গেলো! হিঃ হিঃ!
তোকে বোর্ডিং স্কুলের পূজোর বন্ধের আগে বন্ধুদের নিয়ে খাওয়ার জন্যে ডাকে পাঠানো খাবারের প্যাকেট নিয়ে কেল্টোটার কাণ্ড দেখে আমি বাড়িতে জানিয়েছি কিছু পাঠালে কারোর হাত দিয়ে পাঠাতে।
পরদিন
এই যে, নন্টে! তোকে এটা বাড়ি থেকে পাঠালো পূজোর ছুটির আগে স্কুল বন্ধুদের নিয়ে খাবার জন্যে।
ওহ্! দারুণ ভালো হলো, খেপলুদা!
নন্টেকে খাবারের বাক্স দিয়ে গেলেন বুঝি? বেশ ভালো! খুবই চমৎকার ছেলে, নন্টে।
এঃ?

তোকে কেকের বাক্স দিতে এসেছিলো দিয়ে গেছে। এবার তুই ওটা আমার কাছে দে, না হলে তোরা এইসব আজে বাজে জিনিস বড্ড বেশী খেয়ে ফেলিস!
এটা তুমি করতে পারো না, কেল্টুদা!
স্যার আমার ঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাই এই কেকটা আমি এখানে লুকিয়ে রাখি!
হতচ্ছাড়া পাজি! ওটা চাবি দেওয়া থাকে জোর করে খুলতে গেলে ঘণ্টা বেজে উঠবে!
কেল্টুদা ওটা ট্রফির আলমারিতে লুকিয়ে রাখলো রে, নন্টে!
আমরা অগ্নি নির্বাপণ শিক্ষার জন্য নকল সঙ্কেত দেওয়া শুরু করবো, ফন্টে। আর তারপর যখন সবাই বেরিয়ে পড়বে সেই তালে আমরা জোর করে আলমারিটা খুলবো!
বিজ্ঞপ্তি
অগ্নি নির্বা
অগ্নি নির্বাপণ শিক্ষা দেওয়া হবে। আজ বিকাল
হুঃ! এতে আমি যাচ্ছি না! এর চেয়েও ভালো কাজ আমার করার আছে– উদাহরণ স্বরূপ নন্টের কেকটা চেখে দেখা!
পরিকল্পনা মতো
সঙ্কেত দিয়ে দিয়েছি! এবার দৌড়ে গিয়ে নন্টেকে আলমারি খুলতে সাহায্য করি!
নন্টে আর ফন্টে! তোরা আগুন লাগার সঙ্কেত ধ্বনি শুনেছিস, এবার স্টিরাপ পাম্প নে তারপর বাইরে এসে আমাদের অন্য সবাইয়ের কাছে কোথায় কি তার রিপোর্ট কর!
অহ-ইয়ে! হ্যাঁ স্যার!

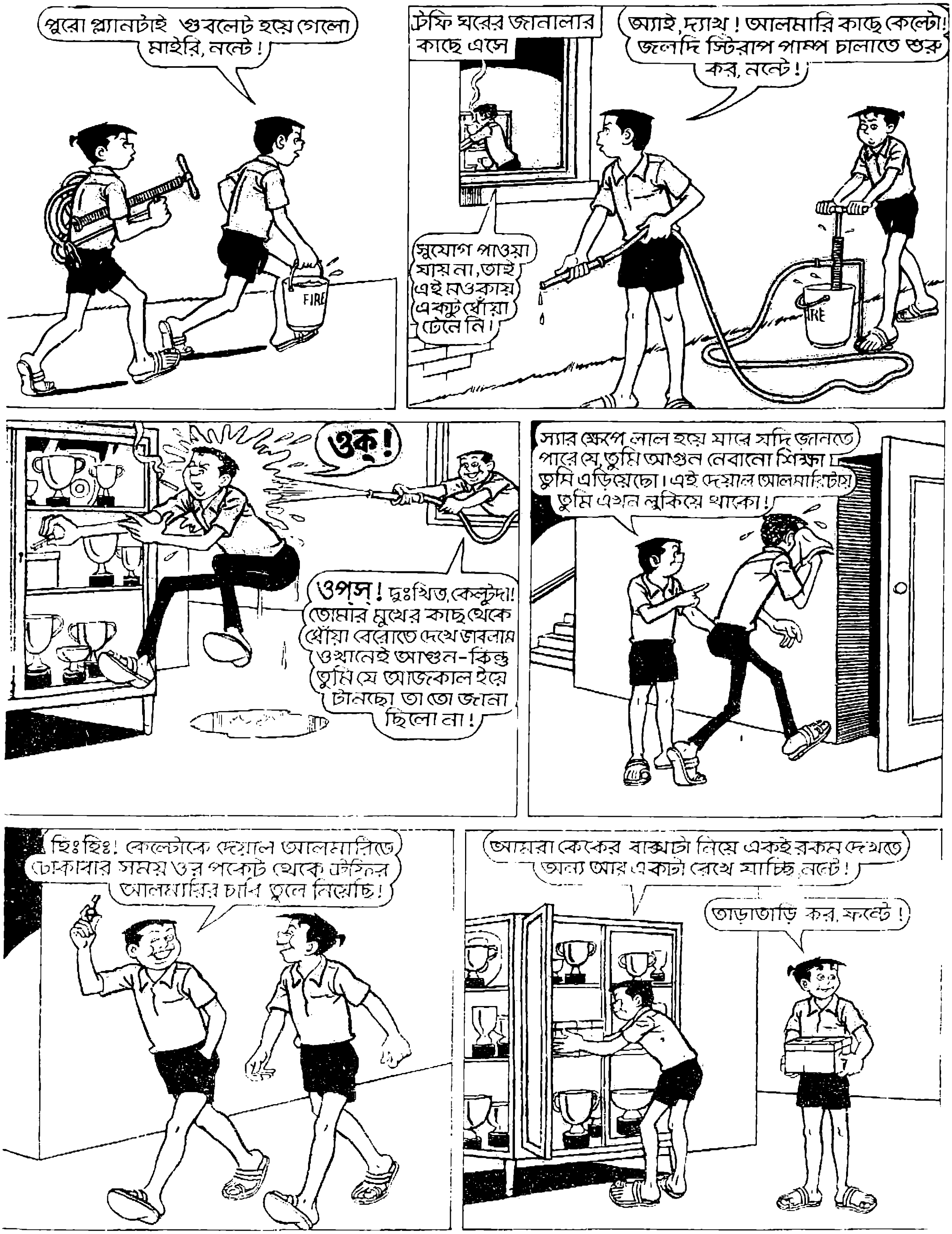
পুরো প্ল্যানটাই গুবলেট হয়ে গেলো মাইরি, নন্টে!
টফি ঘরের জানালার কাছে এসে
অ্যাই, দ্যাখ! আলমারি কাছে কেল্টো! জলদি স্টিরাপ পাম্প চালাতে শুরু কর, নন্টে!
সুযোগ পাওয়া যায় না, তাই এই মওকায় একটু ধোঁয়া টেনে নি।
ওক্!
ওপস্! দুঃখিত, কেল্টুদা! তোমার মুখের কাছ থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে ভাবলাম ওখানেই আগুন-কিন্তু তুমি যে আজকাল ইয়ে টানছো তা তো জানা ছিলো না!
স্যার ক্ষেপে লাল হয়ে যাবে যদি জানতে পারে যে, তুমি আগুন নেবানো শিক্ষা তুমি এড়িয়েছো। এই দেয়াল আলমারিটায় তুমি এখন লুকিয়ে থাকো!
হিঃ হিঃ! কেল্টোকে দেয়াল আলমারিতে ঢোকাবার সময় ওর পকেট থেকে টফির আলমারির চাবি তুলে নিয়েছি!
আমরা কেকের বাক্সটা নিয়ে একই রকম দেখতে অন্য আর একটা রেখে যাচ্ছি নন্টে!
তাড়াতাড়ি কর, ফন্টে!

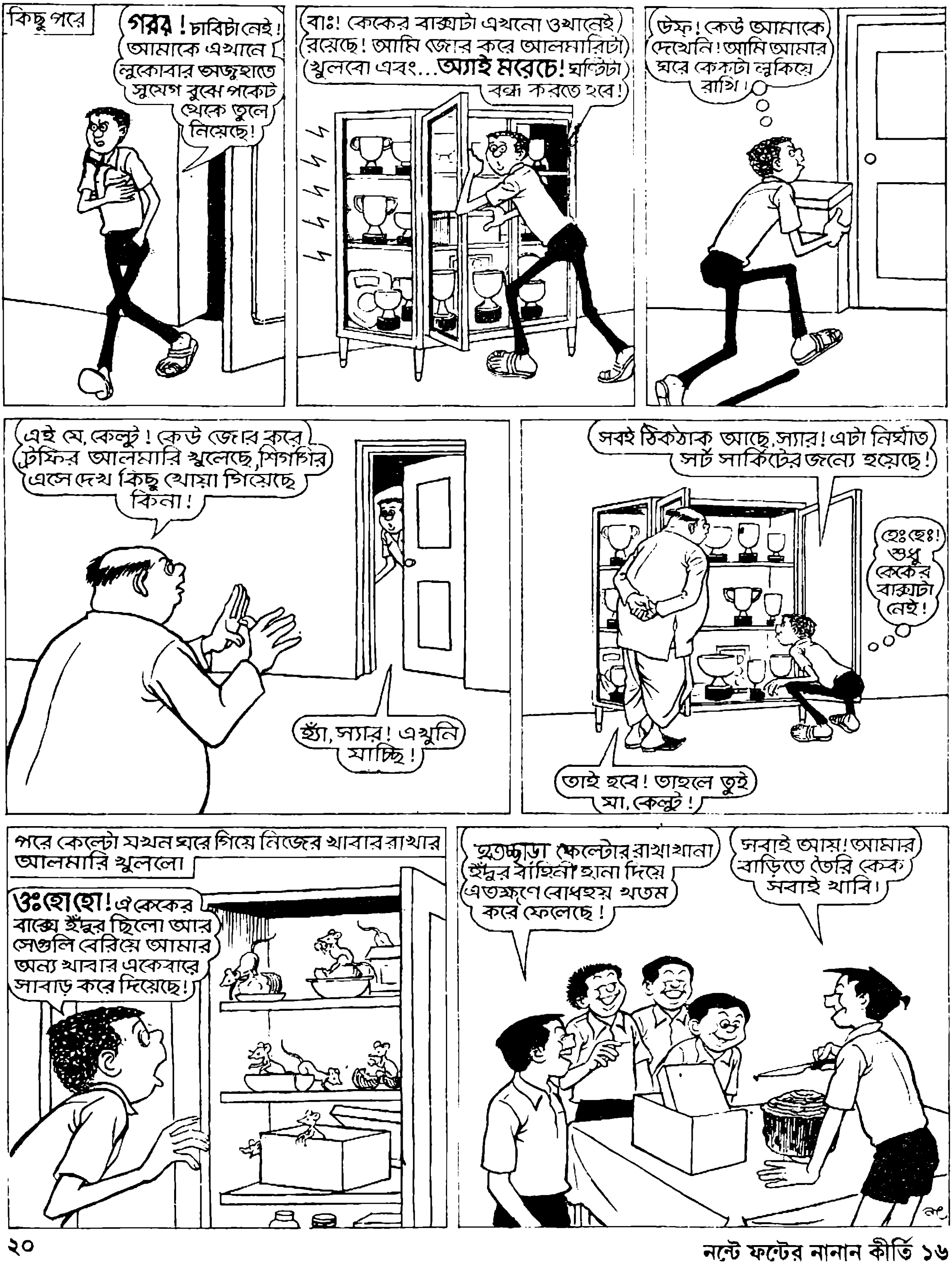
কিছু পরে
গরর! চাবিটা নেই! আমাকে এখানে লুকোবার অজুহাতে সুযোগ বুঝে পকেট থেকে তুলে নিয়েছে!
বাঃ! কেকের বাক্সটা এখনো ওখানেই রয়েছে! আমি জোর করে আলমারিটা খুলবো এবং... অ্যাই মরেছে! ঘন্টিটা বন্ধ করতে হবে!
উফ্! কেউ আমাকে দেখেনি! আমি আমার ঘরে কেকটা লুকিয়ে রাখি!
এই যে, কেল্টু! কেউ জোর করে ট্রফির আলমারি খুলেছে, শিগগির এসে দেখ কিছু খোয়া গিয়েছে কিনা!
হ্যাঁ, স্যার! এখুনি যাচ্ছি!
সবই ঠিকঠাক আছে, স্যার! এটা নির্ঘাত সর্ট সার্কিটের জন্যে হয়েছে!
হেঃ হেঃ! শুধু কেকের বাক্সটা নেই!
তাই হবে! তাহলে তুই যা, কেল্টু!
পরে কেল্টো যখন ঘরে গিয়ে নিজের খাবার রাখার আলমারি খুললো
ওঃ হো হো! এ কেকের বাক্সে ইঁদুর ছিলো আর সেগুলি বেরিয়ে আমার অন্য খাবার একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে!
হতচ্ছাড়া কেল্টোর রাখা খাবার ইঁদুর বাহিনী হানা দিয়ে এতক্ষণে বোধহয় খতম করে ফেলেছে!
সবাই আয়! আমার বাড়িতে তৈরি কেক সবাই খাবি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টু আমাদের সব খাবার কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, ফন্টে! কি করে ও গুলো আবার উদ্ধার করা যায় বলতো?
সর্বত্র খুঁজেছি কোথাও পাই নি। ও নির্ঘাত লুকোবার নতুন কোন জায়গা পেয়েছে।
আমরা এই জ্যাম রোলের বাক্সের মধ্যে এই মাংস সমেত হাড্ডিটা রেখে শুরু করবো।
আঃহা! লুকিয়ে জ্যাম রোল ঘরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এঃ, নন্টে? ওটা হাত বদল কর!
খাসা!
টোপ গিলেছে, ফন্টে! প্যাকেটটা লুকোবার জন্যে নিয়ে গেছে!
উপাদেয় অন্য একটা খাদ্য লুকোন গেলো! শিগগিরই আমি একটা জব্বর ফিস্ট করতে যাচ্ছি! হেঃ হেঃ!
ডেকু হাড়ের খোঁজে তেতে আছে, নন্টে! যখন ও শোঁকাশুঁকি বন্ধ করবে তখন আমরা ওর লুকোনো জায়গা খুঁজে পাবো।
আঃহা! কেল্টো এই কাঠের মেঝের মধ্যে খাবার লুকিয়ে রেখেছে!
গুপ্ত চোরা মেঝের মধ্যে এইতো আমাদের খাবার!
সব তুলে নেবো।

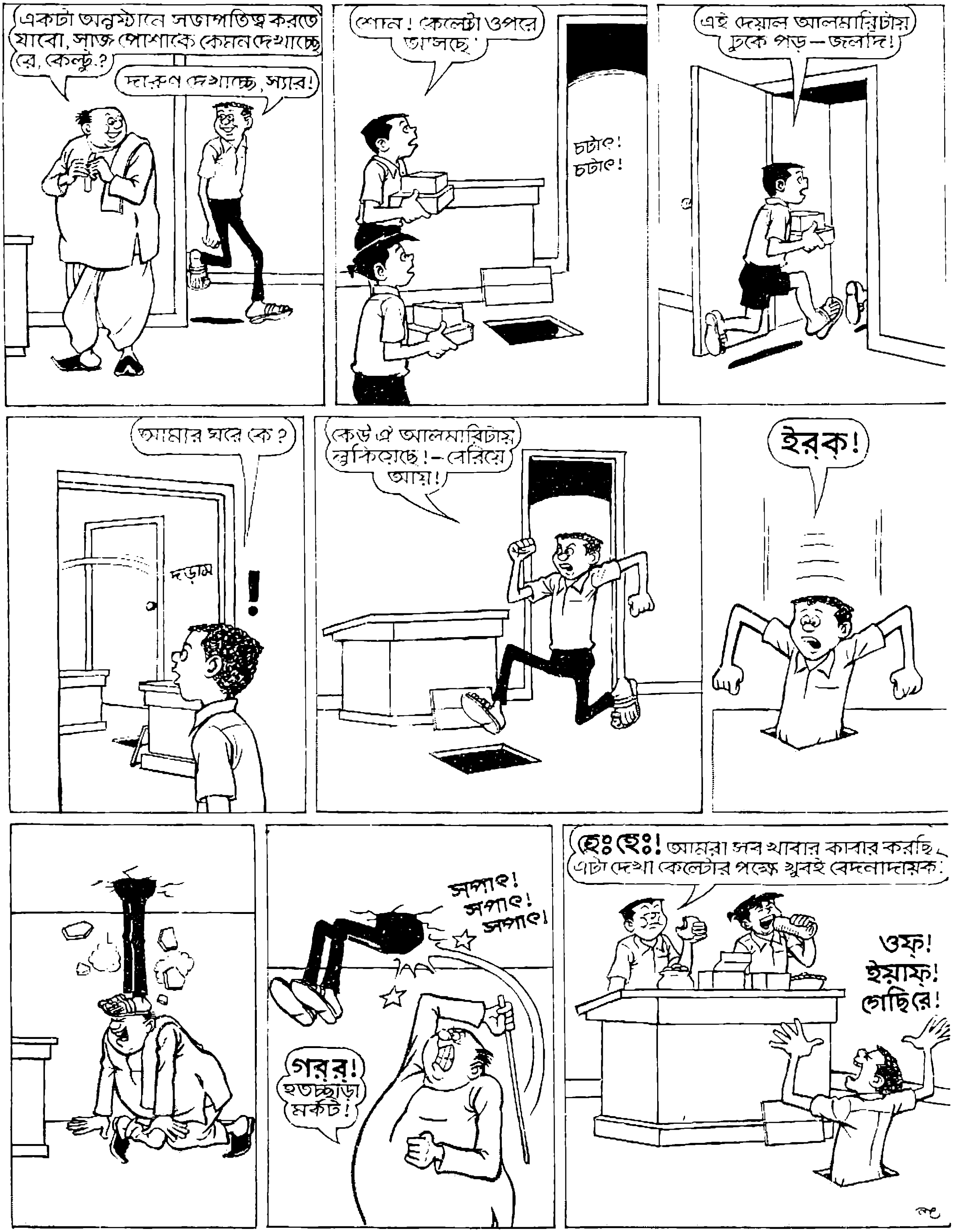
একটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে যাবো, সাজ পোশাকে কেমন দেখাচ্ছে রে, কেল্টু?
দারুণ দেখাচ্ছে, স্যার!
শোন! কেল্টো ওপরে আসছে
চটাং! চটাং!
এই দেয়াল আলমারিটায় ঢুকে পড়—জলদি!
আমার ঘরে কে?
দড়াম
!
কেউ ঐ আলমারিটায় লুকিয়েছে!—বেরিয়ে আয়!
ইরক্!
সপাং! সপাং! সপাং!
গরর! হতচ্ছাড়া মর্কট!
হেঃ হেঃ! আমরা সব খাবার কাবার করছি, এটা দেখা কেল্টোর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক!
ওফ্! ইয়াফ্! গেছিরে!

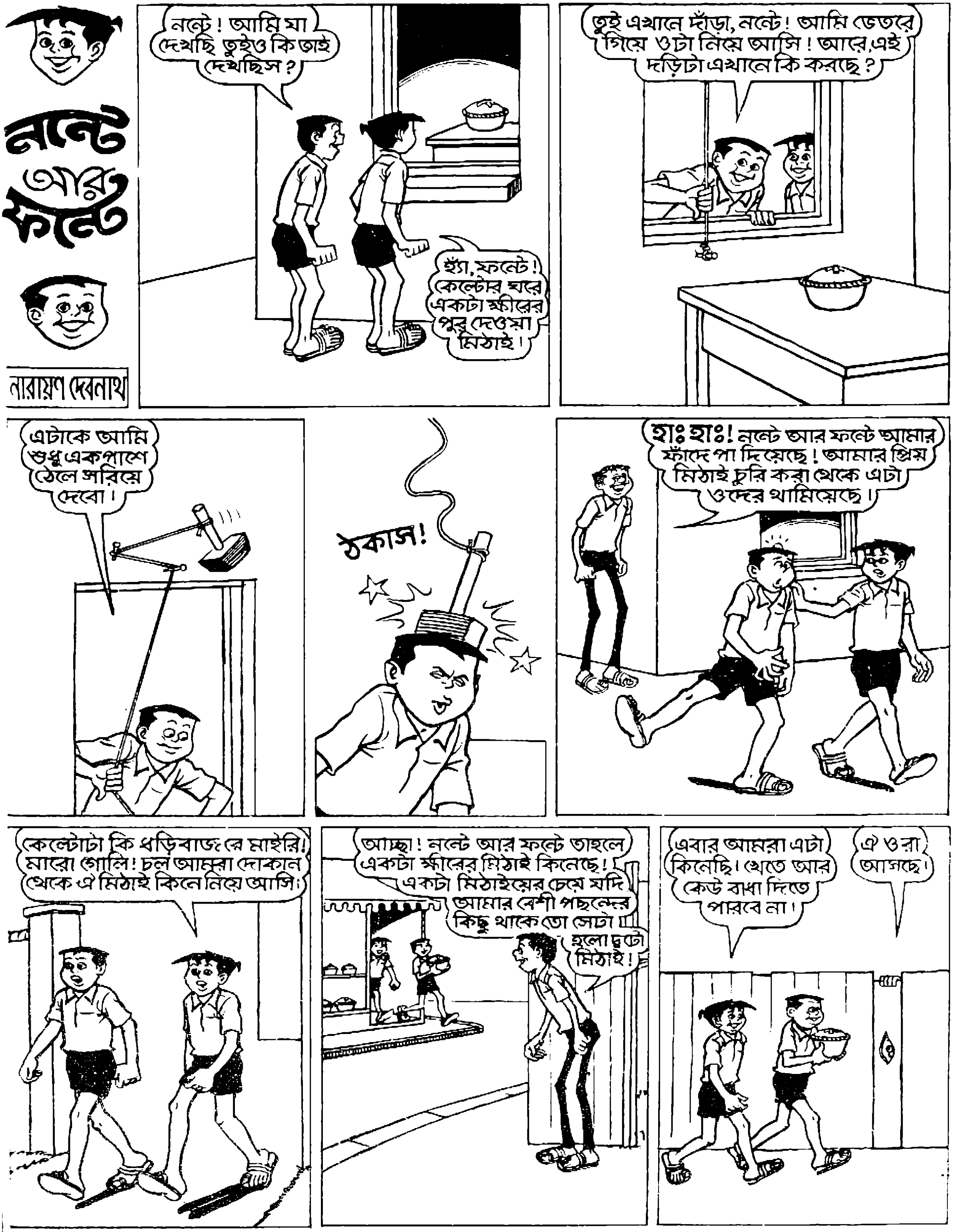
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে! আমি যা দেখছি তুইও কি তাই দেখছিস?
হ্যাঁ, ফন্টে! কেল্টোর ঘরে একটা ক্ষীরের পুর দেওয়া মিঠাই।
তুই এখানে দাঁড়া, নন্টে! আমি ভেতরে গিয়ে ওটা নিয়ে আসি! আরে, এই দড়িটা এখানে কি করছে?
এটাকে আমি শুধু একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেবো।
ঠকাস!
হাঃ হাঃ! নন্টে আর ফন্টে আমার ফাঁদে পা দিয়েছে! আমার প্রিয় মিঠাই চুরি করা থেকে এটা ওদের থামিয়েছে।
কেল্টোটা কি ধড়িবাজ রে মাইরি! মারো গোলি! চল আমরা দোকান থেকে ঐ মিঠাই কিনে নিয়ে আসি।
আচ্ছা! নন্টে আর ফন্টে তাহলে একটা ক্ষীরের মিঠাই কিনেছে! একটা মিঠাইয়ের চেয়ে যদি আমার বেশী পছন্দের কিছু থাকে তো সেটা হলো দুটো মিঠাই!
এবার আমরা এটা কিনেছি। খেতে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না।
ঐ ওরা আসছে।

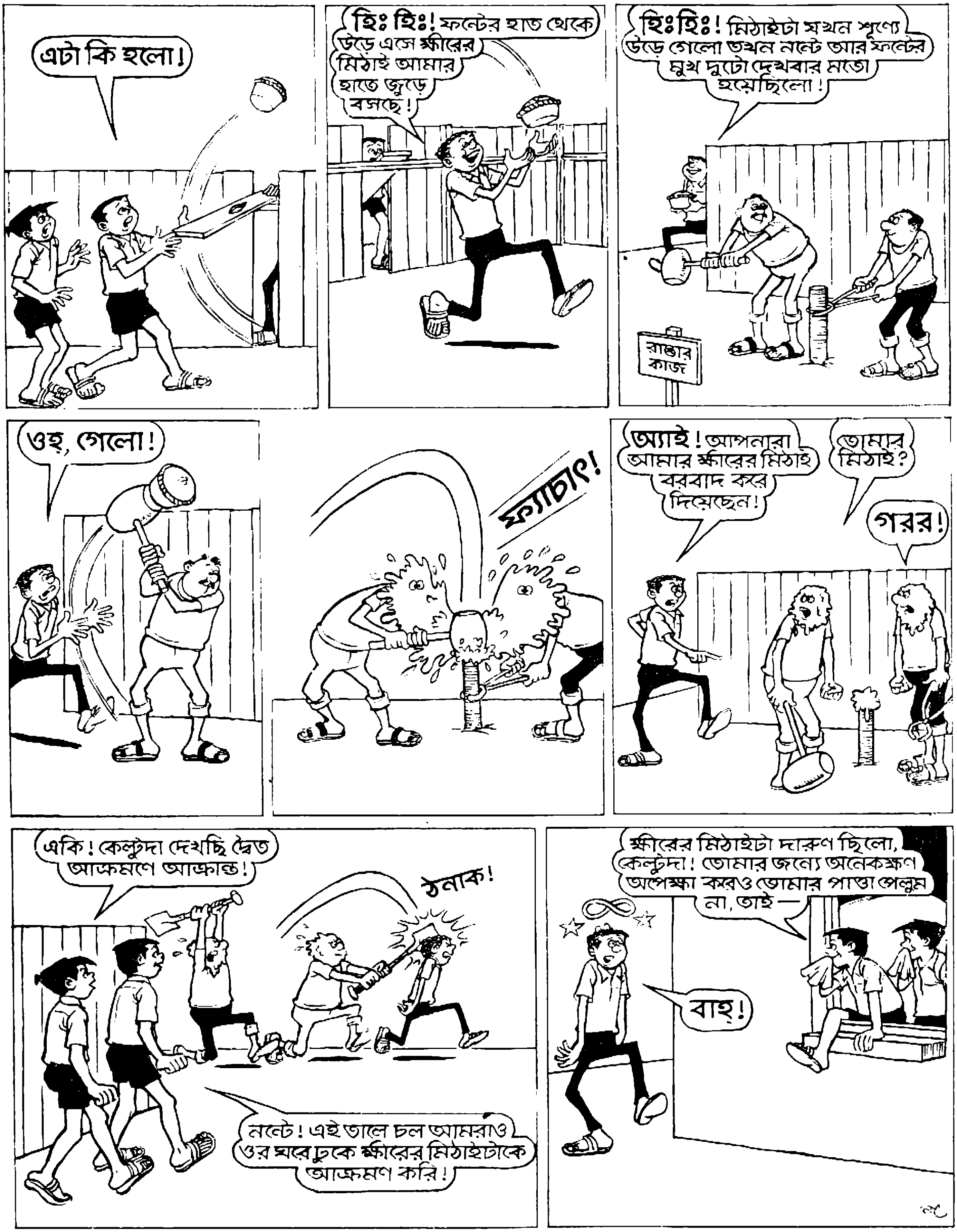
এটা কি হলো!
হিঃ হিঃ! ফন্টের হাত থেকে উড়ে এসে ক্ষীরের মিঠাই আমার হাতে জুড়ে বসছে!
হিঃ হিঃ! মিঠাইটা যখন শূণ্যে উড়ে গেলো তখন নন্টে আর ফন্টের মুখ দুটো দেখবার মতো হয়েছিলো!
রাস্তার কাজ
ওহ্, গেলো!
ফ্যাচাৎ!
অ্যাই! আপনারা আমার ক্ষীরের মিঠাই বরবাদ করে দিয়েছেন!
তোমার মিঠাই?
গরর!
একি! কেল্টুদা দেখছি দ্বৈত আক্রমণে আক্রান্ত!
ঠনাক!
নন্টে! এই তালে চল আমরাও ওর ঘরে ঢুকে ক্ষীরের মিঠাইটাকে আক্রমণ করি!
ক্ষীরের মিঠাইটা দারুণ ছিলো, কেল্টুদা! তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তোমার পাত্তা পেলুম না, তাই —
বাহ্!

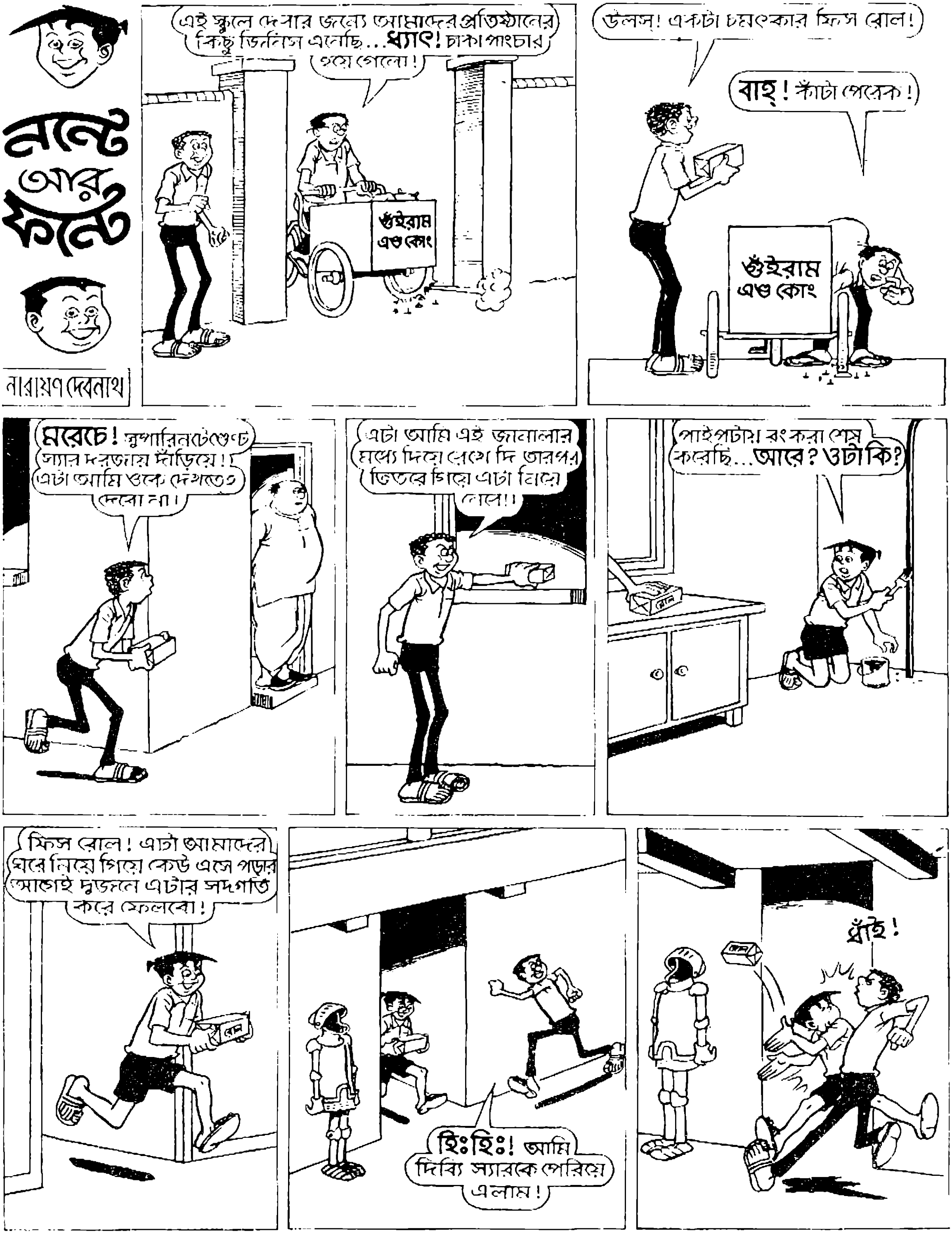

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই স্কুলে দেবার জন্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিছু জিনিস এনেছি... ধ্যাৎ! চাকা পাংচার হয়ে গেলো!
গুঁইরাম এণ্ড কোং
উলস! একটা চমৎকার ফিস রোল!
বাহ্! কাঁটা পেরেক!
গুঁইরাম এণ্ড কোং
মরেচে! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার দরজায় দাঁড়িয়ে! এটা আমি ওকে দেখতেও দেবো না।
এটা আমি এই জানালার মধ্যে দিয়ে রেখে দি তারপর ভিতরে গিয়ে এটা নিয়ে নেবো!
পাইপটায় রং করা শেষ করেছি... আরে? ওটা কি?
ফিস রোল! এটা আমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে কেউ এসে পড়ার আগেই দুজনে এটার সদগতি করে ফেলবো!
হিঃ হিঃ! আমি দিব্যি স্যারকে পেরিয়ে এলাম!
ধাঁই!

আমি এই বর্মটাকে ধরে নিয়ে যাবো, কারণ- ইয়ে -এই প্রাচীন বর্মটার বিষয়ে কিছু জানতে হবে।
হেঃ হেঃ!
এবার চুপচাপ নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ফিস রোলটা বের করে নেবো।
এই যে এসে গেছি!
ঠনাৎ!
ওফ্‌স্‌!
ঠনাৎ!
হিঃ হিঃ! ফিস রোল খাওয়ার সঙ্গে এটা বেশ চিত্তবিনোদনকারী দৃশ্য

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ডলস!
লোক ডেলিভারি দিতে আসছে!
পেয়ে গেছি!
ইরক! আমি ফেঁসে গেছি!
মহেচ, ... ঘটলো!
খ্যাঁচ!
ওপস! ... স্যার!

মরেচে! এটা গোঁজা হয়ে এঁটেচে!
গাপস! কেউ কেঁদো সাইজের পার্টির স্পেশাল সসেজটা হাতিয়ে নিয়েছে!
আমি নিশ্চিত জানি কে!
সসেজটার চারপাশে মাখাবার জন্যে কিছু মাখন আনতে আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। ওটা হড়কে বের করতে এটা সাহায্য করবে!
আঃহা! কোনে দাঁড়িয়ে কেল্টো সসেজটা খাচ্ছে!
তুই ঝট করে গিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে কেড়ে নে!
পেয়েছি ...ইরক্! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
! !
ধড়াস!
এই যে মাখন...
আঁইক!
থ্যাপাত!
হাঃ হাঃ! কেল্টো সসেজটা ঠিকই পাচ্ছে! কিন্তু ওটা ওর কাছে খুব বেশী উপভোগ্য হচ্ছে না!

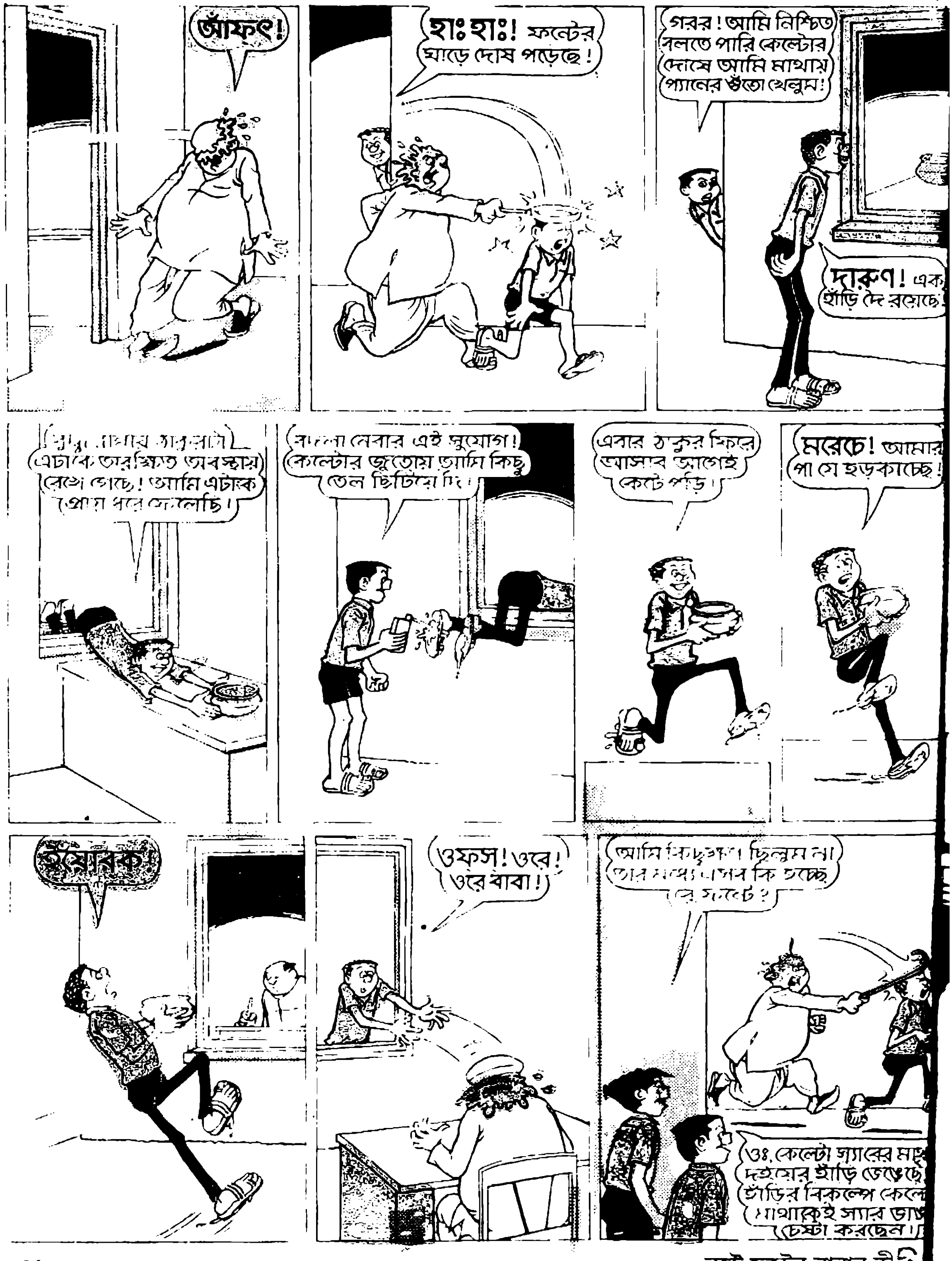
আঁফৎ!
হাঃ হাঃ! ফন্টের ঘাড়ে দোষ পড়েছে!
গরর! আমি নিশ্চিত বলতে পারি কেল্টোর দোষে আমি মাথায় প্যানের গুঁতো খেলুম!
দারুণ! এক হাঁড়ি দৈ রয়েছে!
এটাকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গেছে! আমি এটাকে প্রায় ধরে ফেলেছি।
বদলা নেবার এই সুযোগ! কেল্টোর জুতোয় আমি কিছু তেল ছিটিয়ে দি।
এবার ঠাকুর ফিরে আসার আগেই কেটে পড়ি।
মরেচে! আমার পা যে হড়কাচ্ছে!
ইয়োবক!
ওফস! ওরে! ওরে বাবা!
আমি কিছুক্ষণ ছিলুম না তার মধ্যে এসব কি হচ্ছে
ওঃ, কেল্টো স্যারের মহ দইয়ের হাঁড়ি ভেঙেছে হাঁড়ির বিকল্পে কেল মাথাকেই স্যার ভাঙ চেষ্টা করছেন।

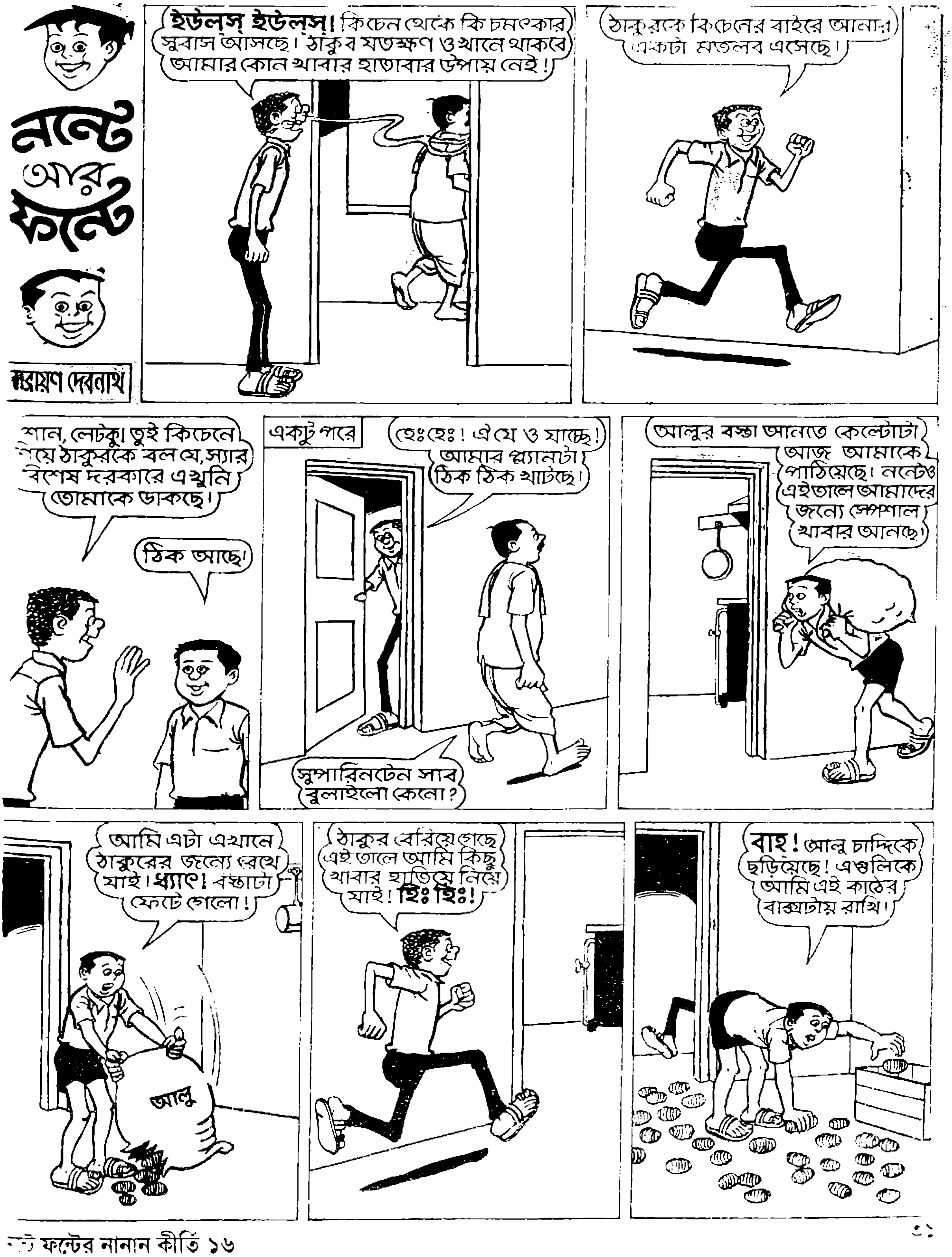

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ইউলস্ ইউলস্! কিচেন থেকে কি চমৎকার সুবাস আসছে। ঠাকুর যতক্ষণ ওখানে থাকবে আমার কোন খাবার হাতাবার উপায় নেই!
ঠাকুরকে কিচেনের বাইরে আনার একটা মতলব এসেছে।
শোন, লেটকু! তুই কিচেনে গিয়ে ঠাকুরকে বল যে, স্যার বিশেষ দরকারে এখুনি তোমাকে ডাকছে।
ঠিক আছে!
একটু পরে
হেঃ হেঃ! ঐ যে ও যাচ্ছে! আমার প্ল্যানটা ঠিক ঠিক খাটছে।
সুপারিনটেন সাব বুলাইলো কেনো?
আলুর বস্তা আনতে কেল্টোটা আজ আমাকে পাঠিয়েছে। নন্টেও এইতালে আমাদের জন্যে স্পেশাল খাবার আনছে।
আমি এটা এখানে ঠাকুরের জন্যে রেখে যাই। ধ্যাৎ! বস্তাটা ফেটে গেলো!
আলু
ঠাকুর বেরিয়ে গেছে এই তালে আমি কিছু খাবার হাতিয়ে নিয়ে যাই! হিঃ হিঃ!
বাহ! আলু চাদ্দিকে ছড়িয়েছে! এগুলিকে আমি এই কাঠের বাক্সটায় রাখি।

নন্টে আর ফন্টে
রায়ণ দেবনাথ
আমি আমার ইলেকট্রিক হিটারে কিছু সুস্বাদু প্যানকেক তৈরি করছি।
এবারে এটা একবার শূন্যে ছুঁড়ে
হুক! পাখার হাওয়া এটাকে জানালা দিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিয়েছে!
আমি পুরোপুরি চেক করে দেখবো যাতে কেউ বাইরের খাবার ঢোকাতে না পারে।
অ্যাই মরেছে!
প্যানকেক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের টাকে পড়েছে!
আমি এই প্যানটা লুকিয়ে ফেলি। আমি চাই না স্যার এটা শুদ্ধু আমাকে ধরে ফেলুক।
হিঃ হিঃ! এটা আমি নন্টে আর ফন্টের ঘরে রেখে যাই!
কেল্টোর চোখ এড়িয়ে একটা ক্ষীরপুলি লুকিয়ে রেখেছিলাম। এবার আমি এটা অর্দ্ধেক খেয়ে বাকিটা নন্টের জন্যে রেখে দি ও ফিরে এসে খাবে।
এখানে কারুর কাছে ফ্রাইং প্যান আছে! কে সে?
আগে বলে নি।
গেছি রে! পুড়ে গেলো!

উওফ্!
আরফ্!
ইরক্!
হোঃ হোঃ! ডাস্টবিনে
পড়েছিস, এঃ, ফ
ওটাই তোর
উপযুক্ত জায়
গর্‌র্! খুব মজা!
সুপারিনটেনং সাব হামাকে বুলায় নাই। মালুম হোচ্ছে ইখানে কুছু কালা ধান্দেকো কাম চোলছে!
সাবাশ, ফন্টে! অন্ততঃ ডাস্টবিনটা পুরোনো জঞ্জালে বোঝাই ছিলো না! হেঃ হেঃ!
হুঁয়োক!
হিঃ হিঃ! এবার ডাস্টবিনটা পচা জঞ্জালে ভর্তি হয়ে গেছে!
হেল্প! এটা থেকে
নাকে বের করো!
আর সেই জঞ্জাল সাফ হবার আগেই আয় আমরা এই সব সাফ করে ফেলি!

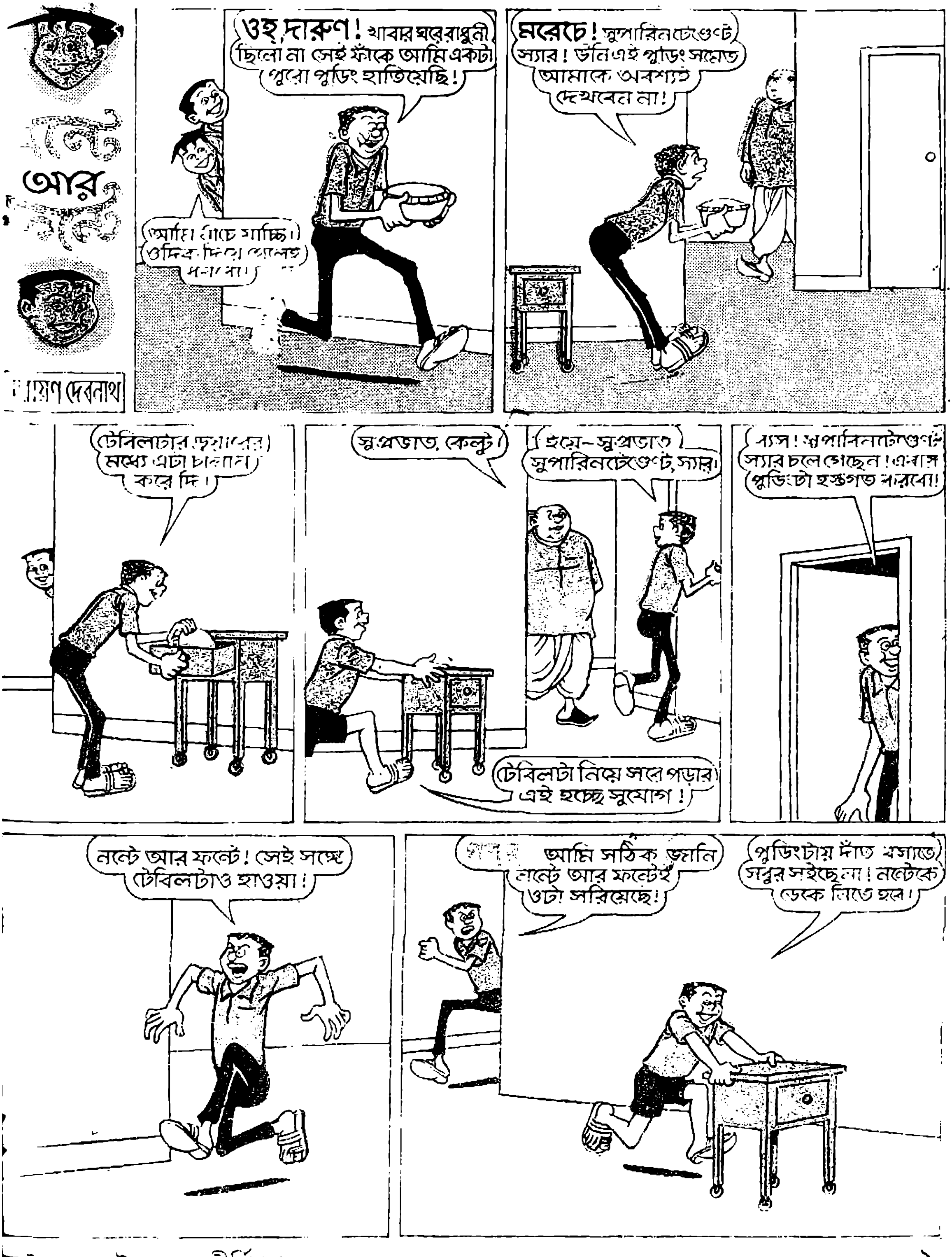
আর
ওহ্, দারুণ! খাবার ঘরে রাঁধুনী ছিলো না সেই ফাঁকে আমি একটা পুরো পুডিং হাতিয়েছি!
মরেছে! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার! উনি এই পুডিং সমেত আমাকে অবশ্যই দেখবেন না!
টেবিলটার ড্রয়ারের মধ্যে এটা চালান করে দি।
সুপ্রভাত, কেল্টু!
হয়ে—সুপ্রভাত সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, স্যার!
টেবিলটা নিয়ে সরে পড়ার এই হচ্ছে সুযোগ!
ব্যস! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার চলে গেছেন! এবার পুডিংটা হস্তগত করবো!
নন্টে আর ফন্টে! সেই সঙ্গে টেবিলটাও হাওয়া!
আমি সঠিক জানি নন্টে আর ফন্টেই ওটা সরিয়েছে!
পুডিংটায় দাঁত বসাতে সবুর সইছে না! নন্টেকে ডেকে নিতে হবে।

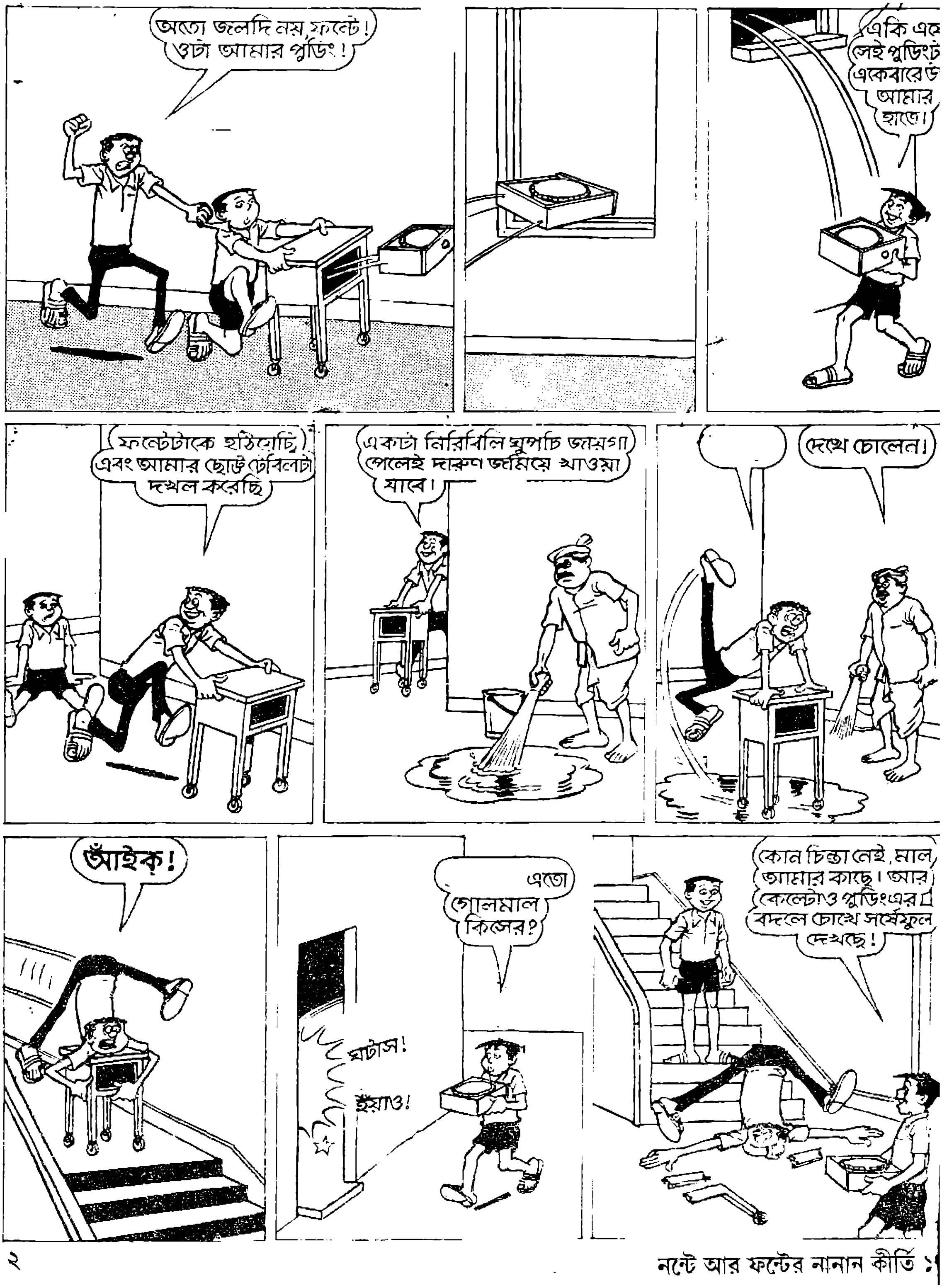

অতো জলদি নয় ফন্টে! ওটা আমার পুডিং!
একি এ সেই পুডিংটা একেবারে আমার হাতে।
ফন্টেটাকে হঠিয়েছি এবং আমার ছোট্ট টেবিলটা দখল করেছি
একটা নিরিবিলি ঘুপচি জায়গা পেলেই দারুণ জমিয়ে খাওয়া যাবে।
দেখে চোলেন!
আঁইক!
ঘটাস!
ইঁয়াও!
এতো গোলমাল কিসের?
কোন চিন্তা নেই, মাল আমার কাছে। আর কেল্টোও পুডিংএর বদলে চোখে সর্ষেফুল দেখছে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ওঃ! বড়দিনের জন্যে বোর্ডিংয়ের কিচেনে ডেলিভারির জন্যে ঐ সব উপাদেয় চিকেন এসেছে। আর আমি জানি ওর থেকে কি করে একটা হস্তগত করবো!
শুধু লক্ষ্য করো!
কেল্টুর তীর চিকেন ফুঁড়ে ট্রাকের কাঠে বিঁধে গেলো
একটা গেঁথেছি! ধ্যাৎ! তীরটা আবার কিছুতে আটকেছে!
জিনিস পত্র নামানোর জন্যে আপনি কি লরিটাকে কিচেনের পিছনদিকে নিয়ে যাবেন?
ঠিক আছে!
আবিব্বাস! এক লরি খাবার!
নন্টেকে জানাবার টাইম নেই। খাবার জন্যে আমাকেই কিছু করতে হবে!
এটা যে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!
ইর্‌র্‌ক্!

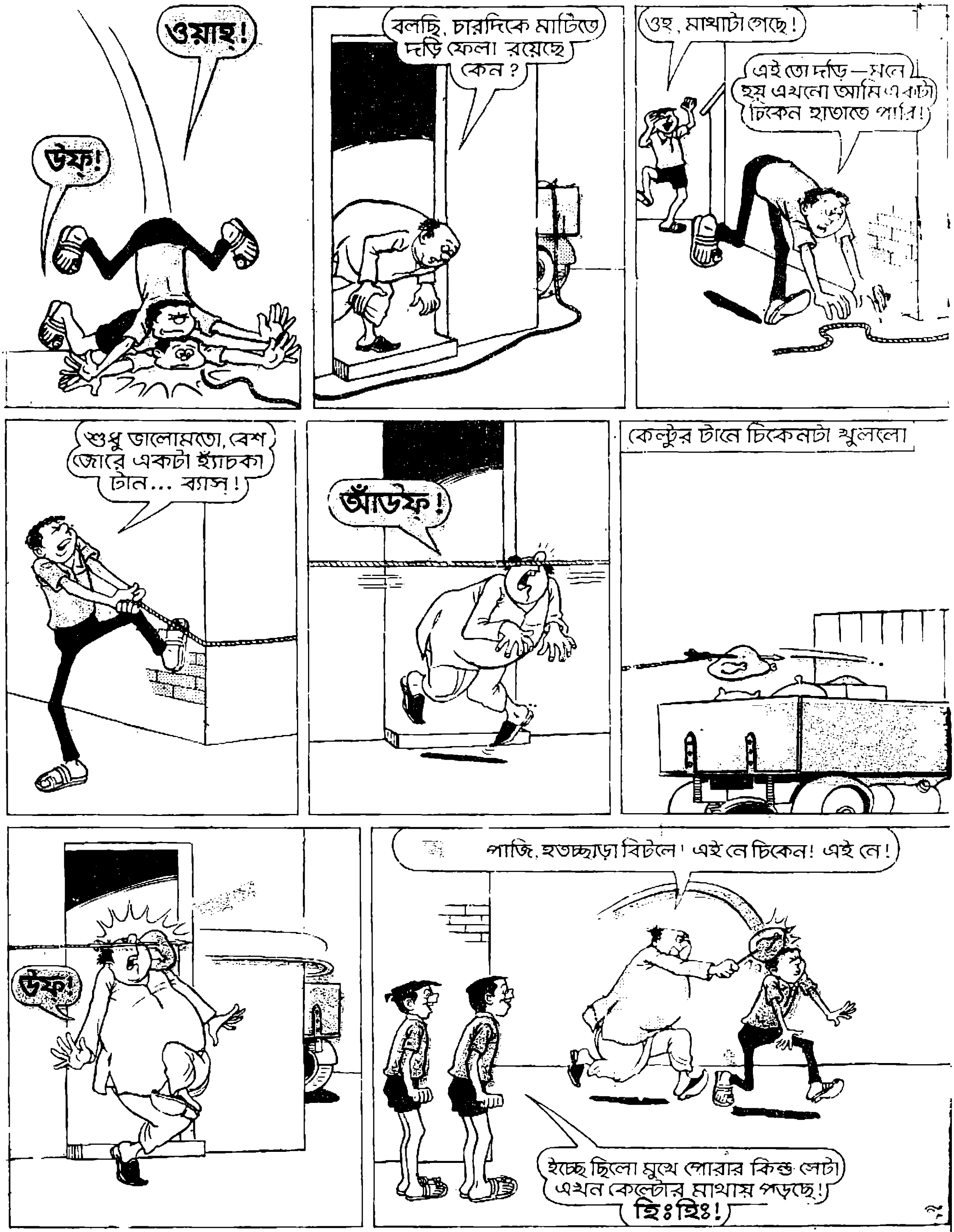

ওয়াহ্!
উফ্!
বলছি, চারদিকে মাটিতে দড়ি ফেলা রয়েছে কেন?
ওহ, মাথাটা গেছে!
এই তো দড়ি — মনে হয় এখনো আমি একটা চিকেন হাতাতে পারি!
শুধু ভালোমতো, বেশ জোরে একটা হ্যাঁচকা টান... ব্যাস!
আঁউফ্!
কেল্টুর টানে চিকেনটা খুললো
উফ্!
পাজি, হতচ্ছাড়া বিটলে! এই নে চিকেন! এই নে!
ইচ্ছে ছিলো মুখে পোরার কিন্তু সেটা এখন কেল্টোর মাথায় পড়ছে! হিঃ হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টোর মতলবটা কি বলতো? বোর্ডিংএর নয়া গোয়ানীজ রাধুনীর এপ্রন আর টুপি নিয়ে যাচ্ছে। ওর ওপর নজর রাখতে হবে!
হ্যালো, বঙ্কু বেকারি? স্কুল বোর্ডিংএর রাধুনী বলছি। আপনি কি আপনার লোক দিয়ে দুই ডজন আপনাদের বেশ বড় ক্রীম কেক পাঠাবেন?
কেল্টু যাতে ওর মতলব হাসিল করতে না পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই।
মাল পৌঁছে দেওয়ার লোকটা আমাকে চেনে না সুতরাং ও আমার এই রাধুনীর পোশাক দেখে আমাকেই কেকগুলি দিয়ে দেবে।
ধ্যাৎ! আমার টুপিটা উড়ে গেলো!
বাহ! কি বরাত! ওটা গাছে গিয়ে আটকালো।
মাল পৌঁছোবার লোকটাকে বোকা বানাতে হলে ওটা আমাকে পেতে হবে!
এই ডালটা দিয়ে আমি টুপিটাকে নীচে ফেলবো।

আমার মাথায় কিছু পড়েছে কিন্তু এই পেন্সিল আর বইগুলি ঘরে নিয়ে রাখা পর্যন্ত ওটা সরাতে পারছি না।
আসছে কেল্টোটা! আমি কেকের ট্রে আর ওর রাধুনীর টুপির ছায়া দেখতে পাচ্ছি।
হেঃ হেঃ! তুমি এটা নাও আর আমি তোমার কেকগুলো নিচ্ছি!
মরেচে! ফন্টে রং নাম্বারে ঘা মেরেছে!
ওরে বাবা! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
গরর!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার টুপিটা ফেলে গেছে। যদি তাড়াতাড়ি করি তাহলে এখনো আমি বেকারির লোকটাকে ধরতে পারি।
মাল ডেলিভারির লোকটার হাল খারাপ হওয়াতে ছুটি নিয়েছে। তাই আমাকেই এই কেক দিতে আসতে হলো।
কেল্টু!
ফ্যাচাৎ!
ঠিক আছে, কেল্টু, তুমি তোমার কেক পেয়ে গেছো — এবার দামটা দিয়ে দাও!
মরেচে! এযে বঙ্কু বেকারির বঙ্কুবাবু নিজে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার জন্যে এটাই আমাদের আদর্শ জায়গা। ছেলেরা তোমরা যাও, আর কিছু বুনো ফুল নিয়ে এসো।
আমরা এখানে থাকি, কেল্টুদা, আর পিকনিকের জন্যে আনা খাবারের বাস্কেটটায় নজর রাখি। কেউ নির্ঘাত আমাদের খাবার হাতাতে পারে!
এটা চমৎকার পিকনিক হলো! কিন্তু এবার যাবার সময় হয়েছে।
আঃ হা! নন্টে আর ফন্টেকে কি করে সরাতে হবে সেটা আমার জানা!
আমি শুধু এই দড়িটার এক প্রান্ত বেঞ্চের সঙ্গে আর অন্য প্রান্ত এই গাড়ির বাম্পারের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। হিঃ হিঃ!
পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি কেন। ঐ বেঞ্চটাতে বসে তোরা দুজনে খাবারের ওপর নজর রাখতে পারিস।
ভালো কথা বলেছো, কেল্টুদা!
গেছি রে!
টা-টা, নন্টে আর ফন্টে! আমি খাবারের ওপর নজর রাখবো!
হাঃ হাঃ! খাবারের কেমন হস্তান্তর! আমার ফিস্টটা জোরদার হবে!
মরেছে! হাতলটা যে খুলে এলো!

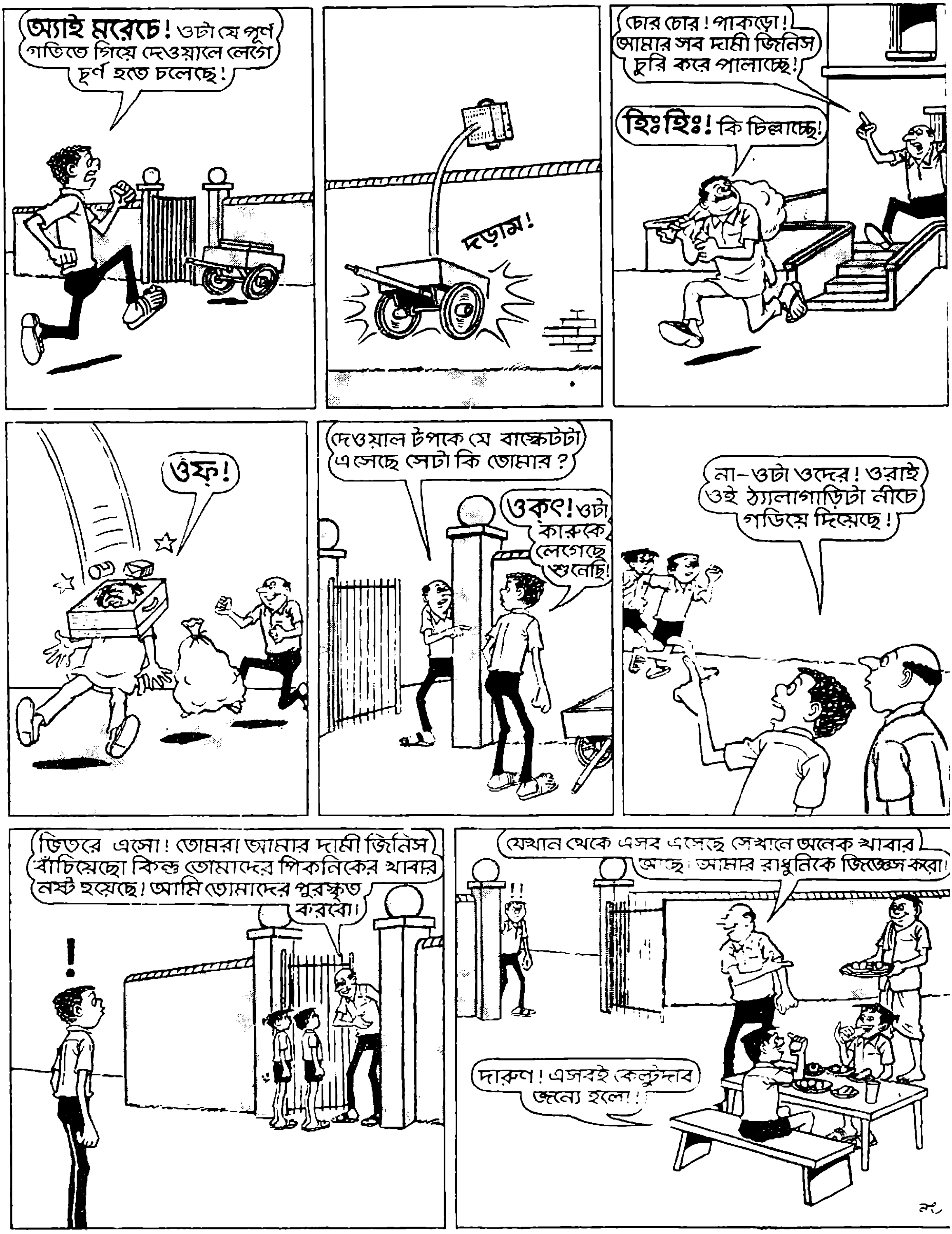

অ্যাই মরেচে! ওটা যে পূর্ণ গতিতে গিয়ে দেওয়ালে লেগে চূর্ণ হতে চলেছে!
দড়াম!
চোর চোর! পাকড়ো! আমার সব দামী জিনিস চুরি করে পালাচ্ছে!
হিঃ হিঃ! কি চিল্লাচ্ছে!
ওফ্!
দেওয়াল টপকে যে বাস্কেটটা এসেছে সেটা কি তোমার?
ওকৎ! ওটা কারুকে লেগেছে শুনেছি!
না—ওটা ওদের! ওরাই ওই ঠ্যালাগাড়িটা নীচে গড়িয়ে দিয়েছে!
ভিতরে এসো! তোমরা আমার দামী জিনিস বাঁচিয়েছো কিন্তু তোমাদের পিকনিকের খাবার নষ্ট হয়েছে! আমি তোমাদের পুরস্কৃত করবো।
!
!!
যেখান থেকে এসব এসেছে সেখানে অনেক খাবার আছে। আমার রাঁধুনিকে জিজ্ঞেস করো!
দারুণ! এসবই কেল্টুদার জন্যে হলো!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এদিকে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অনেক তিতির পাখি ঘুরে বেড়ায়, আর আমরা আমাদের পোষা নেউলের সাহায্যে তিতির ধরে ফিস্টি করবো!
তুই পাখি ধর, ফন্টে! আমি স্যারের একটা চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসি।
ঠিক আছে। এই খাবার নেবার বাক্সটা নেউল চিক্কুটাকে ভরে নেবার সঠিক জিনিস।
ইতিমধ্যে—কাছাকাছি একজায়গায়
পাইটা ভীষণ গরম, এটাকে ঠাণ্ডা হবার জন্যে জানালাটার সামনে রেখে দি।
হোটেল
কি দারুণ গন্ধ!
দুর্দান্ত! একটা সুন্দর পাই!
ওয়ে-ওয়ে! আমি চুপিসাড়ে ঐ ঝোপঝাড়ের আড়ালে যাবো আর এটাকে উদরসাৎ করবো!
উফ্! এটা গরম! ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে আমি এটা কোথাও নামিয়ে রাখবো!
এই বেঞ্চটাতে বসে আমি চিক্কুটাকে ছেড়ে দি।
পাইটা আমি এই বেঞ্চটাতে রাখি।
আআঃ! এটাই বেশ ভালো হলো!

আঁইই! আমি পুড়ে গেছি!
মরেছে! এযে ফন্টে!
আমি বলতে পারি এটা ওর খাবারের বাক্স!
গরর! কেল্টুদা ফিরে এসো!
কোন চান্স নেই! তুই আমার পাইয়ে বসেছিলি তাই আমি তোর খাবারের বাক্স নিয়েছি, ফন্টে!
তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না, কেল্টুদা!
একটা নৌকো!
তোর ভাগ্যটা খারাপ, ফন্টে! আমি তোর এই খাবার লেকের মধ্যিখানে গিয়ে খাবো যেখানে তুই আমাকে বিরক্ত করতে পারবি না!
হেঃ হেঃ!
এবার দেখি — এর মধ্যে ফন্টে কি সুখাদ্য এনেছে!
আঁইইঁ! আমার নাক!
হাঃ হাঃ! খুব ভালো কাজ হয়েছে, চিক্কু! ও আবার একটা
মাছও ধরেছে!
হিঃ হিঃ! নাকে পুরো ব্যাণ্ডেজের জন্যে কেল্টুদা নাকে মাছ ভাজার কোন গন্ধই পাবে না—
আর গন্ধ না পাওয়ার জন্যে খাওয়ার কোন ইচ্ছাই কেল্টের থাকবে না!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ছেলেরা যখন স্কুল স্পোর্টসএ প্র্যাকটিস করছে সেই তালে আমি চুপি চুপি তাঁবুতে ঢুকে কিছু খাবার হাতিয়ে নি!
হিঃ হিঃ! মাংসের পুর দেওয়া সসেজ রোল, আমার এই হ্যাভারস্যাকে ভরবার পক্ষে যথেস্ট!
দ্যাখ, নন্টে! কেল্টো আমাদের খাবার নিয়ে পালাচ্ছে!
চুপিসাড়ে চলে গিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে এগুলি সব সাঁটিয়ে ফেলবো!
জ্যাভেলিন নিয়ে তৈরি হ, সবাই — ছোঁড়!
হেঃ হেঃ! আমি ওদের দেখাবো কি করে খুব দ্রুত ছুটতে হয়!
ওফ্!

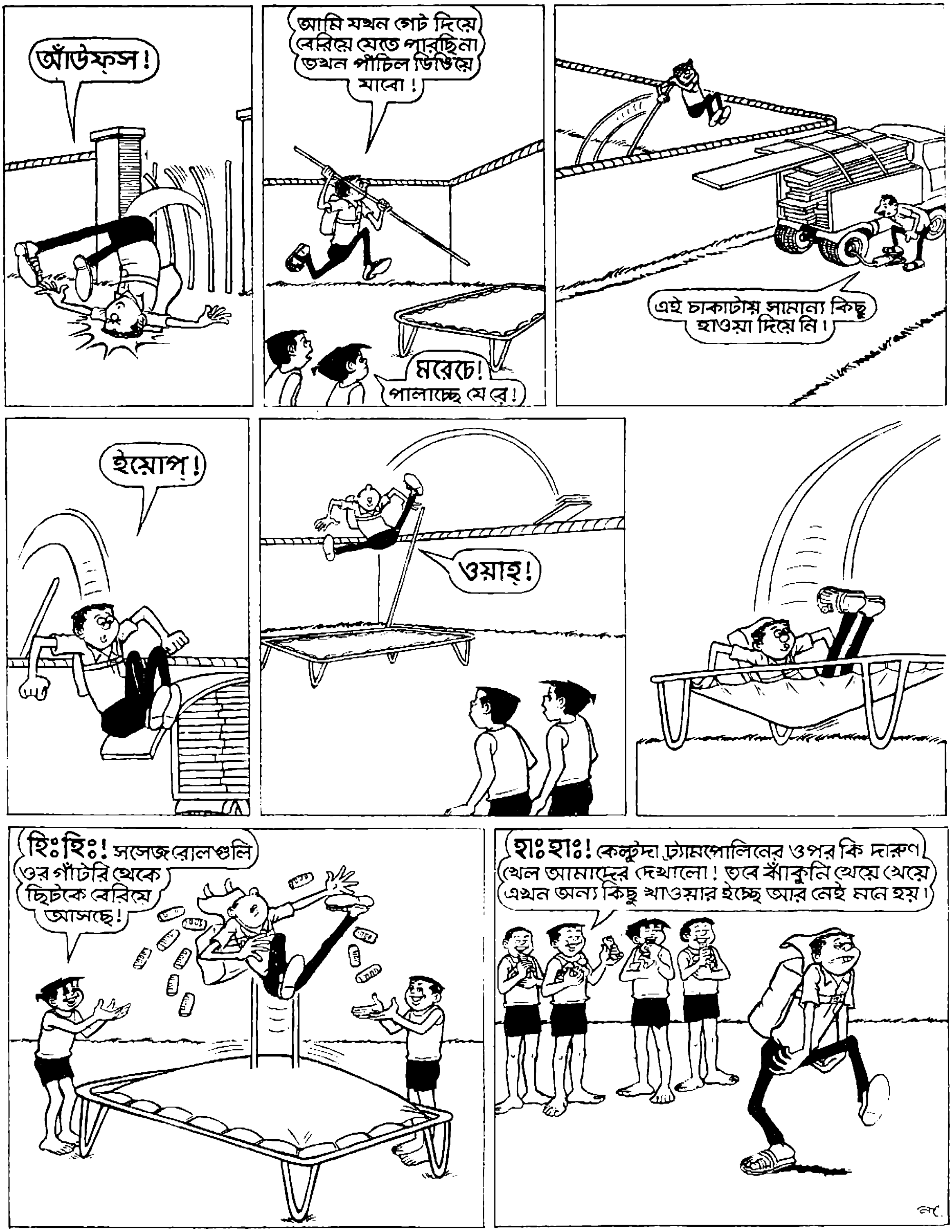
আঁউফ্‌স!
আমি যখন গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারছি না তখন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাবো!
মরেচে! পালাচ্ছে যে রে!
এই চাকাটায় সামান্য কিছু হাওয়া দিয়ে নি।
ইয়োপ্!
ওয়াহ্!
হিঃ হিঃ! সসেজ রোলগুলি ওর গাঁটরি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে!
হাঃ হাঃ! কেল্টুদা ট্র্যামপোলিনের ওপর কি দারুণ খেল আমাদের দেখালো! তবে ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে এখন অন্য কিছু খাওয়ার ইচ্ছে আর নেই মনে হয়।

নন্টে ফন্টে
রায়ণ দেবনাথ
এদিকে আশে পাশে খুব চুরি হচ্ছে। চল এ ব্যাপারে কি করা যায় চল কেল্টুদার সঙ্গে পরামর্শ করি।
চল।
কেল্টুদার ঘরে এসব কি আওয়াজ হচ্ছে রে ফন্টে?
এর নাম কারাটে। কাছে আয় এমন প্যাঁচ মারবো যে, ছিটকে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবি!
আমাদের কায়দা শিখিয়ে কোন ফায়দা নেই, কেল্টুদা!
এদিকটায় নাকি খুব চুরি হচ্ছে সে খবর রাখো?
বটে! ধরে নিয়ে আয় ব্যাটাকে এক প্যাঁচ মারবো আর ঘ্যাঁচ করে কচু কাটা হয়ে যাবে।

ধরে আনলে তবে তুমি কারাটে কুংফুর প্যাঁচ লাগাবে?
কারাটে কুংফুর কায়দা দেখাবার লোক পাচ্ছিনা তাই ওকথা বলেছি —
— আর আমাকে বোধহয় শিগগিরই ব্ল্যাক বেল্ট দেবে!
হুঁ হুঁ!
ব্ল্যাক বেল্ট দেবে, তোমাকে? শুনেছি অনেক ধাপ পার হয়ে তারপর পায়
আমার এলেম দেখে আমাকে আগেই দিয়ে দেবে। তোরা নজর রাখ, দেখলেই আমাকে এসে জানাবি, আমি গিয়ে হাত দিয়ে এই রকম একখানা ঝাড়বো আর ব্যাটা উল্টে কাত হয়ে পড়বে।
কেল্টোটাকে কে বেল্ট দেবে কে জানে! খালি বড় বড় বুকনি।
ওকে এখন দরকার নেই। আমরাই রাতের বেলায় নজর রাখবো।
ব্যাপারটা কি ভাবে শুরু করবো সেটা ঠিক করে নিতে হবে।
অবশ্যই খুব গোপনে। যাতে কেউ টের না পায়।
সেদিন রাতে
ইস্কুল বোর্ডিং-এর মোটকা মাস্টারের ঘর থেকে আজ কিছু হাতাতে পারি কিনা দেখি।

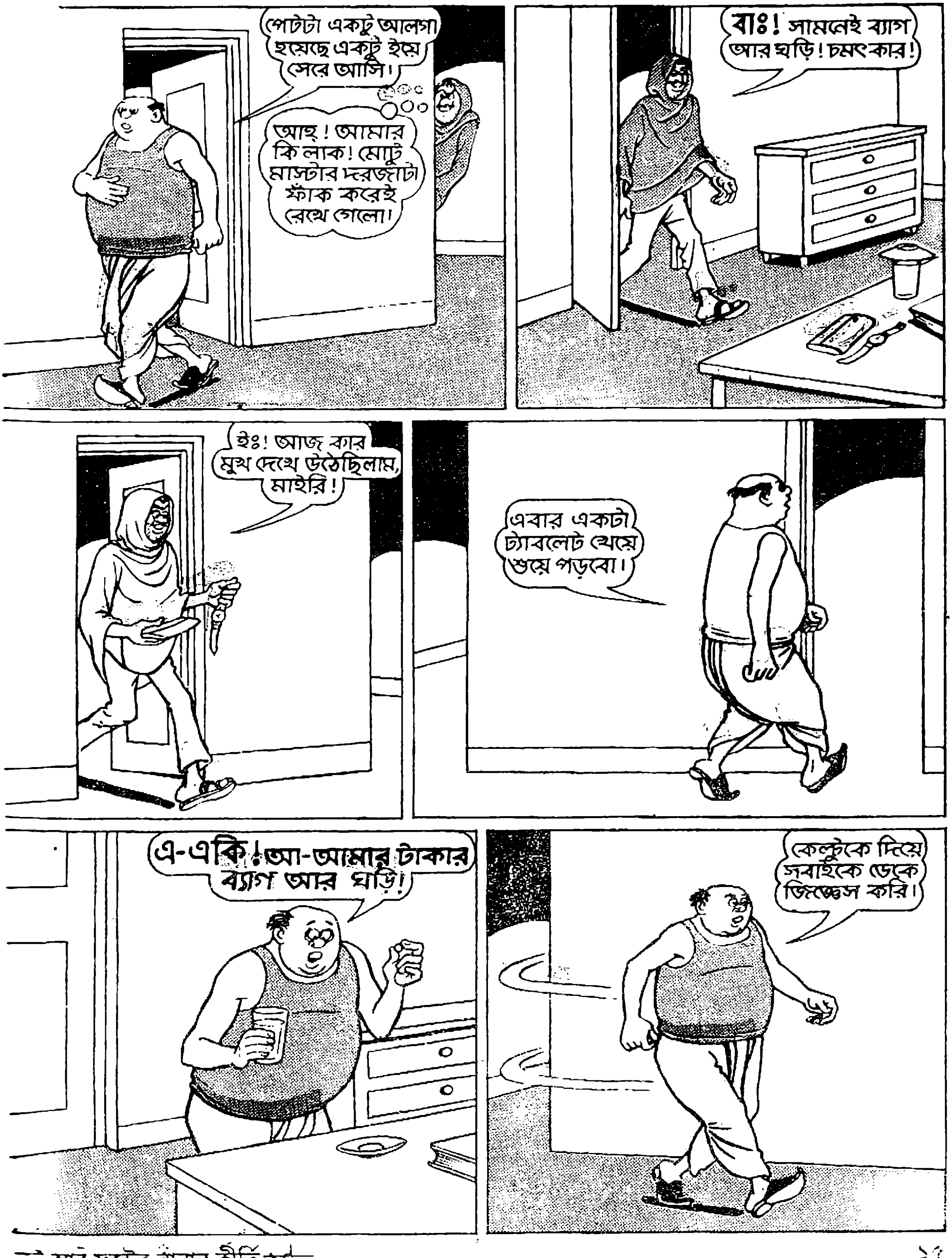
পেটটা একটু আলগা হয়েছে একটু ইয়ে সেরে আসি।
আহ্‌! আমার কি লাক! মোটু মাস্টার দরজাটা ফাঁক করেই রেখে গেলো।
বাঃ! সামনেই ব্যাগ আর ঘড়ি! চমৎকার!
ইঃ! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, মাইরি!
এবার একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়বো।
এ-একি! আ-আমার টাকার ব্যাগ আর ঘড়ি!
কেল্টুকে দিয়ে সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করি।

দরজা খোল্
কে, র‍্যা! জ্বালাতে এসেছিস!
ওঃ– ইয়ে– স্যার আপনি!
হ্যাঁ, আমি। আমার ঘর থেকে মানিব্যাগ আর ঘড়ি লোপাট। সবাইকে ডাক জিজ্ঞেস করে দেখি।
তোরা কেউ আমার ঘর থেকে ব্যাগ আর ঘড়ি নিয়েছিস?
না, সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার! আমরা ওসব নিই নি!
শোনো সবাই! এই চোরকে খুঁজে বের করা চাই। কেলটু তুই এদের নিয়ে পাহারা দিবি অন্যথা হলে কঠিন শাস্তি।
তাই হবে, স্যার!
আমরা যখন নজর রাখার ব্যবস্থা করছিলাম তখনই চুরির ঘটনা ঘটলো এবার তাহলে তুমিও পাহারা দেবে, কেলটুদা।
পাহারা দেবার মধ্যে আমি নেই। তোরা নজ রাখবি আর আমাকে খবর দিবি তারপর দেখবি আমার খেল
কিন্তু এবার স্যার বলেছেন তোমাকেও পাহারা দিতে।

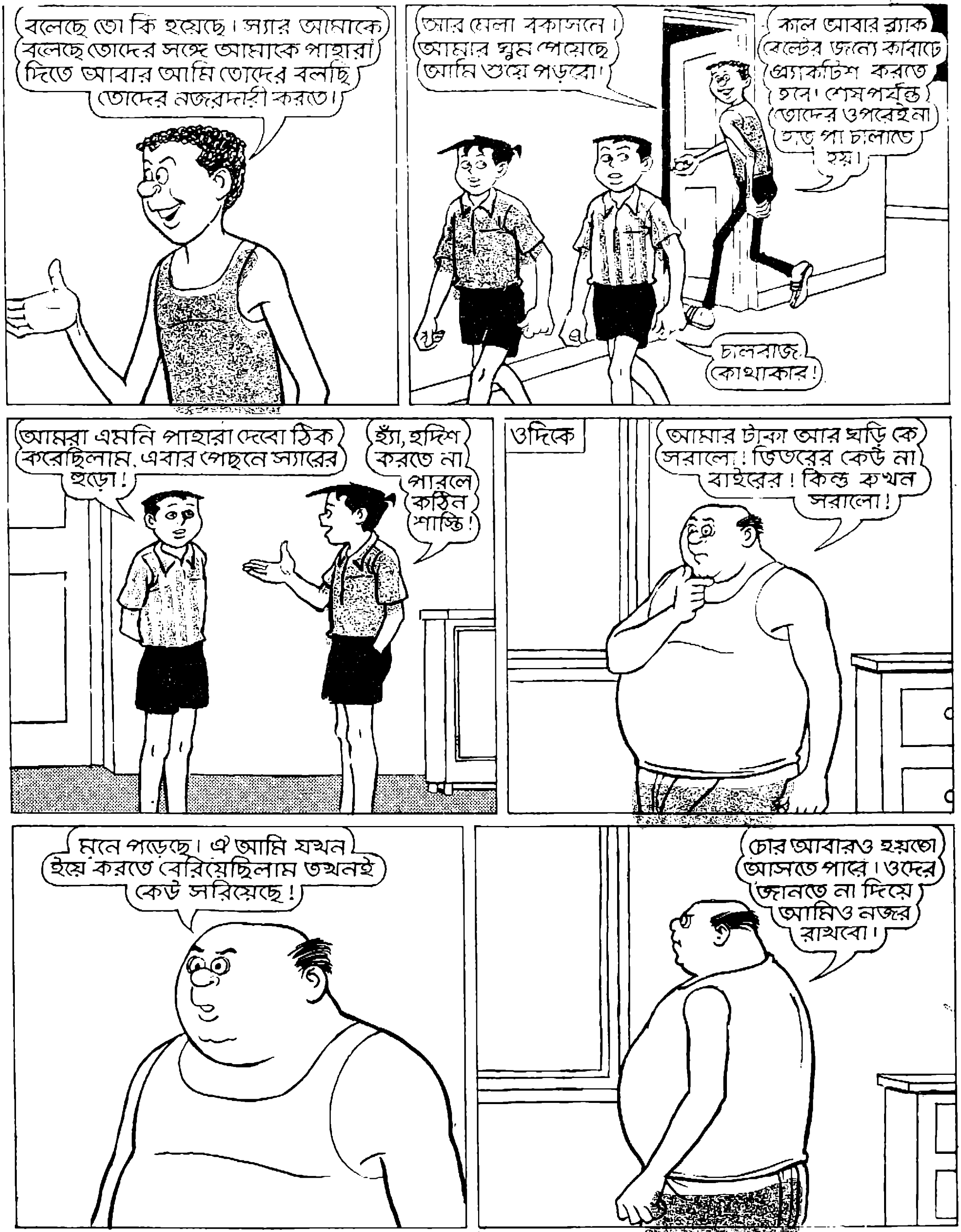
বলেছে তো কি হয়েছে। স্যার আমাকে বলেছে তোদের সঙ্গে আমাকে পাহারা দিতে আবার আমি তোদের বলছি তোদের নজরদারী করতে।
আর মেলা বকাসনে। আমার ঘুম পেয়েছে আমি শুয়ে পড়বো।
কাল আবার ব্ল্যাক বেল্টের জন্যে কারাটে প্র্যাকটিশ করতে হবে। শেষপর্যন্ত তোদের ওপরেই না হাত পা চালাতে হয়।
চালবাজ কোথাকার!
আমরা এমনি পাহারা দেবো ঠিক করেছিলাম. এবার পেছনে স্যারের হুড়ো!
হ্যাঁ, হদ্দিশ করতে না পারলে কঠিন শাস্তি!
ওদিকে
আমার টাকা আর ঘড়ি কে সরালো! ভিতরের কেউ না বাইরের! কিন্তু কখন সরালো!
মনে পড়েছে। ঐ আমি যখন হিসি করতে বেরিয়েছিলাম তখনই কেউ সরিয়েছে!
চোর আবারও হয়তো আসতে পারে। ওদের জানতে না দিয়ে আমিও নজর রাখবো।

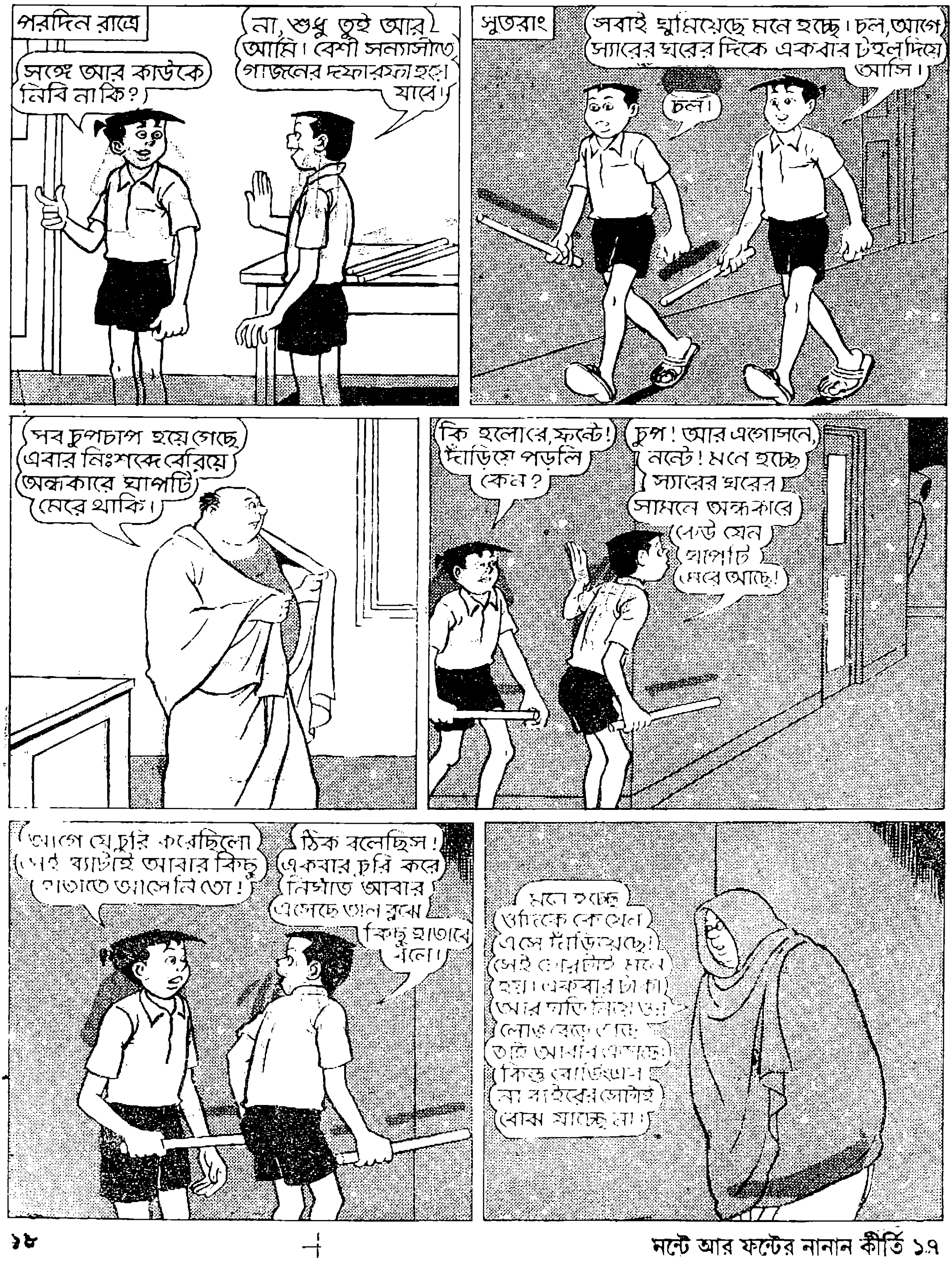
পরদিন রাত্রে
সঙ্গে আর কাউকে নিবি না কি?
না, শুধু তুই আর আমি। বেশী সন্ন্যাসীতে গাজনের দফারফা হয়ে যাবে।
সুতরাং
সবাই ঘুমিয়েছে মনে হচ্ছে। চল, আগে স্যারের ঘরের দিকে একবার টহল দিয়ে আসি।
চল।
সব চুপচাপ হয়ে গেছে, এবার নিঃশব্দে বেরিয়ে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকি।
কি হলোরে, ফন্টে! দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?
চুপ! আর এগোসনে, মন্টে! মনে হচ্ছে স্যারের ঘরের সামনে অন্ধকারে কেউ যেন ঘাপটি মেরে আছে!
আগে যে চুরি করেছিলো সেই ব্যাটাই আবার কিছু হাতাতে আসেনি তো!
ঠিক বলেছিস! একবার চুরি করে নিশ্চিত আবার এসেছে ভাল বুঝে কিছু হাতাবে বলে।
মনে হচ্ছে ওদিকে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে! সেই চোরটাই মনে হয়। একবার টাকা আর ঘটি নিয়ে ওর লোভ বেড়ে গেছে তাই আবার এসেছে! কিন্তু বোর্ডিংয়ের না বাইরের লোক সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

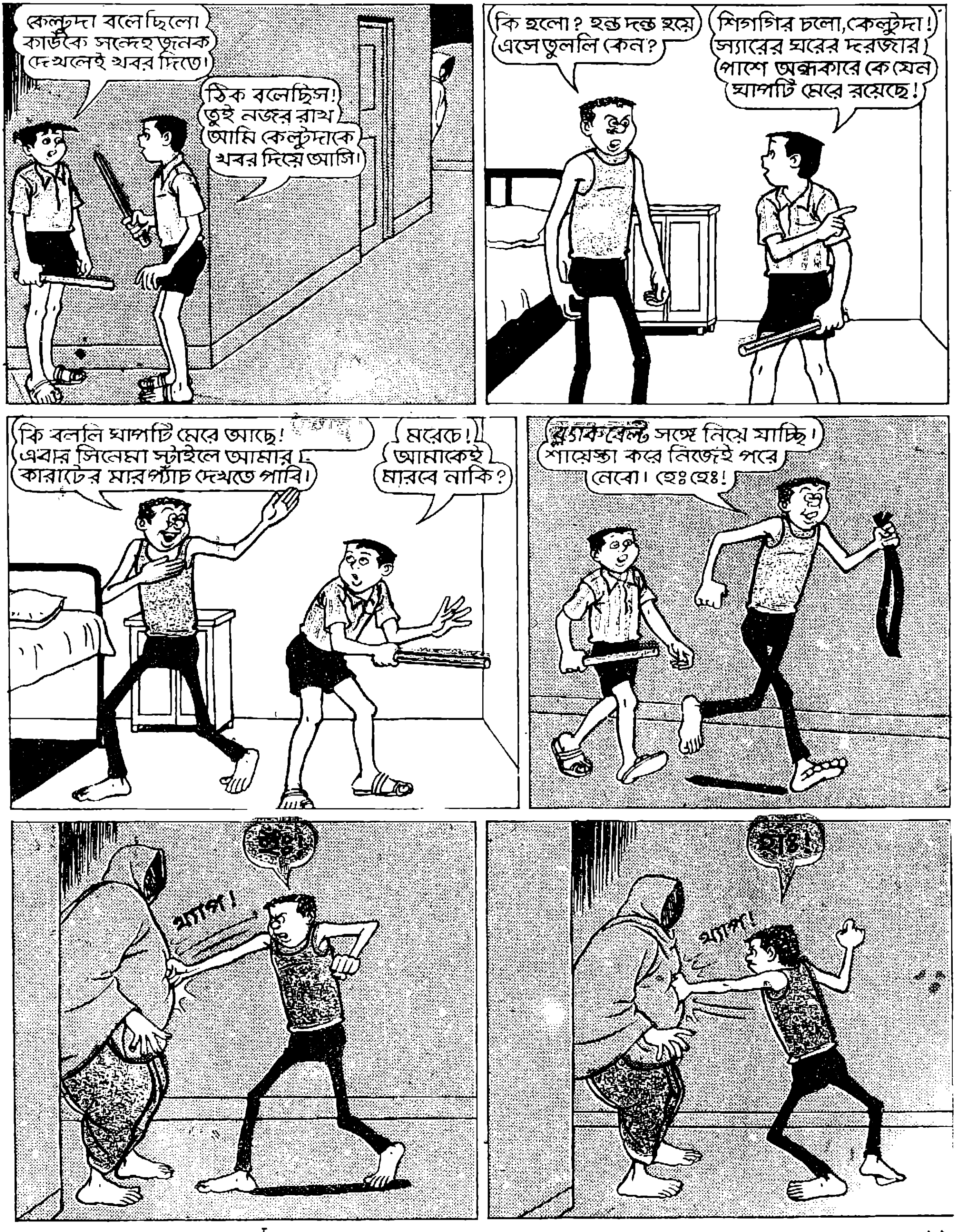
কেল্টুদা বলেছিলো কাউকে সন্দেহজনক দেখলেই খবর দিতে।
ঠিক বলেছিস! তুই নজর রাখ আমি কেল্টুদাকে খবর দিয়ে আসি।
কি হলো? হন্তদন্ত হয়ে এসে তুললি কেন?
শিগগির চলো, কেল্টুদা! স্যারের ঘরের দরজার পাশে অন্ধকারে কে যেন ঘাপটি মেরে রয়েছে!
কি বললি ঘাপটি মেরে আছে! এবার সিনেমা স্টাইলে আমার কারাটের মারপ্যাঁচ দেখতে পাবি।
মরেছে! আমাকেই মারবে নাকি?
ব্ল্যাকবেল্ট সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। শায়েস্তা করে নিজেই পরে নেবো। হেঃ হেঃ!
থ্যাপ!
হাঃ!
থ্যাপ!

ব্যাটা তস্কর! এবার তুমি হবু ব্ল্যাক বেল্টারের পাল্লায় পড়েছো—ই-আ-আহ্!
ওফ্!
ধ্যাপ!
তাজ্জব! মারগুলো যেন কোন নরম কিছুতে লেগে প্রতিহত হচ্ছে! আলোটা জ্বালাতো ফন্টে!
জ্বেলে দিয়েছি, কেল্টুদা!
!
মুখের ঢাকনা সরিয়ে মুখখানা এবার দেখাও তো, চাঁদু! এরপর আমি কোমরে ব্ল্যাক বেল্ট বাঁধবো। হেঃ হেঃ!
!
!
ইক্ক!
তুই তাহলে এতক্ষণ আমাকে ঘুঁসোলি আর লাথালি!
গরর! হতচ্ছাড়া বিটলে! এই ব্ল্যাক বেল্ট দিয়ে তোর গলায় ফাঁস লাগাবো মর্কট!
ইস্! অন্ধকারে সেমসাইড হয়ে কেল্টোর ব্ল্যাক বেল্ট স্যার ওর গলায় লাগাতে চাইছেন, ফন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চাকুস চুকুস! সসেজ!
এই সসেজ নিয়ে আমরা হাতে কলমে কাজ শেখার ঘরে নিয়ে যাবো তারপর ভেজে খাবো।
ফিরে আয়!
মরেচে! কেল্টুদা আমাদের সসেজ কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর!
জলদি– এই গলিপথ দিয়ে!
মাছের বাজার
এই দিকে, নন্টে!
এইরে! থলেটা ফেঁড়ে গেলো!
সসেজগুলি ধর। আমি এই দিকটা ধরে নিচ্ছি।
ইরক!
ওরা এই গলিপথ দিয়েই এলো তারপর কোন রাস্তা দিয়ে গেলো?
আমি ওদের আমাকে হড়কে দিতে দেবো না...
ইরক!
রেস্টোর‍্যাণ্ট
ইঁকর! আমি থামতে পারছি না!
জঞ্জাল

গেছি রে!
বাসনগুলো আমি ধোয়ার জন্যে রেখে আসি!
ইয়াক্!
ইস! আমার হাত থেকে ছিটকে যাওয়া বাসনগুলো বেচারা ছেলেটার ওপর পড়েছে!
মেনু
ভিতরে এসো। ভালো খাওয়া দাওয়া অবশ্যই তোমাকে...ইয়ে...এই দুর্ঘটনাটা ভুলতে সাহায্য করবে!
এসব তোমাকে ওসব ভুলতে সাহায্য করছে তো?
প্রতিটি গ্রাসে সাহায্য করছে! হিঃ হিঃ!
রেস্টোর‍্যান্ট
আরে! এখনো তোরা সসেজগুলো ভেজে খাস নি? দ্যাখ্, এ রেস্টোর‍্যান্টের মালিক তোয়াজ করে নানা সুখাদ্য খাইয়ে আমার পেট জয়ঢাক বানিয়ে দিয়েছে! হেঃ হেঃ!
যাচ্চলে!

মৎস্য পুরাণ
মাছ ধরার পক্ষে ঝিলের এই জায়গাটাই উপযুক্ত কি বলিস?
তা আর বলতে? স্যারের ছিপটাও উপযুক্ত। চ বসে পড়া যাক।
বিট্‌লে হুটো যে স্যারের ছিপ চুরি করে মাছ ধরতে গেছে, তা আমি ভাল করেই জানি। ওদের জব্দ করার কায়দাও আমি ভালই জানি।
এই স্থানটাই উপযুক্ত
ছিপ ফ্যাল্ ননে্ট
ওদিকে ঝিলের অন্যপ্রান্তে
ডু·লু·র·!

এই তো নন্টে ফন্টের বঁড়শি, এইবার মারো টান....
হুম! কেল্টো দেখছি ঠিকই খবর দিয়েছে! দেখাচ্ছি মজা!
কষে চেপে ধর। মাছটা বড় সাইজের!
আগুয়ান স্যারের সঙ্গে সংঘর্ষে ছিটকে যায় ছিপ এবং স্যার সোজা
এইরে
জলে
ঝপাং!
নিশ্চয়ই নন্টে!
ধর পা টা টেনে
জলের মধ্যে
গ্লুপ-প-গ্লপ
বাঁ-চা-ও কুমিরে খেলো
কয়েক মুহূর্ত পরে
উ মম্-ম!
কি - কেন - কোথায় - কাকে - কবে - কিজন্যে - স্যার?!!
কেল্টোকে ধোলাই শেষ করে স্যার আমাদের দিকে ধাওয়া করবেন নাতো?
বলা যায় না। তার চেয়ে আজকের দিনটা হাওয়া খেয়ে আসি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাহ্! দ্যাখ্ কেল্টো আমাদের কাছ থেকে হাতানো সব খাবার কেমন তারিয়ে তারিয়ে সাবাড় করছে!
চাকুম! চুকুম!
এটা আমার ক্ষিদেয় শান দেওয়া হলো! আমি শহরে গিয়ে আরো খাবার নিয়ে আসি।
অবিশ্বাস! ওরা ওদের বিশেষ ফলের পিঠে বিক্রী করছে।
বিশেষ প্রস্তাব
ফলের পিঠে
দ্যাখ্! কেল্টুদা একটা বড় ফলের পিঠে কিনেছে!
আমার একটা মতলব এসেছে! কিন্তু আমাদের কেল্টোর আগে বোর্ডিংয়ে পৌঁছোতে হবে!
এই যে, ফেকুরাম! কেল্টোকে বোকা বানাতে তোমার ভ্যাকুয়াম ক্লীনারটা দেবে, তাহলে আমরা তোমাকে ওর খাবারের ভাগ দেবো।
নিশ্চয়ই
আমি চুপচাপ আমার ঘরে যাবো আর এটার সদ্গতি করবো!
ইরক! এটা যে উঠছে!

বাহ্! এটাঐ ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে আটকে ওপরে তোলা হচ্ছে!
গরর! আমি বাজি রেখে বলতে পারি এর পেছনে নন্টে আর ফন্টের মদত রয়েছে!
ধ্যাৎ! এর মধ্যেই ওরা সব গিলে কুটে মেরেছে! ছুটে এসেও আটকাতে পারলুম না!
দারুণ খেতে ছিলো, কেল্টুদা!
এখন আবার গিয়ে আমাকে আর একটা পিঠে কিনে আনতে হবে!
কিছু পরে
মরেচে! স্যার ওদের বল খেলা দেখছে!
হিঃ হিঃ! পিঠেটা আমি আমার জামার ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছি!
গালগ! আগহ্!
ফ্যাচাৎ!
গরর! খাওয়াবার বদলে মুখে পিঠে লেপ্টে দেওয়া? এই নে তার পুরস্কার—এই নে!
উফ্! আফ্! গেলুম!
হাঃ হাঃ! আমার মনে হয় না সুপারিনটেণ্ডে স্যারকে পিঠে দিয়ে এই ভাবে মুখ মিঠে করালে স্যার খুশি হয়েছেন.

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আরে দ্যাখো! রান্নার ঠাকুর ভাঁড়ার ঘরটা খোলা রেখে গেছে। এই মওকায় আমি বেশ কিছু খাবার সাবাড় করি!
ভাঁড়ার ঘর
গেছি রে! ভিতরে কুকুর আছে বলেই ও দরজা খুলে রেখে গেছে!
গরর!
ভাঁড়ার ঘর
ধড়াম!
উফ্! আমি শুধু হতচ্ছাড়াটার হাত থেকে পালাতে পেরেছি!
এই যে, ফন্টে! ঠাকুর বলেছে স্যারের কুকুর এই ঘেঁটুকে যে কেউ ঘুরিয়ে আনতে নিয়ে যাবে তাকে একটা বড় কেক দেবে!
একটা ভালো কেক পাওয়ার জন্যে এতো খুব সোজা রাস্তা!
হিঃ হিঃ! এটা ফন্টে আর ঘেঁটু দুটোকেই হটিয়েছে! এবার আমি ভাঁড়ার ঘরে ফিরে যেতে পারি!
তাজ্জব! ঘেঁটুটা কোথায়? ওর তো ভাঁড়ার ঘরটা পাহারা দেওয়ার কথা।
ভাঁড়ার ঘর
ঠাকুর চলে যাচ্ছে! এখন আমার সুযোগ!
বাহ! এবারে ও ঘরটা চাবি দিয়ে রেখে গেছে!
ভাঁড়ার ঘর
আমি জানি! কর্মশিক্ষার জায়গা থেকে মইটা নিয়ে স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে ভিতরে নামবো।

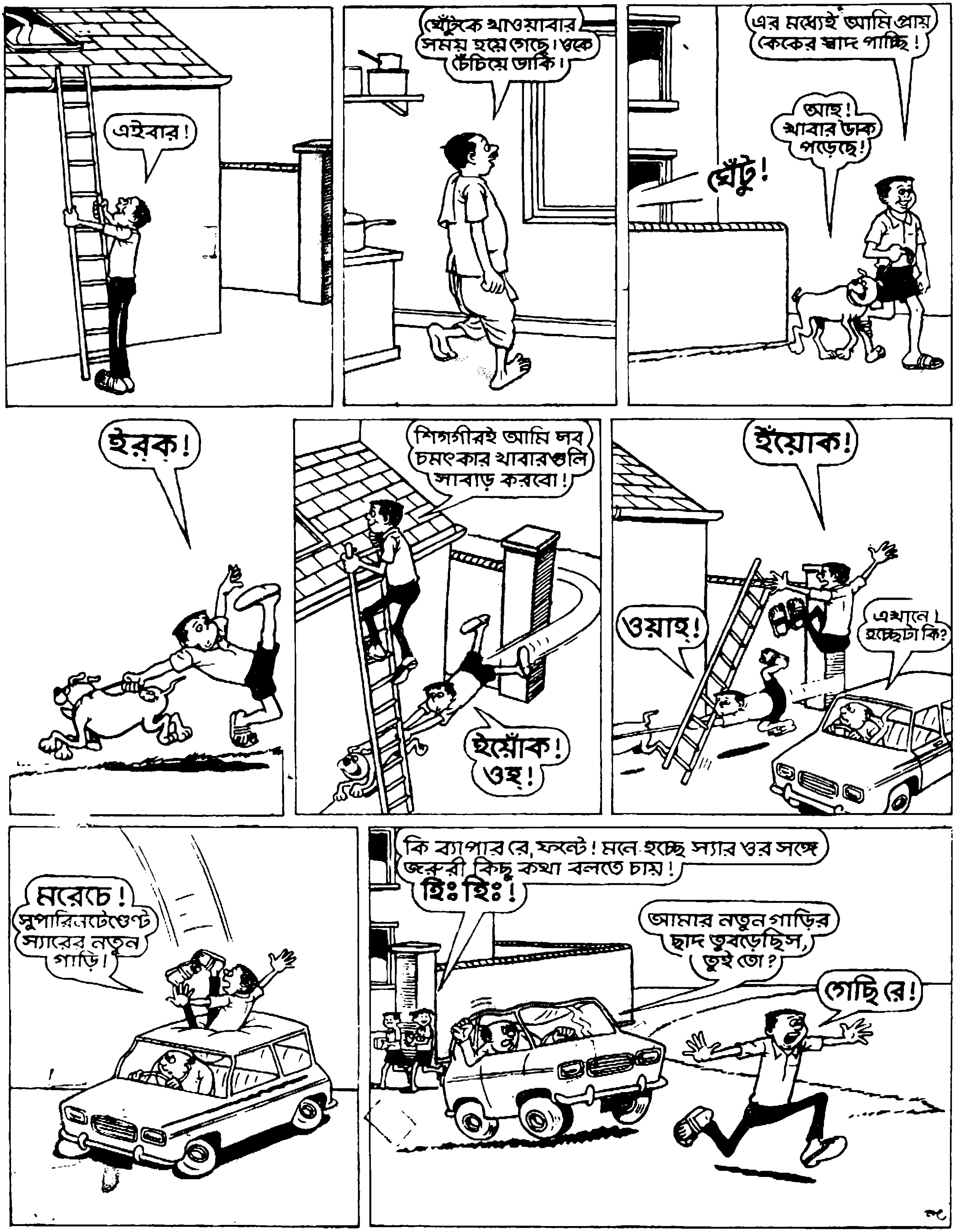
এইবার!
ঘেঁটুকে খাওয়াবার সময় হয়ে গেছে। ওকে চেঁচিয়ে ডাকি।
এর মধ্যেই আমি প্রায় কেকের স্বাদ পাচ্ছি!
ঘেঁটু!
আহ! খাবার ডাক পড়েছে!
হরক!
শিগগীরই আমি সব চমৎকার খাবারগুলি সাবাড় করবো!
হুয়োঁক! ওহ্!
হুঁয়োক!
ওয়াহ্!
এখানে হচ্ছেটা কি?
মরেছে! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের নতুন গাড়ি!
কি ব্যাপার রে, ফন্টে! মনে হচ্ছে স্যার ওর সঙ্গে জরুরী কিছু কথা বলতে চায়!
হিঃ হিঃ!
আমার নতুন গাড়ির ছাদ তুবড়েছিস, তুই তো?
গেছি রে!

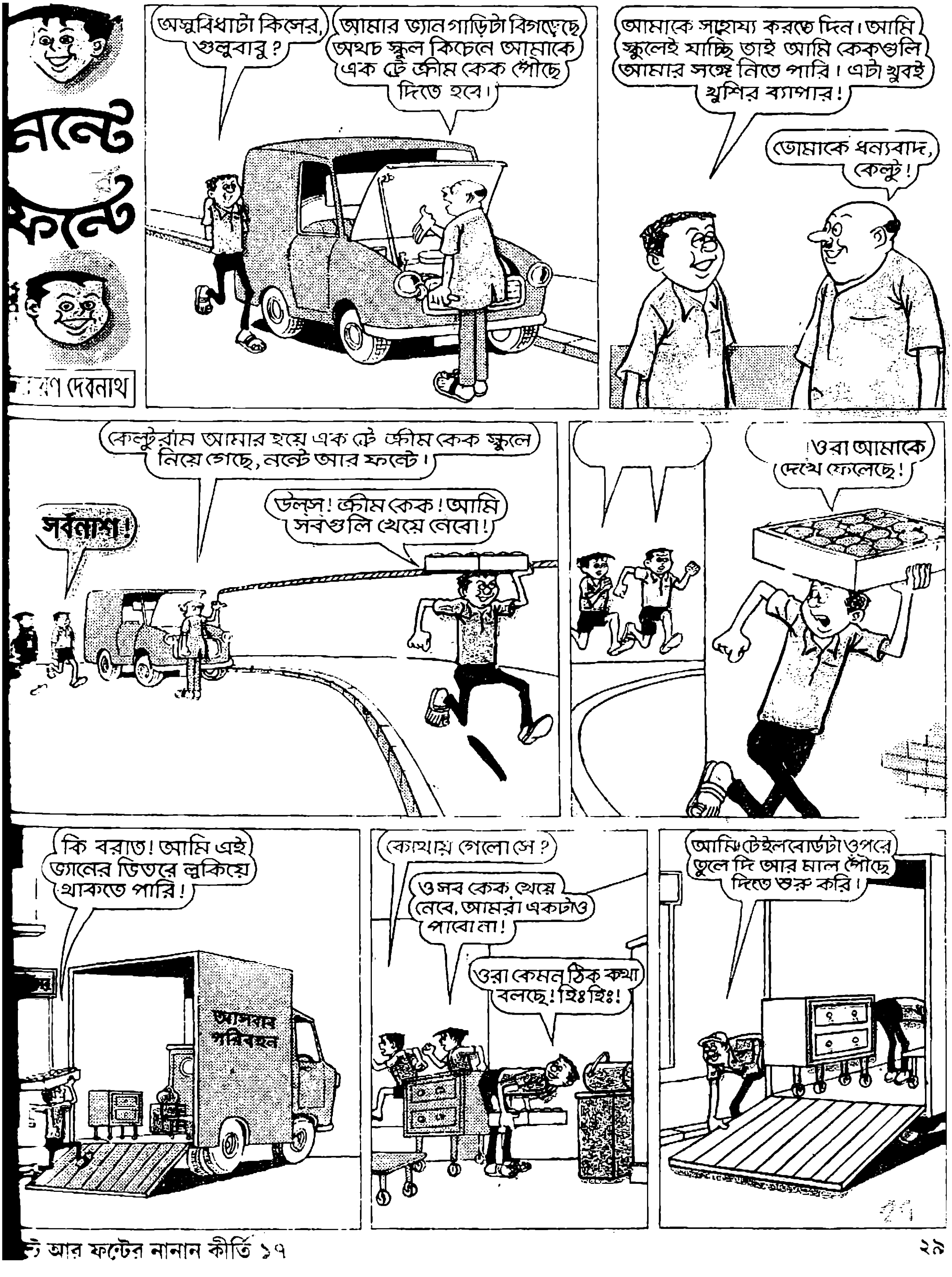
নন্টে ফন্টে
দেবনাথ
অসুবিধাটা কিসের, গুলুবাবু?
আমার ভ্যানগাড়িটা বিগড়েছে অথচ স্কুল কিচেনে আমাকে এক ট্রে ক্রীম কেক পৌঁছে দিতে হবে।
আমাকে সাহায্য করতে দিন। আমি স্কুলেই যাচ্ছি তাই আমি কেকগুলি আমার সঙ্গে নিতে পারি। এটা খুবই খুশির ব্যাপার!
তোমাকে ধন্যবাদ, কেল্টু!
কেল্টুরাম আমার হয়ে এক ট্রে ক্রীম কেক স্কুলে নিয়ে গেছে, নন্টে আর ফন্টে।
সর্বনাশ!
উল্লস! ক্রীম কেক! আমি সবগুলি খেয়ে নেবো!
ওরা আমাকে দেখে ফেলেছে!
কি বরাত! আমি এই ভ্যানের ভিতরে লুকিয়ে থাকতে পারি!
কোথায় গেলো সে?
ওসব কেক খেয়ে নেবে, আমরা একটাও পাবো না!
ওরা কেমন ঠিক কথা বলছে! হিঃ হিঃ!
আমি টেইলবোর্ডটা ওপরে তুলে দি আর মাল পৌঁছে দিতে শুরু করি।

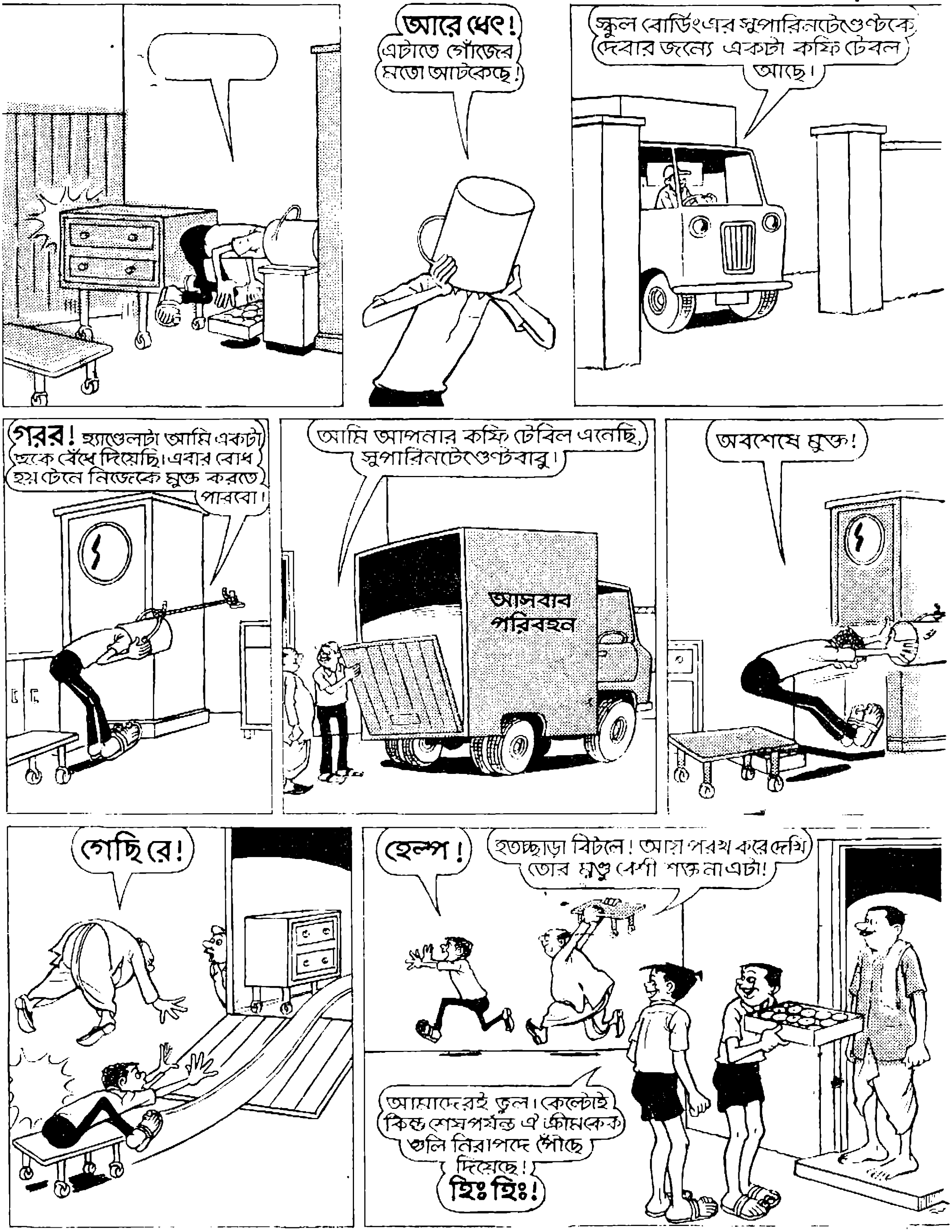
আরে ধেৎ! এটাতে গোঁজের মতো আটকেছে!
স্কুল বোর্ডিংএর সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে দেবার জন্যে একটা কফি টেবল আছে।
গরর! হ্যাণ্ডেলটা আমি একটা হুকে বেঁধে দিয়েছি। এবার বোধ হয় টেনে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো!
আমি আপনার কফি টেবিল এনেছি, সুপারিনটেণ্ডেণ্টবাবু।
আসবাব পরিবহন
অবশেষে মুক্ত!
গেছি রে!
হেল্প!
হতচ্ছাড়া বিটলে! আয় পরখ করে দেখি তোর মুণ্ডু বেশী শক্ত না এটা!
আমাদেরই ভুল। কেল্টোই কিন্তু শেষপর্যন্ত এ ক্রীমকেক গুলি নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে!
হিঃ হিঃ!

নন্টে ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমরা এই ক্রীম কেক দিয়ে নতুন বছরের আনন্দ দারুণ ভাবে উপভোগ করবো, ফন্টে!
অবশ্যই কেল্টোর চোখ এড়িয়ে, ফন্টে!
সবগুলি ঝুড়িতে তুলে দিয়েছি, এবারে টানতে শুরু কর, ফন্টে!
হিঃ হিঃ! স্কুল বোর্ডিংএ খাবার ঢোকাতে আর কোন ঝামেলা নেই!
ক্যাঁচর! ক্যাঁচর!
ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দটা কিসে হচ্ছে? আরিব্বাস! ঝুড়ি বোঝাই খাবার!
আরে, একটা বড়া ঝোড়া! জরুর নন্টুয়া আউর ফন্টুয়া বোর্ডিংকা ভিতর খানা স্মাগলিং কোরছে!
একটা মছলি পাকাড়নেকা জাল আওর একটা হুক ব্যস, যেতো মাল আছে সব খালাস করিয়ে লিবো!
ক্রীম কেক বোঝাই বেগ!
একটা ক্রীম কেক বেগ সে বাহার ছিলো!
ব্যাটা ঠাকুরও দেখছি এবারে আসরে নেমে একটা বাদে সব কেক হাতিয়ে নিয়েছে!

নিঃশব্দে এটা করতে হবে তাহলেই গোটা ঝুড়িটা কব্জা করতে পারবো! হিঃ হিঃ! কি দারুণ খ্যাঁটটাই না হবে!
তোকে বমাল ধরেছি! বাকি সব খাবার কোথায়?
কেল্টুদা!
ইয়ে... আমার কাছে কিছু নেই — দেখো?
অবশ্যই না! ওসব ওখানে ঝুড়ির মধ্যে এখনো ঝুলছে!
আগ্হস!
আঁই-ই-ই!
ভগোয়ান কি কিরপাসে হামার আঁখোমে যো কেক গিরা থা উ সব সাফ হোয়ে গেলো!
চল, নন্টে— আমরা এবার নতুন বছরের আনন্দ উপভোগ করি! কেল্টো আর ঠাকুরটা মনে হয় আমাদের ক্রীম কেকের ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
উলস! নন্টে আর ফন্টে নির্ঘাত সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছে। ওটা ওদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
ধরেছি! লুকিয়ে খাবার নিয়ে যাচ্ছিস? আমি ওটা বাজেয়াপ্ত করে নিলুম!
সন্দেশ
আঃ! দুপুরের খাওয়াটা আজ যা জমবে ভাবতেই জিভে জল এসে যাচ্ছে!
সন্দেশ
কিছুক্ষণ পরে
বোর্ডিংএর কিচেন থেকে কেউ আপনার পার্টির জন্যে তৈরি মাটন চপ থেকে সাতটা সরিয়েছে।
এ নির্ঘাত নন্টে আর ফন্টের কাজ।
তোরাই আমার পার্টির জন্যে করা চপ থেকে গপ গপ করে সাতটা সাঁটিয়েছিস। তার শাস্তি হিসেবে তোদের এই চৌহদ্দির পাঁচ মাইল দৌড়োতে হবে।
উফস! এতো প্রায় খুন করারই সামিল!
মনে রাখবি, ফাঁকি দিলে ডবল দৌড়।

ওঃ! দৌড়োতে দৌড়োতে ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে রে, নন্টে! সামনে একটা বাড়ি রয়েছে। দেখা যাক ওখানে কিছু পাওয়া যায় কি না।
উলস! হাতের নাগালে একটা বিগ সাইজের কেক রয়েছে মাইরি!
মরেচে! পালা, ফন্টে! বাড়ির পাহারাদার কুকুর আমাদের দেখে ফেলেছে!
ঘেউ! ঘেউ!
উস্‌প! এতো বেগে কোনদিন দৌড়োইনি নন্টে!
অলিম্পিকে হলে সোনা জিততাম মাইরি!
হতচ্ছাড়া কুকুরটাকে ফাঁকি দিতে আয় আমরা এই ঝোপের ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ি।
ইয়াহু! এতো দেখছি কেল্টু রে! আর ওগুলো নির্ঘাত কিচেন থেকে হাতানো সেই মাটন চপ, আর ওটা আমাদের সেই সন্দেশের বাক্সটা।
তোমাকে হাতে নাতে ধরেছি, কেল্টুদা! তোমার কৃতকর্মের জন্যে আমরা শাস্তি ভোগ করছি, আর তুমি এখানে দিব্যি কিচেন থেকে হাতানো চপ ওড়াচ্ছো! স্যারকে এখানে ডেকে আনবো নাকি?
অতো ঝামেলার দরকার কি! আয় সমান সমান ভাগ হয়ে যাক!
হেঃ হেঃ!
বলছো তাহলে? ঠিক আছে তবে তাই হোক। কি বলিস, ফন্টে!
আমিও তাই বলি, নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাহ্! টিফিনে আমরা কিছুই খেতে পারবো না—কেল্টুদা আমাদের খাবার কাবার করার জন্যে নিয়ে গেছে!
হ্যাঁ! ও পুরো ক্লাশেরটা সাফ করেছে!
কেল্টো ক্লাশের সবার টিফিনের খাবার নিয়ে নিয়েছে রে, নন্টে।
তার মানে আমাদের খাবারও গেছে।! তুই শিগগির ওকে দ্যাখ, আমি এদিকে আছি।
এখুনি কেল্টোর ঘরে হানা দিলে মনে হয় লুকোনো সব মাল উদ্ধার করা যাবে!
উলস! এই ড্রয়ারটা খাবারে বোঝাই হয়ে গেছে! এটা এবার ঠিক জায়গায় নিয়ে যাই।
আমি এখানে খোঁজ করি—ওপ্‌স!
আফস! আমার মাথা গোঁজের মতো আটকেছে!
হাঃ হাঃ! আমি এবার এই মালসমেত ড্রয়ারটা নিয়ে যাই!
বের করতে পেরেছি... ইরক্!

এবার আমরা সকলে যে যার খাবার টিফিনে খেতে পারবো!
ওফ্!
হিঃ হিঃ! তাড়াতাড়ি করতে পারলে আমি ঐ খাবার আবার কব্জা করতে পারি।
স্কুলের বাগান
গোল্ডফিসদের খাওয়াবার সময় হয়েছে!
গেলুম!
গর্‌র্‌! ছেড়ে দে!
পেয়েছি!
বাঁচাও!
মর্কট! আমার বদনে বিগড়োবার চেষ্টা! তোর থোবড়া এবার আমি বিগ দেবো হতচ্ছাড়া!
খাবার তুলে নে সবাই! ড্রয়ারটা কেলেঙ্কার মা ভাঙার আগে স্যার থামবে না!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ভাগ্যিস স্যার এবার আমাদের সিমলায় বেড়াতে নিয়ে এলেন! তাই এই বরফ পড়ার সৌন্দর্য্য দেখতে পেলাম।
আর হোটেলের মালিক স্যারের বন্ধু হওয়াতেই তো এই সুযোগটা হলো।
ওদিকে
উফ্‌! এই একগাদা পুডিং, ক্রীম কেক সব হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে!
বেকারী
বেচারা! আমি ওর বোঝা একটু হাল্কা করে দিই!
হিঃ হিঃ! হোটেলে সবার সঙ্গে খাওয়ার আগে এটা বিশেষ ভোজ!
ইরক্‌!
আহ্‌! ব্যাটা গড়াচ্ছে আর গায়ে বরফ জড়াচ্ছে।
ওরে বাবা! ঐ আর একটা তুষারের বল আসছে!
একটা পুডিং রে, মাইরি!

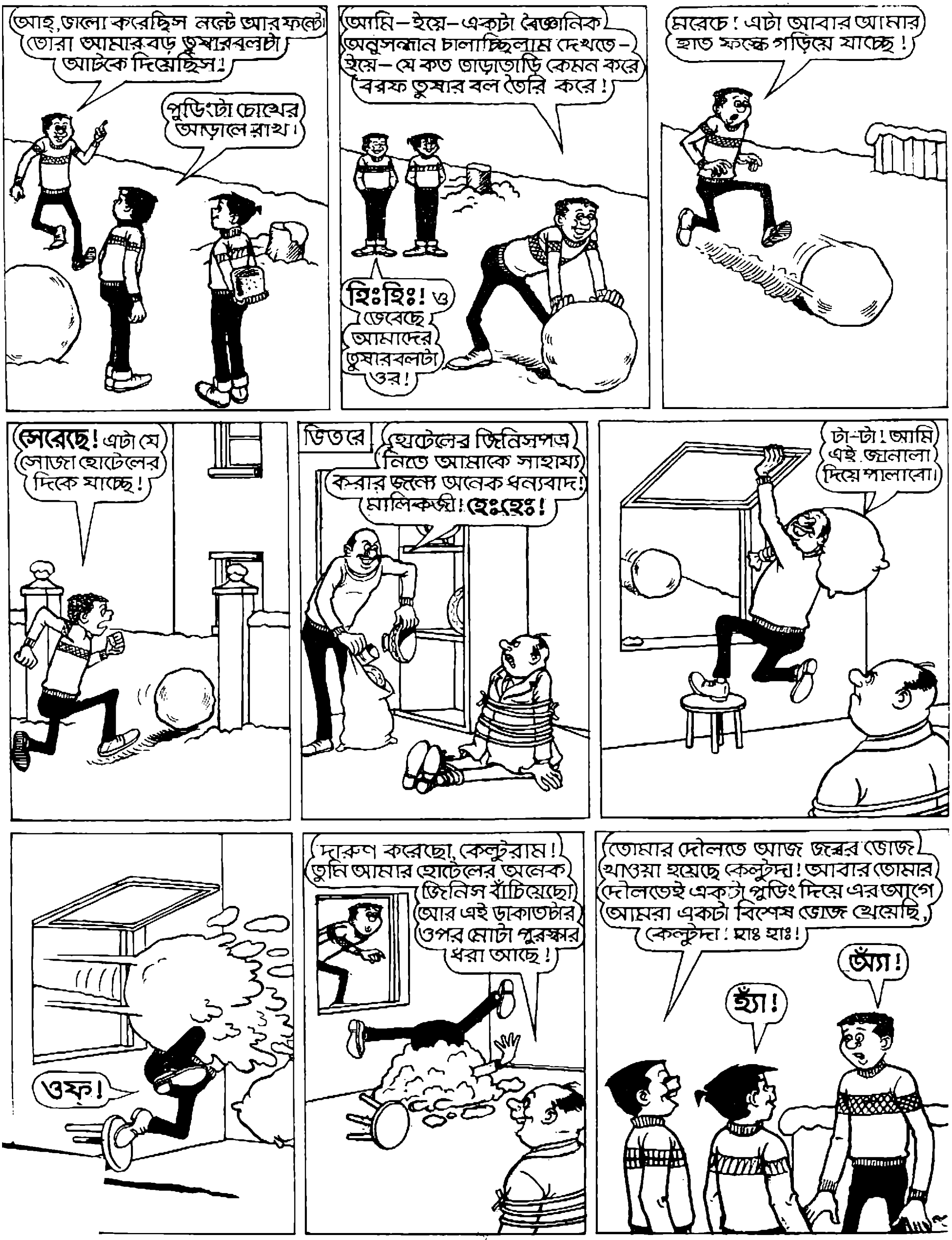
আহ্, ভালো করেছিস নন্টে আর ফন্টে! তোরা আমার বড় তুষারবলটা আটকে দিয়েছিস!
পুডিংটা চোখের আড়ালে রাখ।
আমি—ইয়ে—একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম দেখতে—ইয়ে—যে কত তাড়াতাড়ি কেমন করে বরফ তুষার বল তৈরি করে!
হিঃহিঃ! ও ভেবেছে আমাদের তুষারবলটা ওর!
মরেছে! এটা আবার আমার হাত ফস্কে গড়িয়ে যাচ্ছে!
সেরেছে! এটা যে সোজা হোটেলের দিকে যাচ্ছে!
ভিতরে
হোটেলের জিনিসপত্র নিতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ! মালিকজী! হেঃহেঃ!
টা-টা! আমি এই জানালা দিয়ে পালাবো।
ওফ্!
দারুণ করেছো, কেল্টুরাম! তুমি আমার হোটেলের অনেক জিনিস বাঁচিয়েছো আর এই ডাকাতটার ওপর মোটা পুরস্কার ধরা আছে!
তোমার দৌলতে আজ জব্বর ভোজ খাওয়া হয়েছে কেল্টুদা! আবার তোমার দৌলতেই একটা পুডিং দিয়ে এর আগে আমরা একটা বিশেষ ভোজ খেয়েছি, কেল্টুদা! হাঃ হাঃ!
হ্যাঁ!
অ্যাঁ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আঃহা! ঐ যে নন্টেটা দেখছি মাল নিয়ে একাই আসছে!
হাঃ হাঃ! ফান্টুয়া তুমাকে বুদ্ধু বানিয়ে দিলো, কাল্টুবাবু!
নান্টুয়া আউর ফান্টুয়া তুমসে জ্যাদা চালাক লেড়কা, কাল্টুবাবু! তুমার এখুন হেল্প দোরকার।
এক আদমী সে দো আদমীকা মাথার কাম বহোত ভালো। হমলোগ এক সাথ মিলে উদ্দের বুদ্ধু বানিয়ে উদ্দের খাবার লিয়ে লিবো।
বেশ, সেটাই চেষ্টা করে দেখি।
থাম, নন্টে! কেল্টোর সঙ্গে রান্নার ঠাকুরটা আমাদের মাল হাতাবার জন্যে জোট বেঁধে ফন্দির জাল পেতে স্কুলের গেটের পিছনে লুকিয়ে আছে।
ফেলে দেওয়া এই বাতিল টিনের বাথ টবটা আমাকে একটা বুদ্ধি জুগিয়েছে।
ইবার নান্টুয়া আউর ফান্টুয়া ফির কুছু মাল লিয়ে আসছে। এখুন তুম আউর হাম দোনো মিলকর উদ্দের পাকড়াবো।
ধরো ওদের!

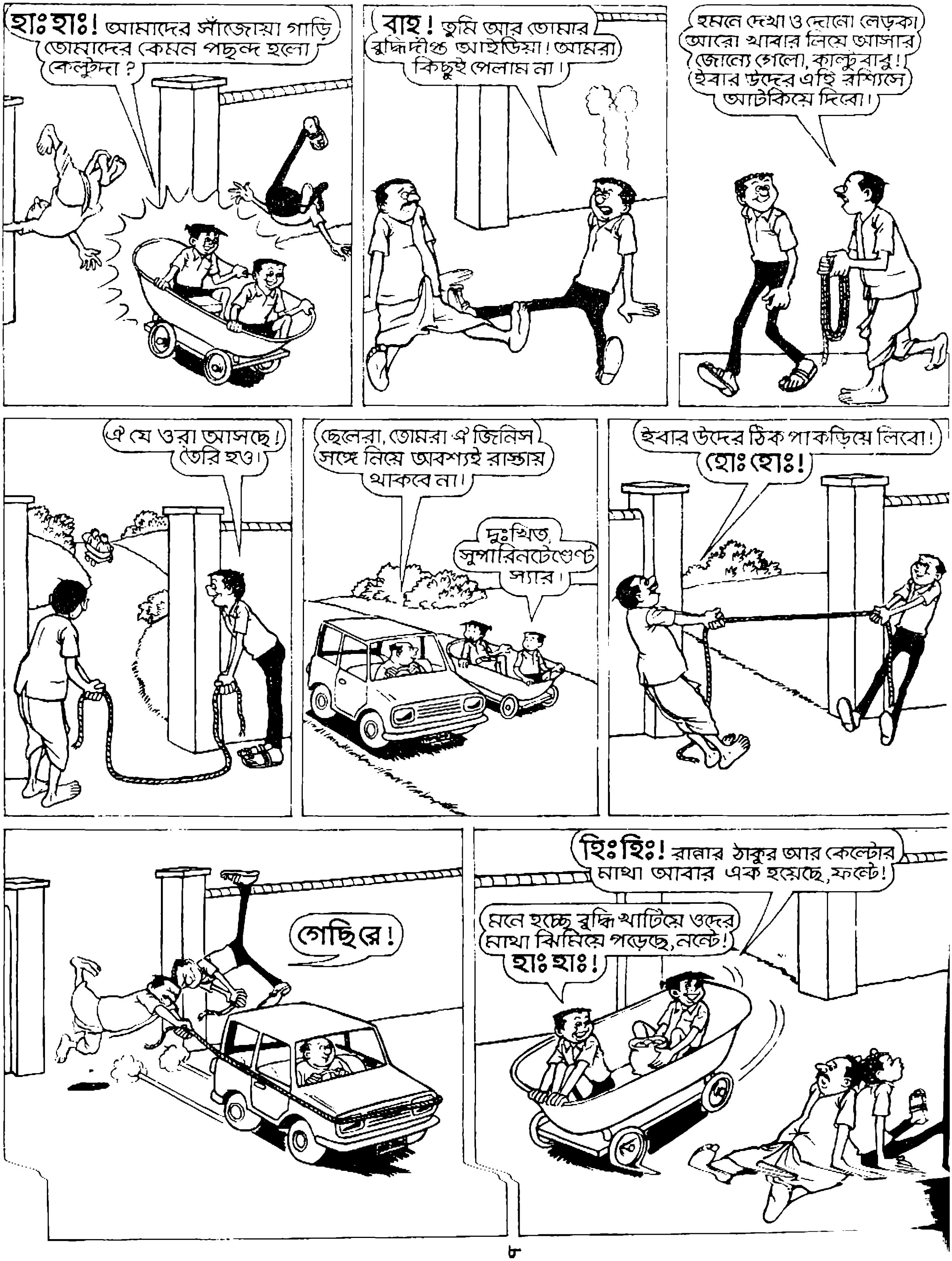
হাঃ হাঃ! আমাদের সাঁজোয়া গাড়ি তোমাদের কেমন পছন্দ হলো কেল্টুদা?
বাহ! তুমি আর তোমার বুদ্ধিদীপ্ত আইডিয়া! আমরা কিছুই পেলাম না।
হমনে দেখা ও দোনো লেড়কা আরো খাবার লিয়ে আসার জেন্যে গেলো, কাল্টু বাবু! ইবার উদ্দের এহি রশ্যিসে আটকিয়ে দিবো।
ঐ যে ওরা আসছে! তৈরি হও।
ছেলেরা, তোমরা ঐ জিনিস সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই রাস্তায় থাকবে না।
দুঃখিত, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার।
ইবার উদ্দের ঠিক পাকড়িয়ে লিবো! হোঃ হোঃ!
গেছি রে!
হিঃ হিঃ! রান্নার ঠাকুর আর কেল্টোর মাথা আবার এক হয়েছে, ফন্টে!
মনে হচ্ছে বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের মাথা ঝিমিয়ে পড়েছে, নন্টে! হাঃ হাঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চমৎকার! কেল্টো ওর ঘরে রয়েছে। খাবার নিয়ে এইতালে বোর্ডিংএ ঢুকে পড়া নিরাপদ হবে!
এমন কি ও যদিও ওর জানলা থেকে আমাদের দেখতেও পায়, তাহলেও আমরা মাল লুকিয়ে ফেলার আগে ও নামতে পারবে না। হিঃ হিঃ!
আঃহা! এযে ওরা আবার সুস্বাদু খাবার নিয়ে আসছে!
এই রেলিং দিয়ে আমি হড়কে নেমে মুহূর্তে বোর্ডিং স্কুলের দরজার সামনে পৌঁছে যাবো।
শিগগির চল! আমাদের গোপন জায়গায় এগুলি লুকিয়ে ফেলি।
স্কুলে বাইরের খাবার নিষিদ্ধ! আমার হাতে দিয়ে দে!
মরেচে!
বাহ! ওর ঘর থেকে ও এতো তাড়াতাড়ি নামলো কি করে বলতো, ফন্টে?
নিশ্চিত ও এখান দিয়ে হড়কে নেমেছে!

এবার ওকে মজা দেখাচ্ছি! নন্টে শিগগিরই আবার খাবার নিয়ে আসছে। এইতালে আমি সিঁড়ির রেলিংএর সঙ্গে আমার বানানো এই ছোট কাড়ত্তিটুকু ফিট করে দিই।
এইয়ে, এবারে নন্টে একাই মাল আনছে। ভেবেছে আমি আর নজর রাখবো না, হিঃ হিঃ!
আমি আশা করছি আরো কিছু উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আজ আমার ভাণ্ডারে জমা হবে!
ওইই!
ইরক্! থামাতে পারছি না!
আমাদের বোর্ডিং স্কুলের এই মাছের পুকুরের জন্যে আমরা গর্ব বোধ করি পরিদর্শক মহাশয়। ঝুঁকে সামনে থেকে চমৎকার সোনালী মাছটা দেখুন।
হ্যাঁ, অতীব সুন্দর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, মহাশয়।
আঁরফস্!
খেতে শুরু কর, নন্টে! কেল্টো এখন খুব তাড়াতাড়ি ঐ গাছ থেকে নামতে পারবে না।
হিঃ হিঃ!
গরর! নীচে নেমে আয় হতচ্ছাড়া চিমড়ে মর্কট!

হিঃ হিঃ! দড়িটা আমি কলের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি। চল এবারে খাবারের বাক্সটা নিয়ে আসি!
বাহ্! আমি চোঙ্কটা কিছুতেই টেনে তুলতে পারছি না! যদি ওপরে উঠতে পারি তাহলে ভিতরে নেমে ওদিকের বাঁধনটা খুলে দেবো।
হরক্!
কলঘর থেকে এতো জল আসছে কেন?
কলঘর
গ্লাবল্!
কলঘর
গরর! এসবের জন্যে তাহলে তুইই দায়ী।
মরেছে! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
এখানে উঠে আয়, কেল্টু, এসে জলদি ঘরটা সাফ সুতরো করে দে।
কল ফিট করে দিয়েছি। এবার যত তাড়াতাড়ি জল সাফ করতে পারবো তত তাড়াতাড়ি খাবারে দাঁত বসাতে পারবো।
ওহ না! ওরা সবই খেয়ে ফেলেছে!
তুমি ওপরে সাফ করতে ব্যস্ত ছিলে তাই আমরা তোমার হয়ে এদিকটা সাফ করেছি! হিঃ হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
শোনো, ছেলেরা! কর্মশিক্ষায় আমি যে তোমাদের মাটি দিয়ে নানা মূর্তি তৈরি শিখিয়েছি তাই এবার আমার ইচ্ছে তোমরা সবাই তোমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করো—
— আর যার তৈরি মূর্তি ভালো হবে তার করা সেই মূর্তিটিকে বোর্ডিংএ স্থাপন করা হবে আর তাকে বিশেষভা পুরস্কৃত করা হবে।
এবার আমি সুপারিনটেণ্ডেণ্টএর কাছে গিয়ে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে আসি।
আরে, ভানুটবাবু যে! আজ কর্মশিক্ষার ক্লাস নেই?
না। তবে আমি এসেছিলাম একটা ব্যাপারে আপনার অনুমতি আর সহযোগীতার জন্য।
আমার অনুমতি আর সহযোগীতা! কি ব্যাপারে?
ঠিক করেছি আপনার মূর্তি তৈরি করা হবে।
আমার মূর্তি তৈরি করতে আবার আমার অনুমতি নিতে হবে। হেঃ হেঃ! কি যে বলেন আপনি! কোন মানে হয়— হেঃ হেঃ!

আর এটা ছেলেদের কাজের একটা পরীক্ষাও হয়ে যাবে। যার কাজ কাজ ভালো হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর সেই প্রতিমূর্তিকে বোর্ডিংএ স্থাপন করা হবে।
সত্যি, আপনি এতো লজ্জায় ফেললেন— আপনি বড়ো হয়ে।
স্যারের অনুমতি পেয়ে গেছো, এবার সবাইকে জানিয়ে দাও আর শুরু করে দাও।
ঠিক আছে স্যার! জানিয়ে দিচ্ছি।
আর এই ফটো সবাইকে দাও মূর্তি তৈরির জন্যে।
কি রে! তোরা দেখছি অলরেডি শুরু করে দিয়েছিস নন্টে আর ফন্টে।
স্যারের কথা শুনেই শুরু করেছি।
শুরু করো, কিন্তু যতোই পাঁয়তাড়া কষিস না কেন দেখবি পুরস্কৃত এবং স্থাপিত হবে এই শর্মার তৈরি প্রতিমূর্তিটাই। হেঃ হেঃ!
তুই ধরবি আমি করবো আবার আমি ধরবো তুই করবি।
কেল্টুদা কি করে কি করবে কে জানে!
আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি, কি বলিস, নন্টে?
হ্যাঁ, এবার বাকি কাজটা আমি করে ফেলবো।

এখন এভাবে থাক। চল দেখি ভান্টু স্যার আছে কি না। থাকলে দেখিয়ে নিয়ে শেষ করা যাবে।
তাই চল। সেটাই ভালো হবে।
দূর দূর আমাকে দিয়ে এসব হবে না! স্যারকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না!
কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। না হলে ওদের কাছে প্রেস্টিজ একেবারে লিক হয়ে যাবে!
ইল্লুক! পেয়ে গেছি! একটু ঝুকি নিতে হবে.কিন্তু কি করা যাবে! তবে ঠিক মতো করতে পারলে সবই আমার কব্জায় এসে যাবে। হেঃ হেঃ!
কিন্তু তার আগে শুধু নন্টে আর ফন্টেরটা কায়দা করে পণ্ড করে দিতে পারলেই আমার কাজ হাসিল হয়ে যাবে।
স্যারকে খবরটা আগাম জানিয়ে যাবো।
আরিব্বাস! ওরা তো স্যারকে প্রায় এনে ফেলেছে দেখছি! যাক, ওরা ঘরে নেই তাতে আমার সুবিধেই হয়ে গেলো। ভাগ্য দেখছি আমার সহায়তা করছে।
ভান্টু স্যারের সঙ্গে দেখা হলো না।
চল, আমরাই শেষ করে ফেলি।

ইরক!
এই নৃশংস কাণ্ড কে করলো বল তো!
আচ্ছা! কেল্টু তাহলে ঠিকই বলেছে! আমার মাথায় টুপি পরিয়ে রসিক অ্যাঁ! পাজি! এই কাজ থেকে তোদের বাতিল করা হলো!
তাহলে জানা গেলো এটা কেল্টোর কাজ!
কিন্তু আমরা ওকে জানতে দেবো না যে, ব্যাপারটা আমরা জানি।
হেঃ হেঃ! নন্টে আর ফন্টেটাকে কায়দা করে হটিয়েছি! এবার আমার ভাস্কর্য শুরু হবে।
ঘুমের বড়ি
সেদিন রাত্রে
কেল্টোর নির্ঘাত কোনো প্ল্যান আছে, নন্টে!
আমারও তাই মনে হয়। ওর ওপর একটু নজর রাখা উচিত।
বাঃ! দরজা খোলাই রয়েছে, দেখছি।
কিচেন
দাঁড়া, নন্টে! সামনে কেল্টো। কিচেনের দিকে যাচ্ছে! কি ব্যাপার বলতো! খাবার হাতাবার মতলব না কি! দেখতে হবে তো।

ঠাকুর কিচেনে নেই। নিশ্চয়ই স্যারকে খেতে ডাকতে গেছে! আমার লাক দেখছি আজ ছপ্পড় ফাঁক করে আমাকে সাহায্য ঢেলে দিচ্ছে। সুবিধে হবে বলে বড়ি গুলে নিয়েছি।
গাঢ় ঘুমের উপযোগী ডোজ দিলুম।
স্যারের খাবার জলে ও ঘুমের ওষুধ মেশালো মূর্তি তৈরি না করে এসব করার কি মতলব বলতো!
সেটাই তো আমাদের দেখতে হবে।
চল, দেখি কেল্টো এবারে কি করবে।
কিছু পরে
ঘ্লগ ঘ্লগ
ঘরে এসে
ওঃ! আজ দেখছি বেজায় ঘুম পাচ্ছে! শুয়ে পড়া যাক।
ওদিকে কেল্টু
এবার আগে এই চট জলদি জমে যাওয়া সিমেন্ট দিয়ে কাজ। হেঃ হেঃ!
তাড়াতাড়ি জমা সিমেন্ট
স্যার এতোক্ষণে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। কিছু টেরই পাবে না!

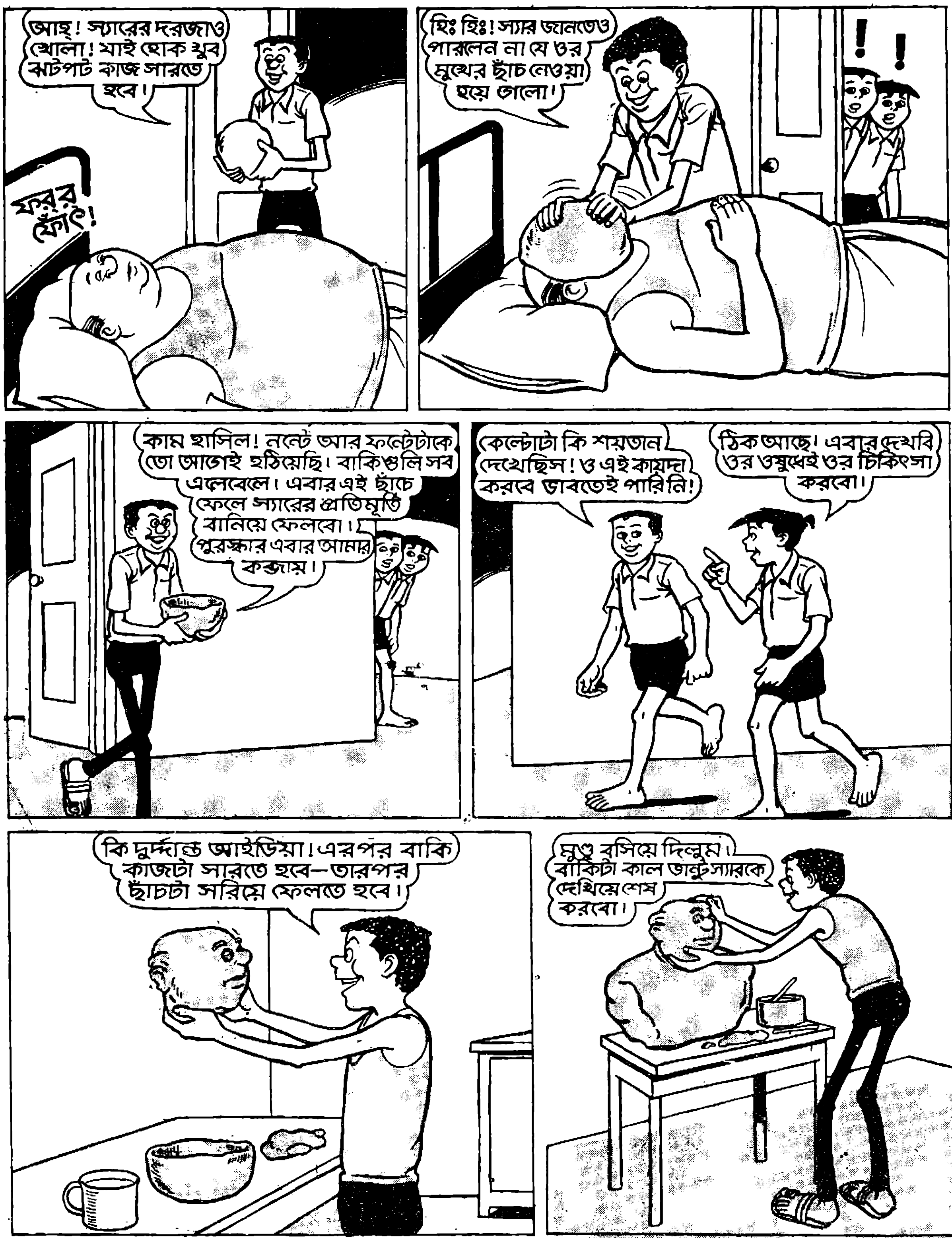
আহ্! স্যারের দরজাও খোলা! যাই হোক খুব ঝটপট কাজ সারতে হবে।
ফরর ফোঁৎ!
হিঃ হিঃ! স্যার জানতেও পারলেন না যে ওর মুখের ছাঁচ নেওয়া হয়ে গেলো।
! !
কাম হাসিল! নন্টে আর ফন্টেটাকে তো আগেই হটিয়েছি। বাকিগুলি সব এলেবেলে। এবার এই ছাঁচে ফেলে স্যারের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলবো। পুরস্কার এবার আমার কব্জায়।
কেল্টোটা কি শয়তান দেখেছিস! ও এই কায়দা করবে ভাবতেই পারিনি!
ঠিক আছে। এবার দেখবি ওর ওষুধেই ওর চিকিৎসা করবো।
কি দুর্দ্দান্ত আইডিয়া। এরপর বাকি কাজটা সারতে হবে—তারপর ছাঁচটা সরিয়ে ফেলতে হবে।
মুণ্ডু বসিয়ে দিলুম। বাকিটা কাল ভাল্টুস্যারকে দেখিয়ে শেষ করবো।

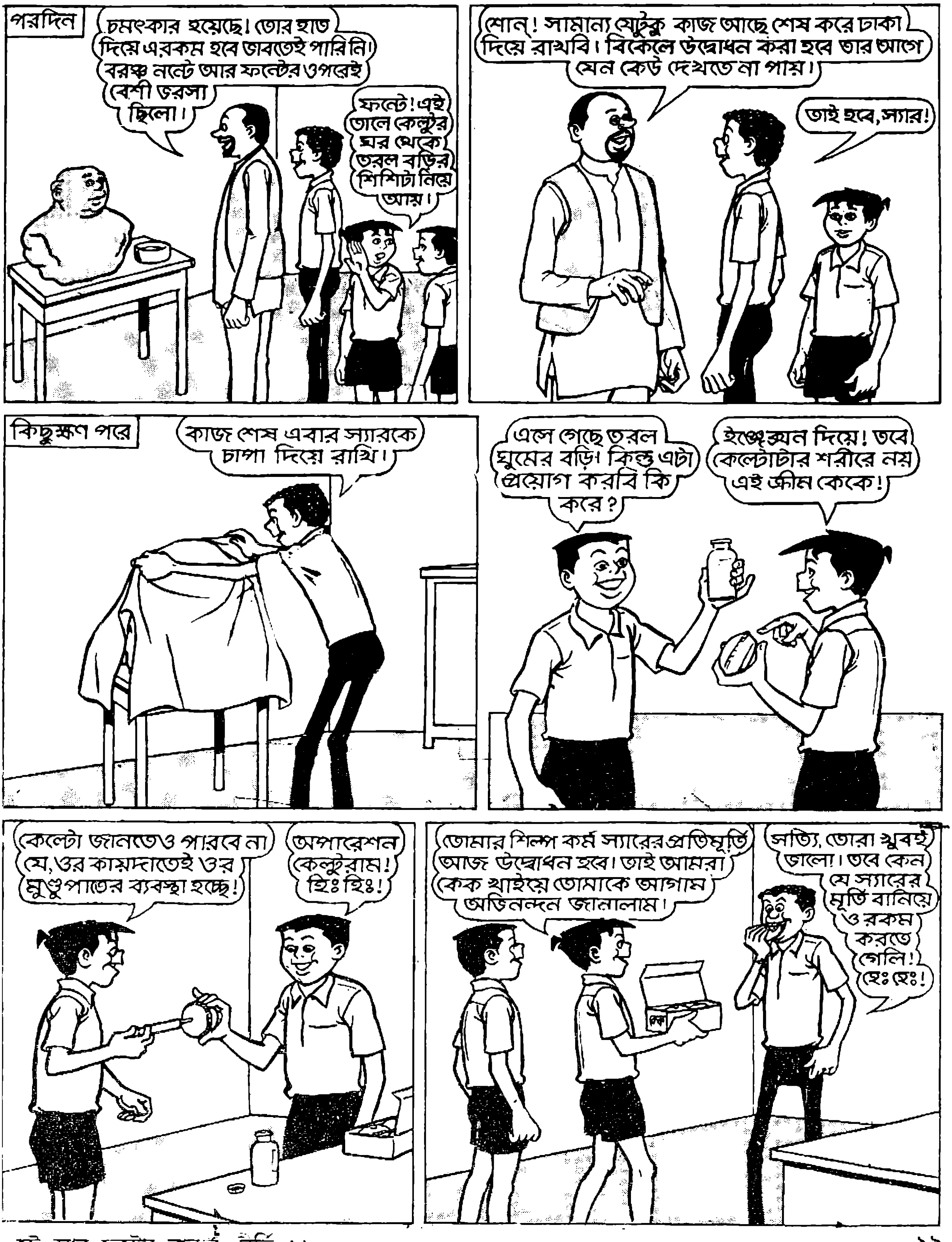
পরদিন
চমৎকার হয়েছে। তোর হাত দিয়ে এরকম হবে ভাবতেই পারি নি! বরঞ্চ নন্টে আর ফন্টের ওপরেই বেশী ভরসা ছিলো।
ফন্টে! এই তালে কেল্টুর ঘর থেকে তরল বড়ির শিশিটা নিয়ে আয়।
শোন্! সামান্য যেটুকু কাজ আছে শেষ করে ঢাকা দিয়ে রাখবি। বিকেলে উদ্বোধন করা হবে তার আগে যেন কেউ দেখতে না পায়।
তাই হবে, স্যার!
কিছুক্ষণ পরে
কাজ শেষ এবার স্যারকে চাপা দিয়ে রাখি।
এসে গেছে তরল ঘুমের বড়ি! কিন্তু এটা প্রয়োগ করবি কি করে?
ইঞ্জেকশন দিয়ে! তবে কেল্টোটার শরীরে নয় এই ক্রীম কেকে!
কেল্টো জানতেও পারবে না যে, ওর কায়দাতেই ওর মুণ্ডুপাতের ব্যবস্থা হচ্ছে!
অপারেশন কেল্টুরাম! হিঃ হিঃ!
তোমার শিল্প কর্ম স্যারের প্রতিমূর্তি আজ উদ্বোধন হবে। তাই আমরা কেক খাইয়ে তোমাকে আগাম অভিনন্দন জানালাম।
সত্যি, তোরা খুবই ভালো। তবে কেন যে স্যারের মূর্তি বানিয়ে ও রকম করতে গেলি! হেঃ হেঃ!

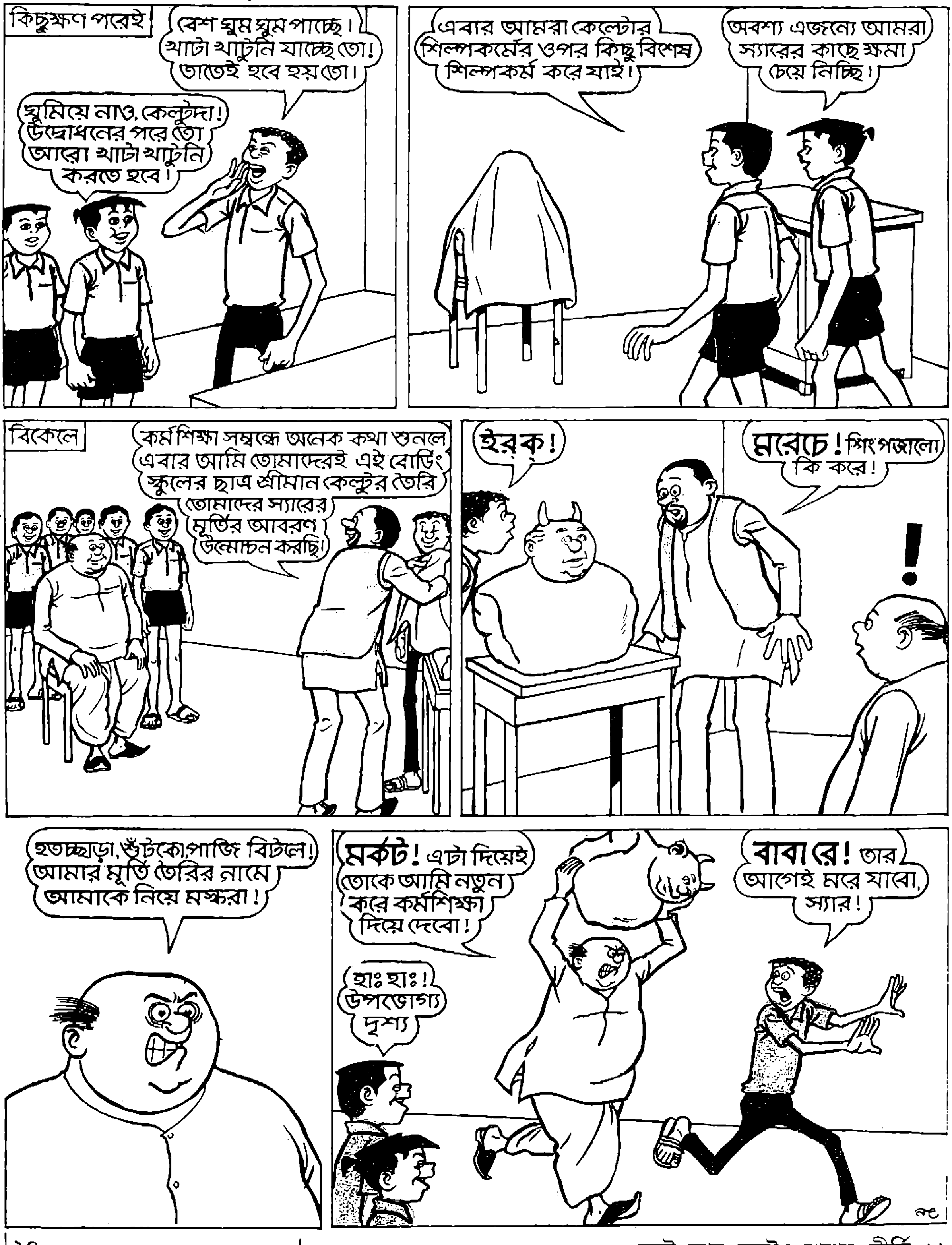
কিছুক্ষণ পরেই
বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে। খাটা খাটুনি যাচ্ছে তো! তাতেই হবে হয়তো।
ঘুমিয়ে নাও, কেল্টুদা! উদ্বোধনের পরে তো আরো খাটা খাটুনি করতে হবে।
এবার আমরা কেল্টোর শিল্পকর্মের ওপর কিছু বিশেষ শিল্পকর্ম করে যাই।
অবশ্য এজন্যে আমরা স্যারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
বিকেলে
কর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলে এবার আমি তোমাদেরই এই বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র শ্রীমান কেল্টুর তৈরি তোমাদের স্যারের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করছি।
ইরক!
মরেচে! শিং গজালো কি করে!
!
হতচ্ছাড়া, শুঁটকো, পাজি বিটলে! আমার মূর্তি তৈরির নামে আমাকে নিয়ে মস্করা!
মর্কট! এটা দিয়েই তোকে আমি নতুন করে কর্মশিক্ষা দিয়ে দেবো!
বাবা রে! তার আগেই মরে যাবো, স্যার!
হাঃ হাঃ! উপভোগ্য দৃশ্য

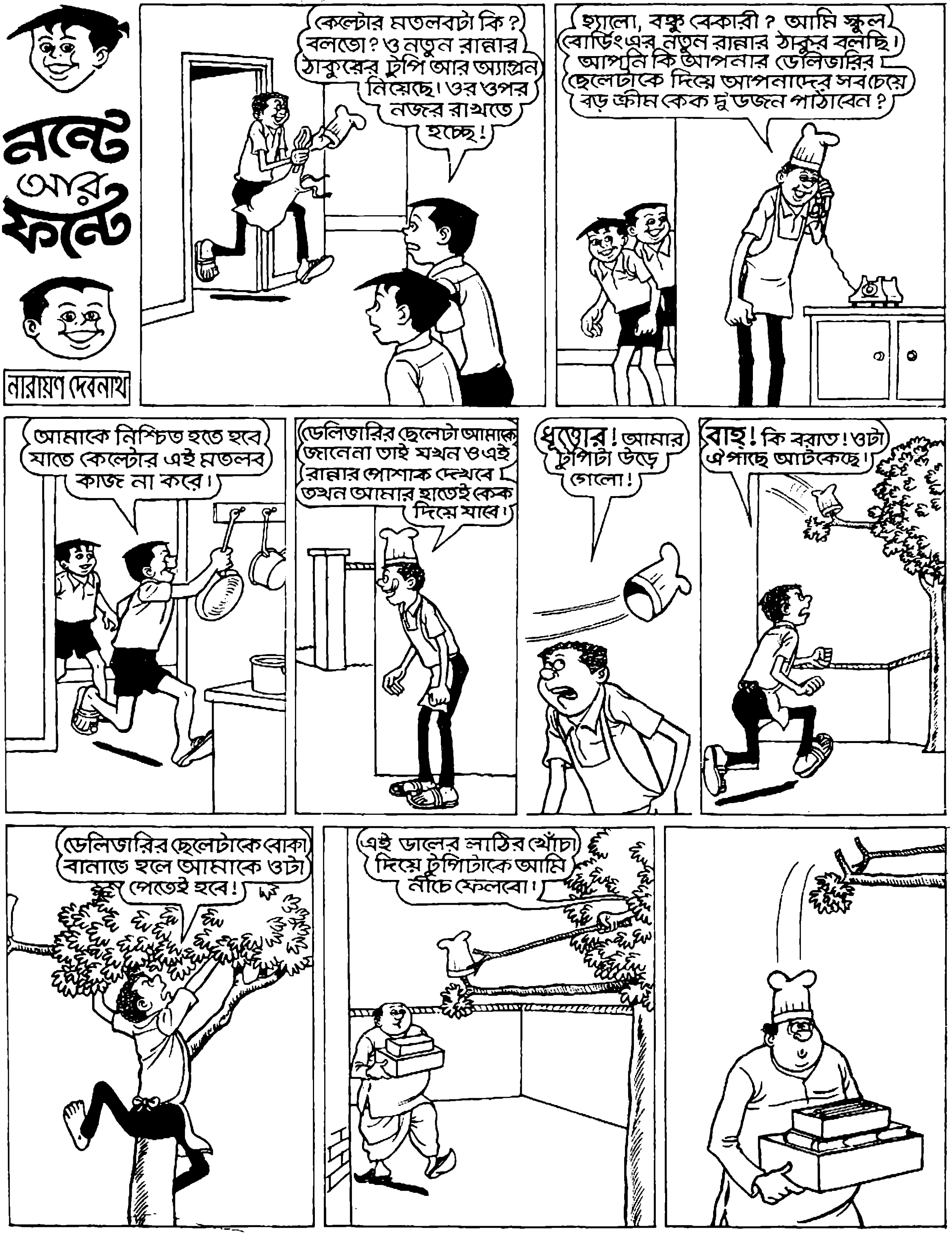
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টোর মতলবটা কি? বলতো? ও নতুন রান্নার ঠাকুরের টুপি আর অ্যাপ্রন নিয়েছে। ওর ওপর নজর রাখতে হচ্ছে!
হ্যালো, বঙ্কু বেকারী? আমি স্কুল বোর্ডিংএর নতুন রান্নার ঠাকুর বলছি। আপনি কি আপনার ডেলিভারির ছেলেটাকে দিয়ে আপনাদের সবচেয়ে বড় ক্রীম কেক দু'ডজন পাঠাবেন?
আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যাতে কেল্টোর এই মতলব কাজ না করে।
ডেলিভারির ছেলেটা আমাকে জানেনা তাই যখন ও এই রান্নার পোশাক দেখবে তখন আমার হাতেই কেক দিয়ে যাবে।
ধুত্তোর! আমার টুপিটা উড়ে গেলো!
বাহ্! কি বরাত! ওটা ঐ গাছে আটকেছে।
ডেলিভারির ছেলেটাকে বোকা বানাতে হলে আমাকে ওটা পেতেই হবে!
এই ডালের লাঠির খোঁচা দিয়ে টুপিটাকে আমি নীচে ফেলবো।

আমার মাথার ওপর কিছু পড়েছে কিন্তু যতক্ষণ না আমি এই বই আর পেন্সিল আমার ঘরে না রাখতে পারছি ততক্ষণ ওটা তুলতে পারছি না।
কেল্টো আসছে! আমি ওর কেকের ট্রে আর রাঁধুনী টুপি পরা ছায়া দেখতে পাচ্ছি।
হিঃ হিঃ। তুমি এটা নাও
আমি কেকগুলি নিই।
গেছি রে! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
গর্‌র্‌!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার টুপিটা ফেলে দিয়েছেন। যদি আমি তাড়াতাড়ি করতে পারি তাহলে আমি এখনো বেকারীর ছেলেটাকে ধরতে পারি।
আজ আবার আমার ডেলিভারি দেবার ছেলেটা ছুটি নিয়েছে তাই আমাকেই কেক ডেলিভারি দিতে আসতে হলো।
কেল্টু!
ফসচাৎ!
ঠিক আছে, কেল্টু, তুমি কেক পেয়েছো— এবার দামটা দিয়ে দাও।
ওরে বাবারে! এযে বেকারীর মালিক নিজে!
হিঃ হিঃ! খাওয়ার বদলে কেল্টু কেক মেখেছে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আজ ছেলেরা তাদের মুক্তাঞ্চল দৌড়ে বেরোবে, আর পাচক ঠাকুর ওদের পিকনিকের জন্যে একটা খাবারের ঝুড়ি ঠিক করছে। আমি গিয়ে ওটা হাতিয়ে নিয়ে মনের সুখে এক এক করে মুখে পুরবো। হিঃ হিঃ!
কিচেন
ঝুড়িটা বয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে খুবই ভারী, তাই আমি পাচক ঠাকুরকে পাঠাচ্ছি।
ও ঐ ঠ্যালাগাড়িতে চাপিয়ে ওটা পিকনিকের জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে।
ধ্যাৎ! এখন আবার ওকে হাত করতে হলে ভাগ দিতে হবে!
আমি আমার স্পোর্টসের পোশাক পরতে যাচ্ছি, ঠাকুর। ঠিক দশ মিনিট পরে আমি এখানে ফিরে আসছি।
মরেছে! কেল্টুদা আর ঠাকুর দুজনে মিলে আমাদের পিকনিকের খাবার খেয়ে নেবে।
জলদি, সব্বাই! আমরা দশ মিনিট সময় পেয়েছি!
খাবার দাবারগুলো এই বড় থলেটায় উল্টে ঢেলে দে! পাথরগুলো নিয়ে জলদি আয়, বাচ্চু!
আসছি!
উফ্! আমরা একেবারে ঠিক সময়ে বদল করেছি!
দৌড় শুরু
খাবার দাবারগুলি পিকনিকের জায়গা বরাবর নিয়ে এসো, পাচকঠাকুর!

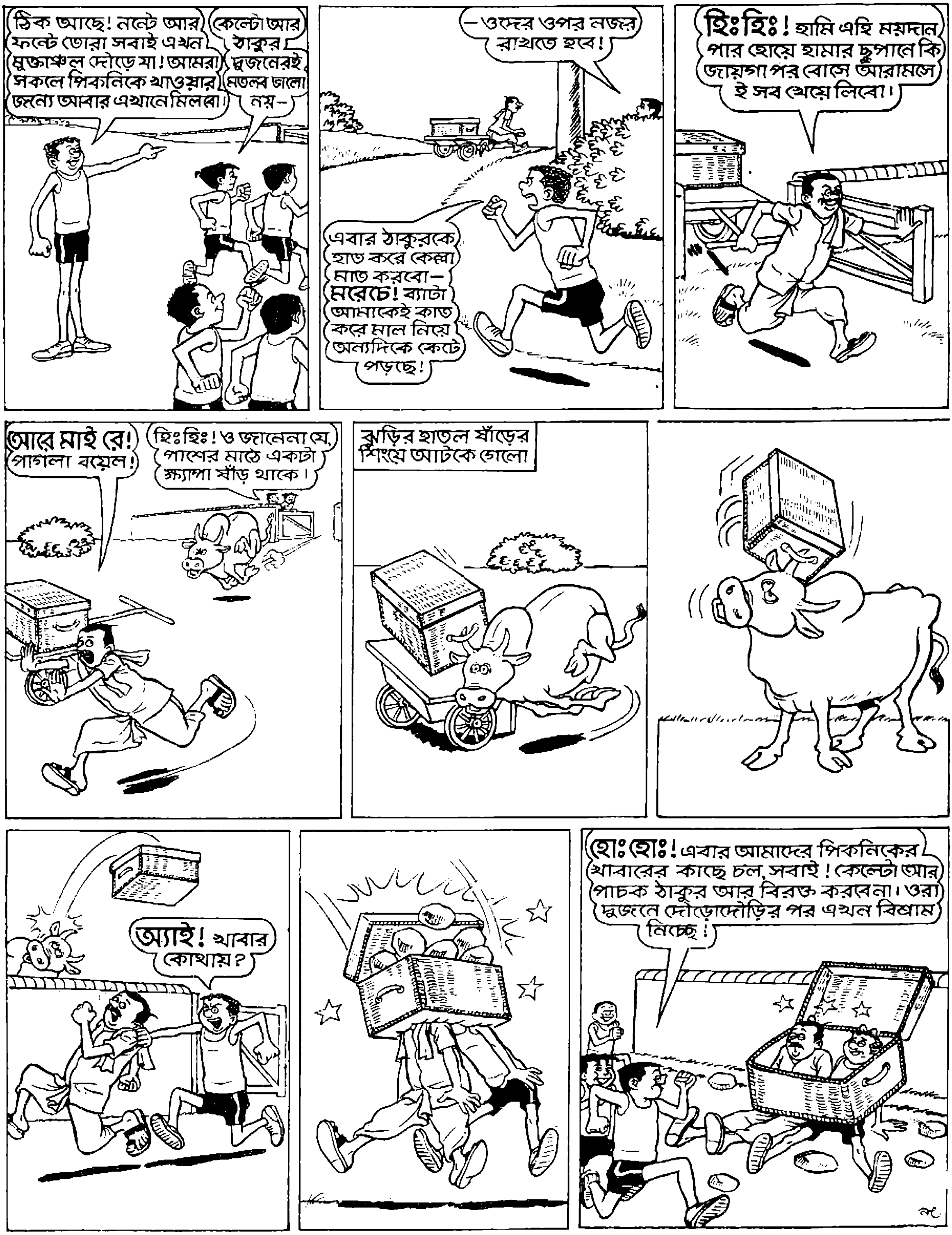
ঠিক আছে! নন্টে আর ফন্টে তোরা সবাই এখন মুক্তাঞ্চল দৌড়ে যা! আমরা সকলে পিকনিকে খাওয়ার জন্যে আবার এখানে মিলবো।
কেল্টো আর ঠাকুর দুজনেরই মতলব ভালো নয়—
—ওদের ওপর নজর রাখতে হবে!
এবার ঠাকুরকে হাত করে কেল্লা মাত করবো— মরেচে! ব্যাটা আমাকেই কাত করে মাল নিয়ে অন্যদিকে কেটে পড়ছে!
হিঃ হিঃ! হামি এহি ময়দান পার হোয়ে হামার ছুপানে কি জায়গা পর বোসে আরামসে ই সব খেয়ে লিবো।
আরে মাই রে! পাগলা বয়েল!
হিঃ হিঃ! ও জানেনা যে, পাশের মাঠে একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় থাকে।
ঝুড়ির হাতল ষাঁড়ের শিংয়ে আটকে গেলো
অ্যাই! খাবার কোথায়?
হোঃ হোঃ! এবার আমাদের পিকনিকের খাবারের কাছে চল, সবাই! কেল্টো আর পাচক ঠাকুর আর বিরক্ত করবেনা। ওরা দুজনে দৌড়োদৌড়ির পর এখন বিশ্রাম নিচ্ছে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এর আগে আমরা একটা পিকনিকে গিয়েছিলাম। কেল্টু আমাদের সব খাবার হাপিশ করেছিলো, ড্রাইভারদা। আবার ঐ একই জিনিস করা থেকে কি ভাবে ওকে থামাবো?
একটা বিদ্বেষপূর্ণ চক্রান্তের পর—
আমরা নদী বরাবর পিকনিক করবো, ড্রাইভারদা।
এবার তোরা সবাই মিলে বনের মধ্যে গিয়ে খেলা কর। খাওয়ার সময় হলে আমি বাঁশি বাজাবো।
কেল্টুর কাছে গাড়ির মাল রাখার জায়গার চাবি আছে— আর ও পিকনিকের খাবারের বাক্স হাতাতে যাচ্ছে!
এবারে চমৎকার খ্যাঁট।
ও ওটা খুলেছে! এবার খাবারের বাক্সটা বের করার আগেই আমি গাড়িটা চালিয়ে দি! হিঃহিঃ!
মরেছে! চাবিটা আটকে গেছে! এটা আমি বের করতে পারছি না!
ইর্‌ক!
থামাও!
যে গোপন জায়গায় নন্টে আর ফন্টের সঙ্গে মিলবার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে এবার চালিয়ে নিয়ে যাবো!

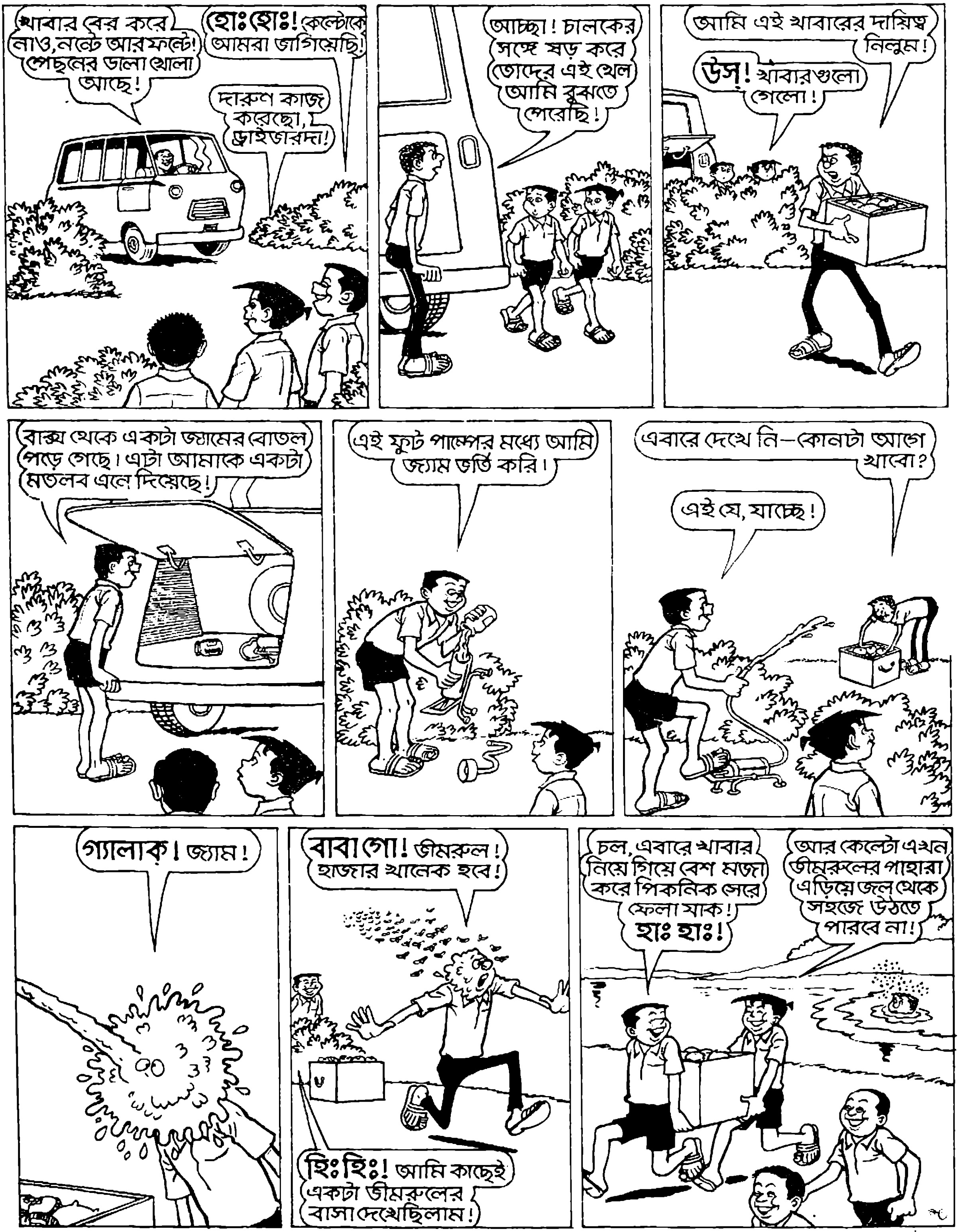
খাবার বের করে নাও, নন্টে আর ফন্টে! পেছনের ডালা খোলা আছে!
হোঃ হোঃ! কেল্টোকে আমরা জাগিয়েছি!
দারুণ কাজ করেছো, ড্রাইভারদা!
আচ্ছা! চালকের সঙ্গে ষড় করে তোদের এই খেল আমি বুঝতে পেরেছি!
আমি এই খাবারের দায়িত্ব নিলুম!
উস! খাবারগুলো গেলো!
বাক্স থেকে একটা জ্যামের বোতল পড়ে গেছে। এটা আমাকে একটা মতলব এনে দিয়েছে!
এই ফুট পাম্পের মধ্যে আমি জ্যাম ভর্তি করি।
এবারে দেখে নি—কোনটা আগে খাবো?
এই যে, যাচ্ছে!
গ্যালাক! জ্যাম!
বাবা গো! ডীমরুল! হাজার খানেক হবে!
হিঃ হিঃ! আমি কাছেই একটা ডীমরুলের বাসা দেখেছিলাম!
চল, এবারে খাবার নিয়ে গিয়ে বেশ মজা করে পিকনিক সেরে ফেলা যাক! হাঃ হাঃ!
আর কেল্টো এখন ডীমরুলের পাহারা এড়িয়ে জল থেকে সহজে উঠতে পারবে না!

১৮৯৭

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
হ্যাঁ, তোমার টিকিটে জিতে তুমি দু'ডজন জেলির চাটনি যুক্ত পিঠে জিতেছো!
হুররর রে!
আরে, এই যে, নন্টে! এই মাত্র আমি বেকারীর লটারিতে দুই ডজন জেলির চাটনি যুক্ত পিঠে জিতেছি! এগুলি কেল্টুকে ফাঁকি দিয়ে ভিতরে নিয়ে যেতে হবে!
যে করে হোক কেল্টোকে আটকে ফেলতে হবে!
স্কুল বোর্ডিং
ক্ষিদে ক্ষিদে টের পাচ্ছি! আমি চার পাশ ঘুরে দেখি যদি ছেলেদের কাছ থেকে কিছু খাবার হাতানো যায়।
আরে, এটা কি হচ্ছে?
আমার বাঁধন খুলে দে! গরর!
নিশ্চয়, কেল্টুদা! তবে যখন আমরা দু ডজন জেলি দেওয়া পিঠে সাবাড় করবো!
হিঃ হিঃ! কেল্টোকে নিরাপদে হাতে কলমে কর্মশিক্ষার ঘরে তালা বন্ধ করেছি! এবার আমরা ঐ পিঠে গুলি সংগ্রহ করি।
আমাকে বেরোতে দে!

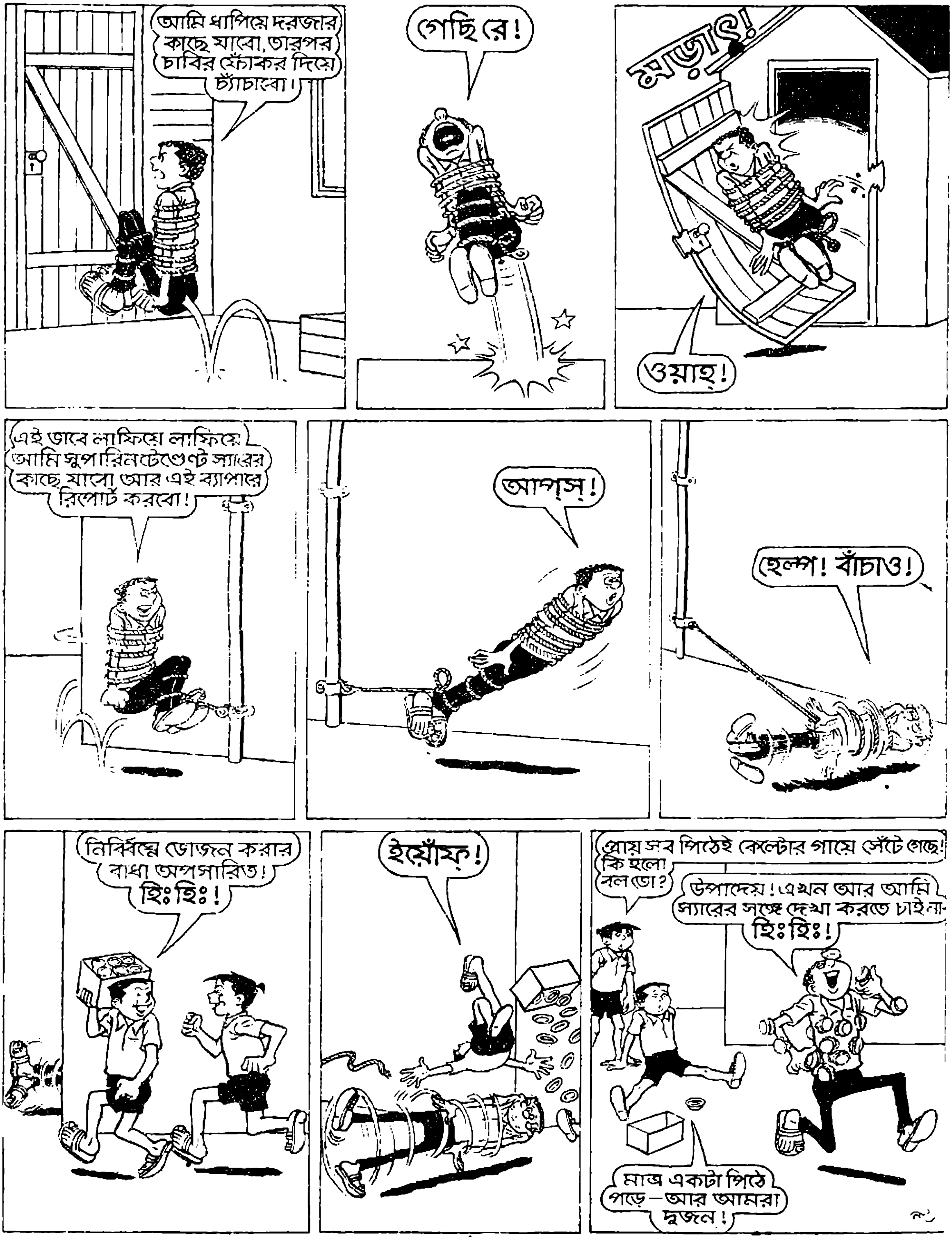

আমি ধাপিয়ে দরজার কাছে যাবো, তারপর চাবির ফোঁকর দিয়ে চ্যাঁচাবো।
গেছি রে!
মড়াৎ!
ওয়াহ্!
এই ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে আমি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের কাছে যাবো আর এই ব্যাপারে রিপোর্ট করবো!
আপ্‌স্!
হেল্প! বাঁচাও!
নির্বিঘ্নে ভোজন করার বাধা অপসারিত! হিঃ হিঃ!
ইয়োঁফ্!
প্রায় সব পিঠেই কেল্টার গায়ে সেঁটে গেছে!
কি হলো বল তো?
উপাদেয়! এখন আর আমি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে চাই না- হিঃ হিঃ!
মাত্র একটা পিঠে পড়ে—আর আমরা দুজন!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আরো কিছু সসেজ আনতে গেছে সেই তালে আমি এগুলি ভাজতে থাকি!
একটা মতলব এসেছে! এই ড্রেনপাইপের পিছনে এই হোসটা আটকে দিই।
দ্যাখ্ ফন্টে! জলের পাইপ ফেটেছে! মিস্ত্রিকে খবর দিয়ে আয় শিগগির!
এই সেরেচে!
কোথায় ফেটেছে দেখে যাই।
হিঃ হিঃ! এবার সসেজগুলো!
হোস! কেল্টো তাহলে আমার সঙ্গে চালাকি করেছে!
বাহ! জানালার শার্শি এঁটে দিয়ে ও গপাগপ আমাদের সসেজ মেরে দিচ্ছে!
ছিপ! ও দরজার ছিটকিনিটা আটকে দিয়েছে!
এটা বেশ উপাদেয় জলযোগ ছিলো।

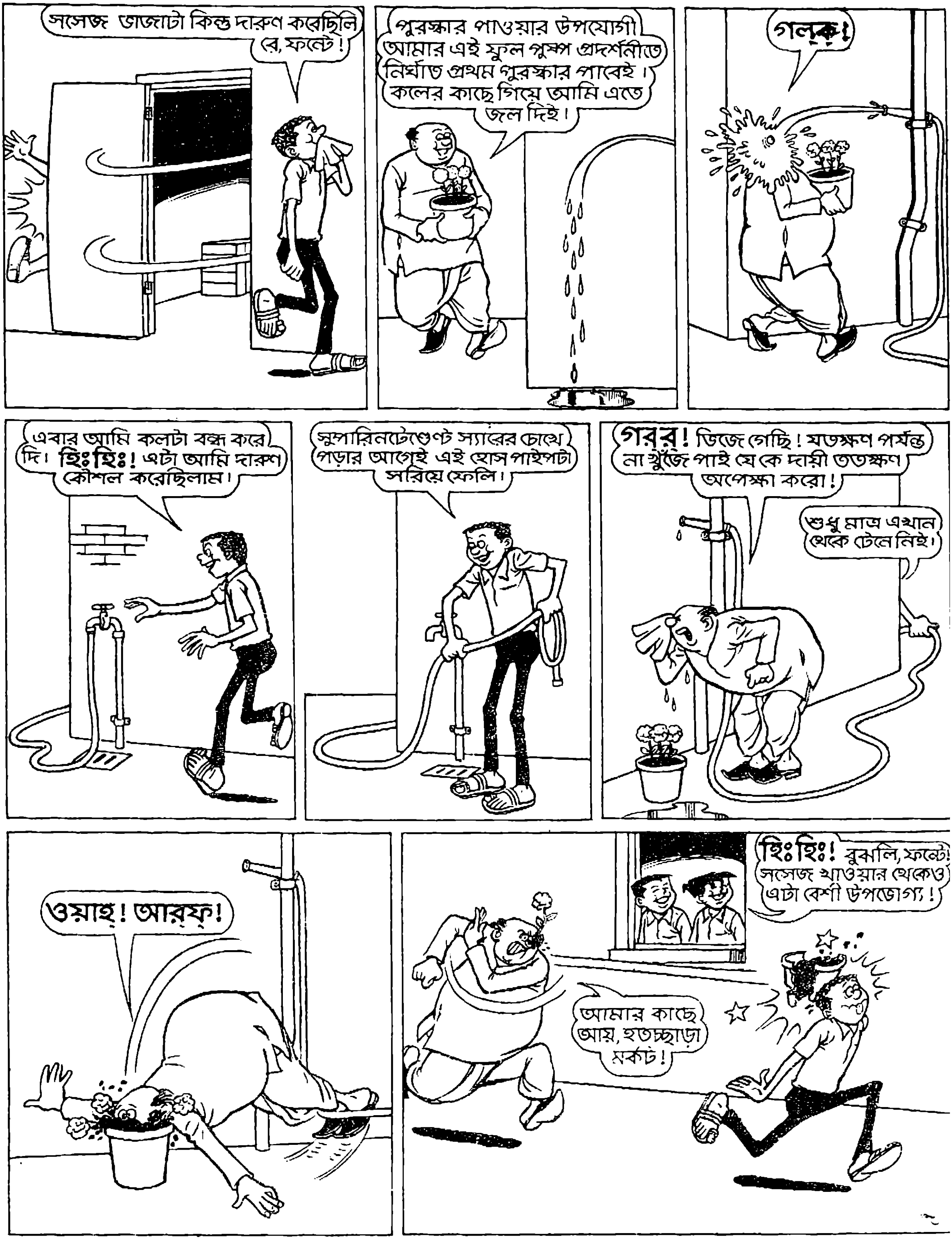
সসেজ ভাজাটা কিন্তু দারুণ করেছিলি রে, ফন্টে!
পুরস্কার পাওয়ার উপযোগী আমার এই ফুল পুষ্প প্রদর্শনীতে নির্ঘাত প্রথম পুরস্কার পাবেই। কলের কাছে গিয়ে আমি এতে জল দিই।
গলুক!
এবার আমি কলটা বন্ধ করে দি। হিঃ হিঃ! এটা আমি দারুণ কৌশল করেছিলাম।
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের চোখে পড়ার আগেই এই হোস পাইপটা সরিয়ে ফেলি।
গরর! ভিজে গেছি! যতক্ষণ পর্যন্ত না খুঁজে পাই যে কে দায়ী ততক্ষণ অপেক্ষা করো!
শুধু মাত্র এখান থেকে টেনে নিই।
ওয়াহ্! আরফ্!
হিঃ হিঃ! বুঝলি, ফন্টে! সসেজ খাওয়ার থেকেও এটা বেশী উপভোগ্য!
আমার কাছে আয়, হতচ্ছাড়া মর্কট!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আরে! কোই বদমাস সুপারিনটেন সাহাবকা রোস্ট চিকেন চোরি কোরছে!
বোর্ডিং কিচেন
হিঃ হিঃ! আমি একটা বিশেষ লম্বা ছড়ি পেয়েছি সুতরাং তাই দিয়ে আমি কিচেন থেকে খাবার টেনে আনতে পেরেছি!
এদিকে ফন্টে
হাতে কলমে কাজ শেখার জন্যে স্যার এই দরজাটা লাগাতে বলেছেন কিন্তু কব্জা আনতে নন্টে সেই যে গেছে আর পাত্তা নেই!
ওফ্!
দমাস!
ওটা কেল্টু ছিলো! গর্‌র্‌!
ওফ্!
দমাস!
এবার আমি গুঁড়ি মেরে বোর্ডিংএর চত্বর পেরিয়ে যাবো!
কেল্টু! তুই ওখানে চিকেন নিয়ে কি করছিস?
ওপস! ছড়িটা আটকে গেছে!

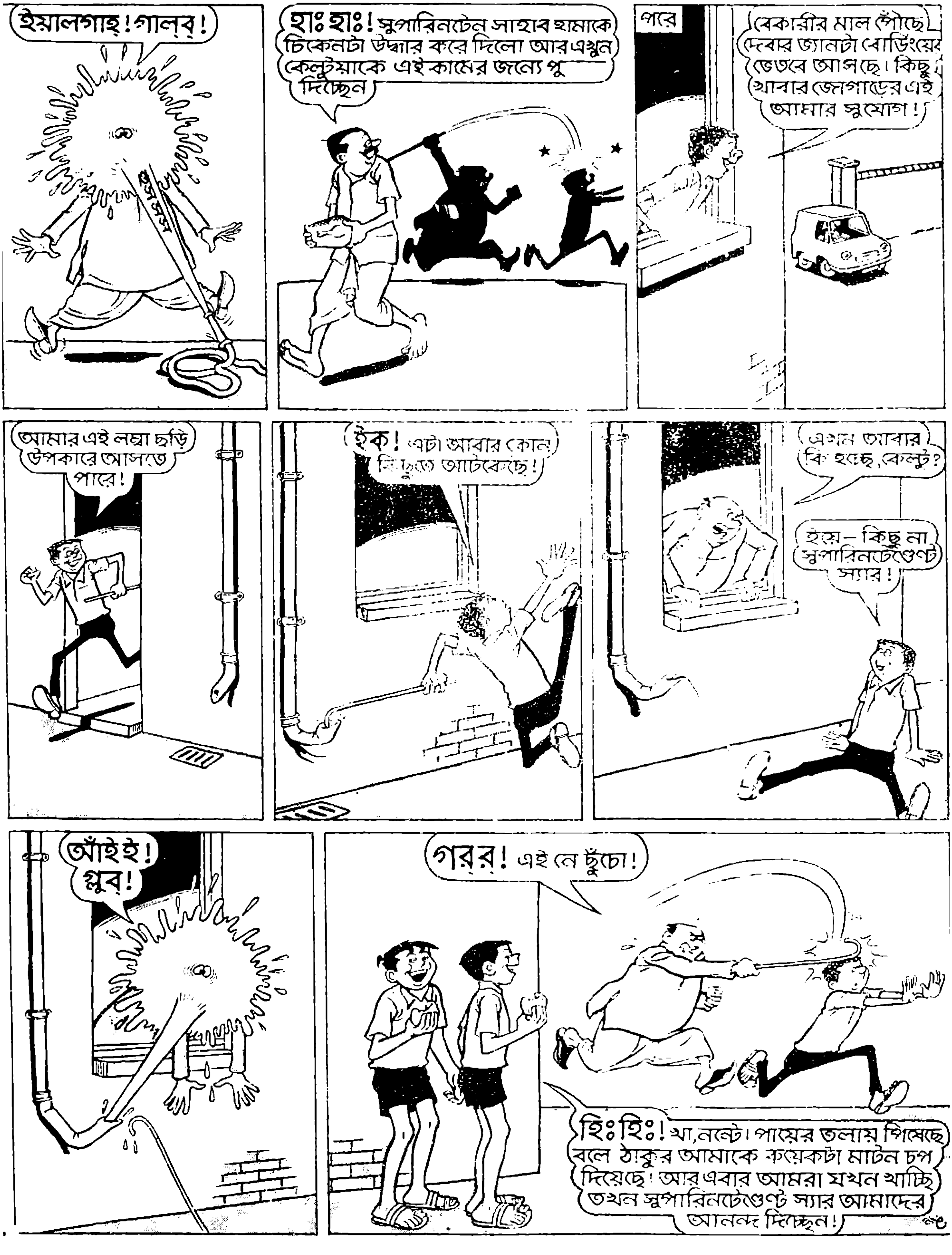
ইয়ালগাহ্! গালব্!
হাঃ হাঃ! সুপারিনটেন সাহাব হামাকে চিকেনটা উদ্ধার করে দিলো আর এখুন কেলুটুয়াকে এই কামের জন্যে পু দিচ্ছেন
পরে
বেকারীর মাল পৌঁছে দেবার ভ্যানটা বোর্ডিংয়ের ভেতরে আসছে। কিছু খাবার জোগাড়ের এই আমার সুযোগ!
আমার এই লম্বা ছড়ি উপকারে আসতে পারে!
ইক! এটা আবার কোন কিছুতে আটকেছে!
এখন আবার কি হচ্ছে, কেল্টু?
ইয়ে— কিছু না সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
আঁইহ! গ্লুব!
গর্‌র্! এই নে ছুঁচো!
হিঃ হিঃ! খা, নন্টে। পায়ের তলায় পিষেছে বলে ঠাকুর আমাকে কয়েকটা মাটন চপ দিয়েছে! আর এবার আমরা যখন খাচ্ছি তখন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার আমাদের আনন্দ দিচ্ছেন!